প্রকাশক—
শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা



কলিকাতা, ১।২, দুর্গা পিতুড়ী লেন, মডার্ণ আর্ট প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# পূর্ব্বাভাষ

মহাভারতের আখ্যায়িকা বহু পুরাতন হইলেও চিরনবীন। ঘটনা বৈচিত্র্যে ও ভাব-সমাবেশে ইহার স্থান অন্যান্য অনেক পুরাতন ও নবীন, বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনা হইতেও মর্ম্মস্পর্শী। যতবারই পড়া যায়, ততবারই একটা নূতন ভাব আসিয়া উদিত হয়, ইহার অন্তর্দ্দেশ হইতে। যে কাব্যগ্রন্থখানি আজ দুই বৎসর হইল গৌড়জনের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে, উহা সেই শাশ্বত চির-নূতন মহাগ্রন্থেরই মূল আখ্যায়িকা অমিত্রাক্ষর ছন্দে নূতন ভাব-সমাবেশে ও নাটকীয় বাক্যবিন্যাসে এক অপূর্ব্বরূপে গ্রথিত।

কাব্যকলাকুঞ্জবনে যে সকল ভৃঙ্গ আপন মনে গুঞ্জন করিয়া থাকে, তাহারা কি সুরে, কি ব্যঞ্জনায় রসিক সুধীবর্গের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে, তাহা সর্ব্বসময়ে নির্দ্দিষ্ট পথের অন্তর্গামী নহে। এই কাব্যগ্রন্থখানিও যে ভাষায়, যে ভাব-ব্যঞ্জনায় ছন্দোনিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পড়িবামাত্রই বেশ হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কোন্ অপবিজ্ঞাত অপরিচিত 'সূত্রে মণিগণা ইব' উপায়ে ইহা যে এত হৃদয়গ্রাহী হইল, তাহা ব্যক্ত করিয়া উঠা কঠিন। কবি যখন তাঁহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেন, তখন ললিত-কলার কুসুমপত্রগুলি কোন্ অভিনব উপায়ে দিগ্ জগতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা কবি ব্যতীত কেহই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাহা হউক, এই উদীয়মান্ কবির কাব্যগ্রন্থখানি পড়িয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা একপ্রকার নূতন ধরণেরই। আজকাল সাহিত্য-চতুষ্পথে যে সকল গ্রাম্যভাষায় লিখিত, তথাকথিত নূতন ভাববিপর্য্যস্ত ভাসা ভাসা তরল কবিতা দেখিতে পাই,—এই কাব্যগ্রন্থখানির ভাষা ও ভাব যে সে সকল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহা দেখিয়া অনেকদিন পরে এক বহুকাল বিস্মৃত চিরকালাদৃত লুপ্তপ্রায় সাহিত্যের কথা মনে পড়িল।

কবি হেমচন্দ্র যে সুললিত, সুচিন্তিত বাগর্থ সমন্বিত ভাষায় একদিন তাঁহার গুরুগম্ভীর অথচ শ্রুতিমধুর কবিতাবল্লী গৌড়জন সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন,—আজও যেন সেই স্বর, সেই ভাষা, সেই লালিত্য বহুকাল পরে পড়িতে পাইলাম। বহুদিনের হারাণো পুঁথি যেন আবার খুঁজিয়া পাইলাম।. হৃতবস্তুর পুনরুদ্ধারে কাহার না আনন্দ হয়? আজ যে আনন্দে আমি নিজে মুখর হইয়াছি, সেই আনন্দের উৎস সুধী সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি।

সাহিত্যের মুখ নাকি আজকাল বদলাইয়া গিয়াছে। সে পুরাতন শব্দগম্ভীর অর্থগভীর ভাষা নাকি আজকালকার বঙ্গীয় সাহিত্যিকদিগের রুচিকর নহে। "পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্" বঙ্গ-সাহিত্যেরও নাকি সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কথাটা অনেকটা সত্য। প্রবহমান কালগুণে বস্তুজগতের সমস্তই বদলায়, শব্দজগতে ও ভাবজগতে পরিবর্ত্তন ঘটিবে না কেন? কিন্তু এখনও এটুকু আশা আছে, যে আধুনিক তরলসাহিত্যও শুধু মিষ্টান্ন ভোজনের পর চাট্‌নির মত সাময়িক আদর পাইয়াছে বা পাইতেছে মাত্র, বঙ্গ দেশীয় সাহিত্যের রুচি আবার বদলাইবে, আবার প্রকৃত সারসম্পন্ন বস্তুর দিকে গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রের আকর্ষণ ফিরিবে। তাহার অরুণরেখা যেন প্রাচীপ্রান্তে দেখা যাইতেছে; নিদ্রিত পক্ষিবৃন্দের জাগরণ-কূজন যেন আবার শুনা যাইতেছে, বিটপি-মণ্ডলীর শিরোভাগ যেন নবীন রৌদ্রালোকে আবার ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। কালচক্র বুঝি ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বের সুস্থাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

অধিক লেখা বাহুল্য। আশা করি পাঠকমাত্রেই এই নূতন কাব্য-গ্রন্থখানি পড়িয়া আমার মতই অনুভব করিবেন, "যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর, তাহা অধিক দিন লোকচক্ষু হইতে অপসৃত থাকে না।"

কবির অসাবধানতায় কতকগুলি মুদ্রাঙ্কণজনিত ভ্রমপ্রমাদ পুস্তকখানিতে রহিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য বোধ হয় কবি ক্ষমার্হ।

পুস্তকখানির দীর্ঘ জীবন অবশ্যম্ভাবী, ইহাই আমি অনুভব করি।

পরিশেষে আমার ইহাই বক্তব্য যে, সকল তরুণ পাঠক আজকাল লঘু সাহিত্য পড়িয়া তাহার দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ একবার মুখ বদ্‌লাইবার জন্য এই প্রাচীন পন্থাবলম্বনে লিখিত কাব্য-গ্রন্থখানিকে বারেকের জন্যও পাঠ করিয়া দেখিবেন; তাহাতে আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের শ্রম অসার্থক হইবে না। ইতি—

বিনীত

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য

এম্-এ, এম্-বি,

বাগবাজার।

ইতি সন্ ১৩৪৩ সাল

১লা আশ্বিন

# মাতৃবন্দনা মঙ্গলাচরণ

মা !

নিশা-সঙ্গীত মুগ্ধ কুহরে,
স্বভাব-স্নেহ রঞ্জিতাধরে,
ললিত মিষ্ট মঞ্জুল স্বরে
গুঞ্জরিলে যে প্রভাতি ;
আজি সে মূর্ত্ত বিশ্বভারতী,
মূরজি প্রাচ্য শঙ্খ আরতি,
গাহি মঞ্জীরে হিন্দোল গীতি,
কীর্ত্তনে বিভূ বিভূতি।
মধু মৃদঙ্গ-মন্দ্রে ধ্বনিত,
প্রতীচী কাব্যবংশী বাদিত,
ভবত সূত্রে বল্কলাবৃত,
তাবা গণাইব আধাবে,—
হ'তেছে মান্য গণ্য যে ক্রমে,
বাণী বন্দনা বঙ্গ ভবনে ;
সে মহাকাব্য কুঞ্জ-কাননে
ভক্তি কোয়েলা কুহরে ;
জড় বিজ্ঞান উষরে।
ওই সে পুত্রবৎসলা মায়ে,
দানিতে ভক্তি অঞ্জলি পায়ে,
রসবাৎসল্য প্লুত অধ্যায়ে,
পরিবর্দ্ধিনু প্রণতি ;

যিনি অনিত্য সংসার ধামে
থাকেন সত্যনিষ্ঠ নিয়মে,
গোপাল বাল্য মূর্ত্তির ধ্যানে,
স্নেহ-তন্ময় প্রকৃতি।
গোপাল গোত্র-ধর্ম্ম আদৃত,
নয় মা তুচ্ছ পিত্তলাবৃত;
মূরতি মন্ত্রদৃষ্ট ক্ষোদিত
আত্মপ্রসাদ্ নকলে।
প্রণতা ভক্তে মুক্তি বিলাতে,
সতীর পুণ্য দীপ্তি ছড়াতে,
দ্বাপর মাতৃ-দৈন্যে মুছাতে,
জাগ্রত আজো ঠাকুরে;
বিমান দ্যুতি মুকুরে।
স্নেহের ভাদ্র বন্যা বাহিনী,
হ'তেছ নিত্য শীর্ণা তটিনী;
কি জানি ব্যাধি ক্লিষ্ট জীবনী,
শুষ্ক হয় বা অকালে?
তাই এ বিত্তরিক্ত বিলাপে,
কুলবিগ্রহ কীর্ত্তিকলাপে,
স্মরিণু সদ্যঃ ছন্দ আলাপে,
ভাবী বিচ্ছেদ বাদলে।
শেষ মুহূর্ত্তে ঊর্দ্ধ আলোকে,
প্রয়াতা পান্থ মুক্তি পুলকে
হেরিলে ঝঞ্ঝা অশ্রু ঝলকে,
ভাবে সে ভবের কুয়াসা।

পেটের পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী,
নয় না মুক্তি পন্থানুসারী ;
শিকার লুব্ধ নিম্ন প্রসারী,
রেখ' না দৃষ্টি পিয়াসা ;
উর্দ্ধগামীর দুরাশা।
পথের বন্ধু তল্পী বেধেছে,
ভয় কি তীর্থ-সঙ্গী জুটেছে !
সেবিকা ভক্ত শিষ্যা অলাভে-
দেবতা চায় কি দেবলে ?
তাইও স্বাস্থ্যদৈন্য দেখিয়া,
ঠাকুর মর্ত্ত্য-সঙ্গ ত্যাজিয়া
বিমানযাত্রী ধৈর্য্য ধরিয়া,
কাল প্রতীক্ষা করিছে।
কালের মন্ত্রে শিষ্যা ঘুমালে,
কে দিবে মালা অর্চ্চনা ঘরে ?
শুধু কি অন্ন ভক্তি কাঙালে,
রাখিতে পারে মা অঘবে ?
পেলে সাক্ষাত্‌ মুক্তি পথিকে,
নিও সে সঙ্গ মৃত্যুর কূলে ;
জীবন নৌকা ধর্ম্মের পালে,
যায় কি স্বর্গ কিনারে ?
জরা মৃত্যুর ওপারে।

চিরানুগত সন্তান
গ্রন্থকার

# স্বয়ম্বরাভিযান পর্ব্ব

## প্রথম সর্গ

স্থান—ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষ। কাল--পূর্ব্বাহ্ন।
পাত্র—ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় ও বিদুর উপবিষ্ট।

ধৃতরাষ্ট্র। পৌরব শুভানুধ্যায়ী, বিশ্বাসভাজন,
ওরে বিদুর সঞ্জয়! এ জীর্ণ বুকের
আজি যে ক্ষীণায়ুঃ প্রাণ, বিষস্ফোটকের
জ্বালায় প্রদহমান্; সে দুষ্টব্রণের
মূলোৎপাটনের দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া,
চাহি যুক্তি মহৌষধি। গৃহ শান্তিধামে,
যদি নিত্য কোলাহল ওঠে কলহের,
সর্ব্বনাশী ভ্রাতৃবিরোধের; বীরভূমে
কেশাকেশি, মুষ্টামুষ্টি, ঘাতপ্রতিঘাতে
যুঝে যথা মল্ল বলজীবী—সে সংসারে
শ্রীবৃদ্ধি দূরের কথা, জ্বলেনা প্রদীপ।
তাই মনে অস্বপ্নের আশা; ভ্রাতৃব্যের
মুখপাত্রে যৌবরাজ্যে করায়ে নবিশি,
বুঝিব কে ভবিষ্যের নয় তন্ত্রসারে,

কূটমার্গে, শস্ত্রাভ্যাসে, বুদ্ধিপটুতায়,
মুখ্যতঃ গুণবত্তর প্রতিযোগিতায়,
প্রথম পদকপ্রাপ্ত পদমর্য্যাদায়।
সে হবে পূর্ণাভিষিক্ত, রাজছত্রাসনে ;
উন্নিতে স্বার্থান্ধ প্রজারঞ্জন বিজ্ঞানে।

বিদুর। যে হবে তুঙ্গস্থ রাজনৈতিক লগণে ;
সে যে পাণ্ডব গোষ্ঠীয়, এটা নিঃসন্দেহ।
দুটী রাজমঞ্চ কোথা পাবে অন্ধরাজ !
নিতে যোগ্যতা নবিশি ? সম্রাট লাঞ্ছিত
পৃথ্বীর মহার্ঘ্য মণিমাণিক্য খচিত,
অখণ্ড ময়ূরাসন শোভা কহিনুর,
একবার দ্বিখণ্ডিত হলে ; মহাদেশ
বিশেষ উত্তব কুরু, যে বিদ্রোহ-ধ্বজা
তুলিবে প্রচার কার্য্যে ; অন্তর্ভাবতের
ছেদিতে একতাসূত্রে ; সে রাষ্ট্রবিপ্লবে
স্মরিবে উৎসাহভঙ্গ প্রকৃতিপুঞ্জের
বহিরাক্রমণ-রোধে। সে ক্ষতি-পূর্ণের
যথেষ্ট লাভজনক থাকে রূপান্তর
শ্রীবৃদ্ধি বলসম্পদে, শান্তিস্থাপনের
পর্য্যাপ্ত সাম্রাজ্য শক্তি, করি না'ক মানা।
আজি যে কলহ রাজপ্রাসাদ গণ্ডীর
বেষ্টনে আবদ্ধ রয় ; কল্য সে বিশ্বের

দ্বারে, মতবিদ্বেষ ছড়াবে। অন্দরের
কুৎসা মুক্তবাতাসে দূষিবে। দুর্জ্জনের
কেহ চাবে যুধিষ্ঠিরে, কেহ সুযোধনে ;
কেহবা উভয় পক্ষে রাজ্যচ্যুত ক'রে,
সাধিবে দুরভিসন্ধি। কেহ কেহ পুনঃ,
অতিবুদ্ধি বৈদেশিক আদান প্রদানে,
নির্লজ্জ নিকৃষ্টতম স্বার্থ আহরিবে ;
যাবত্ বিবদমান রবে কুলধ্বজ।
সর্ব্বত্র অশান্তি হবে। অন্তর্বাহিরের,
রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গে যাহা মহানিষ্টকর ;
তাহার চিন্তাই পাপ, নৈতিক পতন।
তদর্থে বৈঠক রাজদ্রোহিতাব্যঞ্জক।
কুমতি কুমার্গগামী ; বীরমণ্ডলের
সর্ব্বস্তরে তরঙ্গ উঠিবে। ভ্রাতৃব্যের
সংঘর্ষে উদ্বিগ্নমনা, ভগ্নোদ্যম হবে
গাঙ্গেয় পুরুষসিংহ। বহিঃশত্রুদল,
পাঞ্চাল নবাধঃকৃত সহ শিশুপাল,
প্রবল পরবীরহা মাগধ ভূপাল,
সৌরাষ্ট্র গান্ধার অন্ধ্র করে একযোগে
পুরী অবরোধ ; রাজবশ্যতা আছে তো
প্রজার নৈতিক বলে, সামরিক যোধে ?
দমিতে পররাষ্ট্রীয় প্রবল বিপ্লবে।

ধৃতরাষ্ট্র। আপাততঃ হস্তিনার সম্রাট আসন,
অবিভক্ত রবে। সীমান্ত কুরুজঙ্গলে,
বিদগ্ধ খাণ্ডব ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করি,
বসাব সুন্দরী পুরী। সুবর্ণ প্রাকারে
তুলিব পরিখা দুর্গ; হবে রাজধানী
ক্রমশঃ হইলে সভ্যজনাকীর্ণ ভূমি;
শুক্ল পক্ষে পৌর্ণমাসী যথা। যুধিষ্ঠির
রবে সেথা কুরুযুবরাজ; সুযোধন
রাজ্যের প্রধানামাত্য, রবে হস্তিনায়।
উভয়ের মধ্যবর্ত্তী মন্ত্রিদল গড়ি;
সপ্তাঙ্গের ষড়গুণ্যে রাখি আজ্ঞাবাহী;
প্রজার সার্ব্বজনীন মঙ্গল সাধিব।
সংঘর্ষে অপরস্পরে, বল পরীক্ষায়
যে হবে প্রবলতর; সেই বিধিমত
হইবে অবিসম্বাদী ভারত সম্রাট।

বিদুর। তবেত এ চুক্তিভঙ্গে নাইকো বিভ্রাট।
যাহোক এ আপাততঃ পথ নির্দ্ধারণে,
চিন্তার সময় দিবে। পুরীর নির্ম্মাণে
হবে যা অতিবাহিত সংক্ষেপ সময়;
রাষ্ট্র কোষাগারে বন্ধ রবে ত ফটক?
অথবা সে মুহুর্মুহুঃ উদ্ঘাটিত হবে,
বিদ্রোহী রণঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে?

ধৃতরাষ্ট্র। তাহারো সুযুক্তি এক এটেছি বিদুর।
বারংবার পাণ্ডবেরা দিগ্‌ভ্রমণের
প্রার্থনা দিয়াছে মোরে। যাচঞা মঞ্জুর
পাণ্ডবে জানাব এবে। বারণাবতীর
মনোহর দিব্য রাজগৃহে, বর্ষাবধি
যদবধি মনঃপূত হবে ; নির্ব্বিবাদ
বসবাস করি ; দেশান্তরে কামরূপী
করি পর্য্যটন ; গৃহে ফিরিবে যখনি ;
তৎকালে খাণ্ডবপ্রস্থে খ্যাতি ঋদ্ধিমতী
প্রতিষ্ঠিতা হবে পুরী।

সঞ্জয়। কোন সৌধ চূড়া,
বারণাবতীর, রাজগৃহ-ধ্বজাঙ্কিতা
হল ? গোত্র মাতা পুরন্ধ্রী শর্ম্মিষ্ঠা সতী,
সপত্নীর মর্ম্মভেদী কটাক্ষ লক্ষ্যের
অন্তরালে, স্বামী সঙ্গমে সেবিত ; ওর
গুপ্তবাসে, লোকদৃষ্টি অগোচরে। সেও
ধরাশায়ী ভগ্ন স্তূপাকার। শ্বাপদের
গৃহস্থলী ; মনুষ্যের বাসস্থান কোথা ?

বিদুর। সেথা ও সুখ পালিত যুবরাজোচিত,
অভ্রভেদী হর্ম্ম্যরাজী শোভাবিরাজিত,
রম্য নিকেতন কোথা, গ্রাম্য লোকালয়ে ?
লুপ্ত-স্মৃতি অট্টালিকা-চূর্ণ স্তূপাকারে।

ধৃতরাষ্ট্র। যখনি সঙ্কল্পরঙে চিত্ত ছায়াপটে,
আঁকিনু মানসী ছবি, মন্ত্র-তুলিকায় ;
দেখাইল পুরোচন শিল্লাঙ্কণে আঁকা,
মোহন প্রাসাদ শোভা রাজমনোলোভা।
অবিলম্বে রাজাজ্ঞা ঘোষিয়া, রচিয়াছি
রাজকীয় পুণ্য স্মৃতিমণ্ডিত প্রাসাদ।
পাণ্ডবে ইত্যবসরে দিতে বহির্ব্বাস।

বিদুর। তবে ত মন্ত্রণা-জাল, বহুদর্শিতায়
ঘিরেছ সকল দ্বার। অচ্ছিদ্র ক্ষেপনে,
দেখি কে ক্ষীরোদকন্যা ওঠে রাজ ভালে,
নীতি বারিধি মন্থনে ? অদীর্ঘদর্শিতা
সচিবে অবিদ্যানুগা। ভ্রাতৃ সুতগণে,
বাহ্যিক কারুণ্যাভাবে, প্রকৃতিপুঞ্জের
যদি কোথা জাগে অসন্তোষ ? সে কণ্ঠার
করিবে কে কণ্ঠরোধ নৈতিক প্রভাবে ?
পাণ্ডুবে বসাল যবে কুমার গাঙ্গেয়,
জন্মান্ধের জ্ঞাতসারে, কুরু রাজপাটে,
রাজচক্রবর্ত্তী পুরোভাগে ; সসাগরা
বিশাল ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ ভাবে
সমর্থন দিল যে কাযোব ; সে রক্তের
প্রবাহে বর্ত্তিল ধর্ম্মমুকুট রাজ্যের।
পৈতৃকে নিঃস্বত্ব করা, ভীষ্মের অজ্ঞাতে
সমীচীন নহে নীতিজ্ঞের।

ধৃতরাষ্ট্র। আপাততঃ
দিগ্‌ভ্রমণের পথে যাক পাণ্ডবেরা,
অদূর বারণাবতে। সুনীতি সঙ্গত
ব্যবস্থা সর্ব্বসম্মত, হবে না প্রণীত,
তদন্তপদ্ধতিক্রমে ; সে বিধি নিষেধ,
বাধ্যতামূলক হবে কুরু পাণ্ডবের।
মাৎসর্য্যে, বলাতিসারে বা অতি-দর্পের
অহঙ্কারে, সর্ব্ববাদিসম্মত বিধানে,
দেখালে অনাস্থা শ্লেষ ; সে মন্দ ভাগ্যের
শাসনে তৎপর হবে, রাজবলাকর।

বিদুর। কিসের তদন্তাধ্যায় ? বংশানুক্রমিক
কুলাচার কেন বা অনভিপ্রেত ? বড়
রাজ্যভার পায়, নীতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর :
কেন সে পুরাণসিদ্ধ প্রথা অনাদৃত ?
কেন বা যোগ্যতা প্রশ্ন উঠে আকস্মিক ?

ধৃতরাষ্ট্র। আমার রাজাভিষেক কেন রুদ্ধ হল ?

বিদুর। জন্মের দুরতিক্রম্য বিকলাঙ্গ দোষে।

ধৃতরাষ্ট্র। সে জন্মের রক্ত পুচ্ছে পুত্র ভবিষ্যতে,
এত যে ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন করিলে ;
তাহা কি বিবেকসিদ্ধ ? পুত্র ত অক্ষত ?

বিদুর। সম্রাট বিচিত্রবীর্য্যে যবে কালব্যাধি,
গ্রাসিল মৃত্যুকবলে ; শূন্য রাজস্থানে

হইল পূর্ণাভিষিক্ত পাণ্ডু যুবরাজ।
জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে, জন্মঅন্ধতাজনিত
শাস্ত্রীয় নিষেধবশে ; অনুজ ভ্রাতার
ঘটিল রাজ্যাধিবাস। কুরু সিংহাসনে
পাণ্ডব শাস্ত্রোক্ত মতে উত্তরাধিকারী
হল কুলাচার ক্রমে। পাণ্ডু জ্যেষ্ঠ সুতে
আর আপন ঔরসে, বয়ঃক্রমাচারে
কিংবা কৃতিত্ব গৌরবে ; ইতর বিশেষ
কোথা হতো যোগ্যতায় ; সে সংশয় সেতু
হ'তাম উত্তীর্ণ সূক্ষ্ম তদন্তে বিজ্ঞের।
যে ক্ষেত্রে বিতর্ক নাই ; তার সংশোধন,
অবশ্য কর্ত্তব্য কেন কহ মতিমান ?

ধৃতরাষ্ট্র। বিতর্ক আত্মকলহ।

বিদুর। সে রোগশান্তির
নিদানে ব্যবস্থা হোক। দোষাপরাধীর
প্রকাশ্যে বিচার কর। দেখিবে অচিরে
সঘন বিদ্যুত্-গর্ভ শারদাম্বরের
পুঞ্জীভূত ঘন-ঘটা ছিন্ন হ'যে যাবে,
ভ্রূকুটী-বায়ু ফুৎকারে।

ধৃতরাষ্ট্র। হ'তে পুত্রবান্,
বলিতে না লঘুচিত্তে হেন গুরুভাষা।

সঞ্জয়  পাণ্ডবাগ্রজে হেথা সমাদরে,
লয়ে এস অবিলম্বে মীমাংসা করণে।
ব'লো এ আহ্বানবাণী, আতুরের ধ্বনি
বৈদ্যের জানিতে যুক্তি মনোভিলাষিণী
রোগ উপশমে। কি মতাবলম্বী, ওই
যুবা যুধিষ্ঠির ? মনঃপ্রাণে সাম্যবাদী,
কিংবা পরস্বাপহারী ? নৈতিক স্বভাবে
উদার না আত্মম্ভরি ? লোভ খর্ব্বতায়
হলেও আবাল্য সিদ্ধ ; পরার্থ ধর্ম্মের
কতটা রক্ষণশীল ? সমদর্শিতায়
হলে নয়-চক্ষু, তার পরামর্শ চাই।

বিদুর। যে ঔদার্য্যে নিজে অপারগ ; সে সদ্ভাবে
অন্যের সহানুভূতি আশা মরিচীকা !
এ ক্ষেত্রে দেখি' কি হয় ? লোভ খর্ব্বতায়
কে কত উদারপন্থী কুরুপাণ্ডবীয় ;
শুনিয়া স্বকর্ণে অন্ধ প্রকৃতিস্থ হোন্।
যান সচিব সঞ্জয় ?

সঞ্জয়। যাই বন্ধুবর !
এ দৌত্যের বীজাঙ্কুরে কল্পতরু গড়ে ;
অথবা গরল ভরে বিষ বৃক্ষমূলে ;
ফলেন পরিচীয়তে। দিকচক্রবালে
ঊষার সপ্তাশ্ব রশ্মি রেখাও দেখি না।

এ দৌত্য-ফলকে, কুরুক্ষেত্র রাজপটে
স্বর্গের প্রশান্তি, দীর্ঘশ্বাস নরকের
যাহাই রঞ্জিত হোক ; সন্ধি স্থাপনের
উদ্যোগ, সদনুষ্ঠেয় জ্ঞানে, কৃত্য হোক।
চলিনু ভর্তৃদারকে বুঝাতে সম্যক।

[ সঞ্জয়ের প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়' বিরূপ আজ ; এ শান্তি বৈঠকে
দেখে সবে স্নেহের কৌতুক। আমি একা
রাজ্যের কণ্টক যেন, নিত্য অন্যায়ের
করি পৃষ্ঠপোষকতা ; অন্যান্য সবাই
বিশ্ব প্রেমে ভব বম্ ভোলা। যাতঃপর
দ্রোণাচার্য্যে দিনু শিক্ষকতা ; কৌরবের
গড়িতে কুমার সঙ্ঘে। তিনি ইচ্ছামত,
পুত্র আর আনুগত্যামোদী পার্থে দিয়ে
ধনুর্ব্বেদ, শিখাইল মন্ত্র চালনার
চতুরঙ্গ বলে ; দীক্ষিল উচ্চাঙ্গ জ্ঞান,
কৃশাশ্ব ঔরসজাত বজ্রের সন্ধান।
স্বকর্ত্তব্য বোধে, তখন চৈতন্যোদয়
হ'ল না গুরুর ; তিনি বৃত্তিভোগী কার।
পুনশ্চ কর্ণের যবে রাজসম্মানের
তিলক অগ্রাহ্য হল ; সে অবমাননা

কার ভালে দিল মসী ঢালি ? দেখিল কি
কুমার গাঙ্গেয় ? রে বিদুর ! জানি সবি,
বুঝি স্নেহ দয়ামায়া। নিভৃত মর্ম্মের
আজি যে পাগল সুরে বাজে একতারা ;
সে সঙ্গতে প্রাণ মাতোয়ারা। সে সেতার'
জনকের অন্তরঙ্গে করে আত্মভোলা।
বিদুর ! স্নেহের ভাই ? হয় ত এ পথে
আমার ধ্বংসই ভাবী। তথাপি পুত্রের
পিতা হ'য়ে পুত্র মুখ কি করে ফিরাই ?

বিদুর  আর্য্য ! ভর্ত্তৃদারক আগত : এ উত্তর
দিও ভীষ্মে যদি হন জিজ্ঞাসু কখন।
এ অকৃত্যধমে কেন ? রাষ্ট্রিয় মঙ্গল,
তোমার মঙ্গল হ'তো যে মন্ত্রণা বলে :
দিলাম অধর্ম্ম-ভীরু অযাচিত হ'য়ে।
শুধু দ্রোণ কেন ? ভীষ্ম একান্ত বিহারে,
ক্রীড়া কৌতুকের ছলে, লোক অন্তরালে,
ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য করেন অর্জ্জুনে :
মন্ত্রের ব্যুৎপত্তি দানে, প্রয়োগ বিজ্ঞানে।
তাও কি পক্ষপাতিত্ব ? মাতুল গোত্রিয়,
আসেন প্রায়শঃ কৃষ্ণ কুরু হস্তিনায়,
শিখাতে বিদ্যুৎ জিহ্বা অশনি নির্ম্মাণ,
শস্ত্রের বিজ্ঞান শালে। ক্রমবর্দ্ধমান

অলক্ষ্যে উদীয়মান সংহার পাবকে ;
সামদানে তুষ্ট করি কর বশংবদ ;
দেখিবে হস্তিনাপুরী থাকিবে তোমার।
সাগরে লোলুপ দৃষ্টি, বদ্ধ কূপোদকে
মিটে কি আকাঙ্ক্ষা কারো ?

( সঞ্জয় ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ )

যুধিষ্ঠির।　　জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত !
আভূমি প্রণতঃ পুত্র, স্নেহাভিবাদনে
দ্বারস্থ গুরুমন্দিরে। পদবন্দনার
অযাচিত অনুমতি লাভে, ধন্য গণি
নগণ্য জীবনে। কিন্তু অশোক-বাষ্পের,
কেন শোক-অশ্রু-কুজ্ঝটিকা ঝরে ? কেন
সিক্ত স্ফীত ওষ্ঠাধর ? ভাবী অশান্তির
প্রচ্ছন্ন মনোবেদনা, কেন ও নিশ্বাসে ?
ধৃতরাষ্ট্র। অশোক সাচ্ছন্দ্য কোথা ? যে কলহপ্রিয়
কুল-পাংশন জন্মেছে মোর। ঘটনার
মর্ম্মন্তুদ ঘাত-প্রতিঘাতে, যুগপত্
বিষাদ লাঞ্ছনা যত করে কশাঘাত ;
তাই ত এ মনঃপ্রসাদে বিধে অবসাদ্।
ছিলাম গার্হস্থ্য সুখে ; কুরুরঙ্গালয়ে
মোর উদিল কুগ্রহ। অনার্য্য রাধেয়

মিত্র হল মহাভট্টারকে।　ধর্ম্মমত
আর্য্যপট্টে, তুমি যুবরাজ ; কিন্তু ওই
সূতাধম কুপুত্রে বুঝাল ; এ রাজ্যের
ন্যায়মত সুযোধন অর্দ্ধ অংশীদার।
অপ্রাপ্তে যুদ্ধই প্রতিপ্রসব দুর্ব্বার।

যুধিষ্ঠির।　ন্যায় বা অন্যায় হোক, প্রাপ্য যা আমার
সর্ব্বদল সম্মতি জ্ঞাপনে ; অর্দ্ধে তার
করিব সচ্ছন্দ চিত্তে ভায়ে অংশীদার।
এর জন্য দুশ্চিন্তা কি আর ?　জ্যেষ্ঠতাত !
তোমারি কর্ত্তৃত্ব বশবর্ত্তী এ ভারত।
চাহিছ স্বেচ্ছায় ভাগবণ্টন যেভাবে,
বিশাল রাজ্যের ধন সম্পদ বিভাগে !
জ্যেষ্ঠের এলাকাভুক্ত আসন গৌরবে,
অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাকী বাট ইচ্ছামতে।
ভীষ্ম মহানায়ক যেথায় ; পার্থ যেথা
জয়কল্পতরু ; ভীম মহাভুজ যেথা
মহাবলাধিকৃত সাম্রাজ্যাভিভাবক ;
সেথাও রাজ্যাংশ লয়ে ভ্রাতৃব্য কলহ
হলেও আপদ ধর্ম্ম, বহু নিন্দাবহ।
জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-বিন্যাসে দুর্বহ।

বিদুর।　বুধ গোত্র গৌরব রে যুব !　সিংহশিশু
কোথায় পড়িয়া রয় পৈতৃক জঙ্গলে,

মিটাতে রক্তের ভূখ ?　ছুটে সে উন্মাদ
দূর দূরান্তর বনে লুণ্ঠিতে শিকার।
রহে না গহ্বরে পড়ি ; ভয়ার্ত্ত শিবার
নীরক্ত উচ্ছিষ্ট লোভে।　সে দেখে তাহার
লেখা কি কেশরী ভালে।　নখদংষ্ট্রায়ুধে
করে সে বনাধিপত্য।　জীমত গর্জ্জনে
দেয় সে স্বনামধন্য জন্ম পরিচয়।
পৈতৃক সম্পদ বহে সংশিক্ষার ব্যয়
বন্ধনে বংশানুরূপ ;　দুর্দ্দিনের দায় ;
ভোগার্থে পরস্বপ্রায়, চোর অপচয়।
পরপিণ্ডলোভী সুখী নয়।　সাধু বৎস !
এ আত্মোৎসর্গতা হোক দীর্ঘায়ুমণ্ডিত।

ধৃতরাষ্ট্র।　ধন্য রে ধর্ম্মাবতার !　সংসার পঙ্কিলে
হেরি তোর মনোবৃত্তি শুভ্র শতদল,
অমল যোজন গন্ধা।　সারল্য চিত্তের
সুচিক্কণ জ্যোৎস্না বাতায়নে।　পাঞ্চালের
অন্তঃপাতী খাণ্ডবপ্রস্থের, কাম্যবনে
বিরচিব রম্য শ্রীনগর ; দিগ্বিজয়ে
জয়যুক্ত পুরী প্রত্যাগতে, জয়োল্লাস
দানিতে, যৌবরাজ্যের জয়ন্তী উৎসব।
করেছি রচনা এক নব্য রাজগৃহ,
আপাতঃ বাসের যোগ্য ; বারণাবতীর

কাননকুন্তলা দৃশ্যবহুল প্রান্তরে,
প্রাকৃতিক বনশ্রী অঞ্চলে ; সুসজ্জিত
হ'তে দিগ্বিজয় জয়যাত্রা পথে। তদবধি
প্রতিনিধি আর্য্যপট্টে করিবে শোভন ;
ভৃত্যরূপে, জয়যাত্রী যাবত্ না ফেরে।

যুধিষ্ঠির। নিগূঢ় রহস্যময় বহিষ্করণের,
কি হল নিমিত্ত সূত্র, ঘটনা প্রত্যূহ ;
গত্যন্তরাভাবে তাহা অস্পষ্ট এখনো।
অল্পতার অনুরোধে, বহু অপচয়ে
ভবিষ্যত্ হবেতো উজ্জ্বল ? কিছুকাল
অসাপত্ন্য ভুক্তি রাজলক্ষ্মীর প্রসাদ,
ভাঙ্গি সে সুখের হাট, কে আত্মবঞ্চক
ফিরে যেতে পারে পূর্ব্ব অকৃতার্থতায় ?
প্রাপ্তি পরিত্যাগ স্বার্থসর্ব্বস্ব লোভীর,
গোষ্পদে সাগর স্নান সম অসম্ভব।
পক্ষান্তরে ভারতের সার্ব্বভৌম ঠাট্
হস্তিনার আর্য্যপট্ট বিভাজ্য কি তাত ?
সহস্র অযুত বর্ষ স্মৃতি বিজড়িত,
পৌরব বংশাধিপত্য স্বর্গাদপি শ্রেয়ঃ ;
ভূস্বর্গ ভোগীর উহা ত্যাগীরভিমত।

বিদুর। ওই ত ব্যাধির মূল। লক্ষ রাজবারা,
হস্তিনার তুলনায় তারকা পুঞ্জিকা,

নগণ্য চন্দ্রমণ্ডলে। ঐ ময়ূরাসন
সহ কোহিনুর, আধিপত্য ভারতের
লভিল উপঢৌকন, যৌবনত্যাগের
অগ্নিপরীক্ষায় গোত্রপ্রধান পুরুষ।
কৌলীন্য শীর্ষক ওই কৌরব কিরীট,
ভোগীর কৌস্তুভ মণি ; ত্যাগীর গৈরিক।
আজন্ম আশার পিণ্ড ও আনন্দ মঠ,
পাণ্ডবের পিতৃরাজ্য, দেবের দুর্ল্লভ।
পরস্ব-বঞ্চনা-বুদ্ধি নহে শুভঙ্কর।
স্বাধিকার প্রমত্তের প্রভুত্ব বর্জ্জন :
অপার্থিব না হলেও কৃপণের ধন।
রাজন ! অশুভ কার্য্যে কাল হরণীয়।

ধৃতরাষ্ট্র। তবে এক কর্ম্ম কর। যাবত্ খাণ্ডব
সৌধমাল্যে সালঙ্কারা না সাজে নগরী ;
ধনধান্যে সমৃদ্ধিশালিনী : তদবধি
নির্ব্বিঘ্নে পঞ্চপাণ্ডব মাতৃ অনুগামী
বারণাবতীর বিশাল আতিথেয়তা
সেবিবে স্বস্তির। পুরীর নির্ম্মাণ ব্যয়ে
রাষ্ট্রকোষ শূন্যস্থলী হ'লে ; রাজস্বের
অবিভক্ত সংগৃহীত ধনে অপূর্ণের
দিব পূর্ণ ডালি। পরে বিজ্ঞের বৈঠক
এক বসায়ে অন্দরে, গড়ি মতবাদ,

পরস্পর ভাব বিনিময়ে, বিপ্লবের
করিব নিষ্পত্তি শেষ। অপ্রাপ্ত ব্যাভারে
সাম্রাজ্য শাসন রজ্জু, মহামাত্য রূপে,
বাহি নিজ করে, চালিব রাষ্ট্রের পোতে;
প্রাকৃতিক বাধা বিঘ্ন প্লাবন দুর্যোগে।
অননুমোদিত হলে, বিশেষজ্ঞ বিধি:
পুনশ্চ জিজ্ঞাসাবাদে, স্বকর্ণ শ্রবণে
যুদ্ধের আদেশ দিব। ভীষ্ম দ্রোণে ল'য়ে
মন্ত্রিমণ্ডল বিরচি; প্রকৃতিপুঞ্জের
রক্ষিব জীবন ধন ধর্ম্ম স্বাধীনতা।
যাও নিরুদ্বেগে বৎস মোরা রক্ষী হেথা।

যুধিষ্ঠির। তবে এ জিজ্ঞাসাবাদ সম্মতি জ্ঞাপনে,
নয় কি অপরিণামদর্শিতা সজ্ঞানে?
অথবা ভাষার অর্থশাঠ্য সবিশেষ?
প্রসঙ্গ খলতা কিংবা সিদ্ধান্ত বিষয়ে?
দণ্ডিত যে তাব মত জিজ্ঞাসা বিদ্রূপ:
নয় কি দণ্ডের হারে? নৈতিক সঙ্কোচ
নয় কি ধর্ম্মাবতারে স্নেহের উৎকোচ?
অনার্য্য পাণ্ডবাগ্রজ হ'লেও কখন,
স্নেহের কৃত্রিম দানে অভ্যস্ত নহেক;
দিত যা হৃদয় খুলে মুক্ত করতলে;
দুশ্চিন্তা রেখোনা তাত কল্য মোরা যাব।

ধৃতরাষ্ট্র। তবে যাই কোষাধ্যক্ষ্যে লয়ে, রত্নাগার
কবিতে পর্য্যবেক্ষণ। রাখিব প্রস্তুত
পথের সম্বল, যান বাহন ভৃত্যাদি
সাজাতে বিজয় পন্থা প্রভাত যাত্রীর।
সামান্য দীর্ঘসূত্রতা শুভকার্য্য যোগে
ঘটায় প্রতিবন্ধক লৌহ কপাটের।
প্রগাঢ় ঐকান্তিকতা নগরী নির্ম্মাণে
লোক চক্ষে এত হেয় করিল আমারে।
এ স্বল্পকালের আর একটী দিবসে
দিবনা অপ্রিয়তিক্ত প্রসঙ্গে বিলাযে।
বিনা বাক্যব্যয়ে জ্যেষ্ঠতাত তাই তোরে
দিল নয়নান্তরালে ; পুনর্ম্মিলনের
হেরিতে প্রভাত রশ্মি বিয়োগান্ত রাতে।

[ ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্থান

বিদুর। বৎস ! মোরাও অদূরবর্ত্তী, নিরজনে
বৃক্ষ বাটিকায়, সন্তর্পণে চল করি
রহস্যোদ্‌ঘাটন। দুর্নীতি অভিসারিণী
স্বার্থের পিছনে। স্নেহের মহদাশ্রমে
ঢুকেছে কুচক্রী ফণী। আর রক্ষা নাই।
এবার প্রস্তুত হও।

যুধিষ্ঠির।  এ সিন্ধু-বেলার
দিগ্‌ভ্রান্ত অর্ণবযানে তুমি কর্ণধার ;
বাহিতে ঝটিকা-ভগ্ন পোতে পর পার।

[ উভয়ের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

---

## দ্বিতীয় সর্গ

### স্বয়ম্বরাভিযান পর্ব্ব

স্থান—কৌরব রাজোদ্যান বাটিকা।

কাল—মধ্যাহ্ন।

পাত্র—শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! ভক্তের চুম্বক টানে, আসিলাম
শুনাতে শুভেচ্ছাবাদ, আশু বিচ্ছেদের।
এস বন্ধু, লও অভিনন্দন বুকের;
জুড়াও অশান্ত প্রাণ। চন্দ্রকণা পানে
তৃপ্ত হও তৃষালু চকোর। ধৈর্য্য ধর;
রোধিতে ঘনায়মান দশা বিপর্য্যয়।

[ আলিঙ্গন

অর্জ্জুন। মুহুর্মুহু রোমহর্ষ হৃদয়াকর্ষণে,
কেন কান্ত! করিছ বিহ্বল? কৈবল্যের,
সদানন্দময়, অমেয়াত্মা পুরুষের,
অকৃত্রিম প্রগাঢ় পরশে, মৈত্ররাগ
যতই মনোজ্ঞ হোক; অন্তর লোকের
নিভায়ে চৈতন্যদীপ, মহাবিচ্ছেদের
ভাবী সূচনায় মেঘ মন্দ্রে গুরুগুরু।
নব বর্ষে গাঢ় মেঘ করে ঘনীভূত,
দীর্ঘ বিরহ বাদল; মিলন উৎসব

নব্যে অল্পস্থায়ী ভাল, দীর্ঘস্থায়ী. কাল্।
তারি এ পূর্ব্বসূচনা হরষে বিষাদ।

শ্রীকৃষ্ণ। বন্ধু! তুমুল ঝটিকারম্ভে, বারিধির
বক্ষ স্থির হয়ে, স্ফীত হয় অভ্রভেদী
উত্তাল তরঙ্গে যথা; তথা এ হৃদয়ে
বিরহ বিপ্লবাশঙ্কা, মূক অভিমানে
গুমরি, অন্তর বাহে করি আলোড়ন
সহসা প্রলয়োচ্ছ্বাসে, বন্যার প্লাবনে
উদ্বেলিত মর্ম্মস্থল হ'তে। বন্ধুবর
যে মোর প্রণয় মধু অপক্কাবস্থায়
লুণ্ঠিছে অসভ্য করে মধুচক্র ভাঙি;
সে আজ হ'লেও মিত্র ক্ষমিব না তায়।
দুষ্টবুদ্ধি অলক্ষীর কুরুকর্ণমূলে,
একটা দীর্ঘবিচ্ছেদ কেশবার্জ্জুনের,
ব্যবস্থা দিয়াছে মন্ত্রে। ফণিদংশনের
বিষক্রিয়া কদাচ নিষ্ফলা। ভার্গবের
মন্ত্রশিষ্য, কৃতবিদ্য ভীষ্ম প্রেরণায়,
পায় যদি বার্ষ্ণেয় সহানুভূতি; তার
জয়যাত্রা গতিরোধে সাধ্য আছে কার?
তাই দুর্ম্মতির বুদ্ধি ষড়যন্ত্রজালে
পাতিয়াছে জোড়া পক্ষী ধরিবার তরে;
কৌশলে কেশবার্জ্জুনে ভিন্ন করিবারে।

অদ্যই একটী বিদ্যা নির্দ্দেশিব তোমা,
নিষ্ফলিতে অরির মন্ত্রণা। চিত্তরোধে
মানসী দূরবীক্ষণে, হেরি সূক্ষ্মতমে,
যখনি স্মরিবে মন্ত্রে ; সপ্তাশ্ব বাহনে
তখনি দর্শন দিব মেঘমুক্ত ভানু।
পঙ্কিল চিন্তার স্রোত ; রুদ্ধবেগ হ'লে
চিদাকাশ প্রতিবিম্ব, ফোটে স্ফটিকের
নির্ম্মল মানস সরে। এ মন্ত্র সাধনা,
হয় না নিষ্ফলা কোথা ; বিনা পঙ্কিলতা
চিত্তের মুকুর-বিম্বে।

অর্জ্জুন। এ বিরহ্ নিশি,
কবে পোহাইবে, সখে ? হবে সুপ্রভাত ?
কোন্ জন্ম অপরাধে, বিনা মেঘে আজ
ভাঙিল সুখের হাট, করি বজ্রাঘাত ?
আমার নাইতো অন্য বিষয়ানুরাগ ;
আমিত সংসারী নই। এ কুসুমে কীট
কোথা হ'তে দেখা দিল অন্তঃস্থল ভেদী ?
কহ বৃন্দাবন চন্দ্র ! এ ব্যথার ব্যথী ?
যার প্রেমে কামগন্ধ নাই ; যে সঙ্গমে
নাই কোথা অতৃপ্তির দাগা ; যে পরশে
নাই পরকীয়া ; সে পুরুষার্থের ঘরে,
বিরহ-বায়স-কণ্ঠ কেন শান্তি হরে ?

তোমার অভাবে নিভে যাবে না'ত হিয়া ;
কহ পিয়া ? হ'য়ে শুষ্ক মকরন্দহীন,
ঝরেনা ত প্রাণপুষ্প বিবহ বাত্যায় ?
কতদিন, কত মাস, কত বর্ষ, যুগে,
বিচ্ছেদ বাদল ঘেবি স্বচ্ছ হৃদাকাশে
বাখিবে মোহান্ধকারে ? কহ প্রণয়েশ !
সে বিচ্ছেদ যম যন্ত্রণায়, নৈরাশ্যের
শুষ্ক পিপাসায়, মিলনের মহৌষধি,
মিলিবেত মৃতকল্পে সঞ্জীবকবণী ?
মস্তিষ্কেব সহস্রাব ববে ত উজ্জ্বল,
বিকচি ইন্দ্রিয়দল ? কিংবা বিবহের
ব্যঞ্জকে, মদন ভস্ম করি নবত্বেব,
দানিবে অবিনশ্বর শাশ্বতী প্রকৃতি !

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! এ নবত্ব এক যোনি পর্য্যটক ;
আগন্তুব পথপ্রবর্ত্তক ; করে জীব
স্বোপার্জ্জিত শুল্কে যাতায়াত। যায় আসে
প্রাক্তন সংস্কার বশে ; প্রাক্তন গঠনে
দায়িত্ব জীবেরি জন্ম জন্মান্তর ঋণে।
ঈশ্বরের নাম গন্ধ নাই। আসে যায়
যথাপূর্ব্ব জীব ক্রমাগত ; যতদিন
অমরত্বে প্রবুদ্ধ না হয়। পরিণতি
জীবাত্মার সোহমনুভূতি। বারান্তরে

শুনাব সে দীর্ঘ বিবরণী। আজি সখে
প্রেম তপে পরীক্ষা সঙ্কট। ধাতু জ্ঞানে
যথা কষ্টি শিলা; তথা বিরহ প্রস্তরে
নিয়ত যাচাই হয় প্রেম কাচাসোণা।
সুহৃদ্ প্রস্তুত হও দেহ তপস্যায়:
নামেও শত্রুর বুদ্ধি; প্রেমের এ রূপ।

অর্জ্জুন। তাই কি সে বিরহের অহল্যা শিলায়,
নিকষিত হয়েছিলে হিরণ্য প্রভায়,
ত্রেতার প্রেমাবতার আত্ম অজানার?
কোন রাশিচক্র মোর অদৃষ্ট লিখনে
ঘোরায় বিরহ পাকে? ওগো অন্তর্যামী
আমার বিরহ যোগ কোন প্রাক্তনের?
কত যে ভরসা করে ভেসেছি অকূলে?
কত যে মিলন সাধ এ অবোধ বুকে?
ভাষায় কি করে বলি। কত ভালবাসি
তোমার পদারবিন্দে, মুখইন্দীবরে,
প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লাবণ্য লহরে,
তুমি কি জানিবে বন্ধু? যে যাহারে চায়,
সে তার চোখের বালি কেন হ'য়ে যায়?
আমিও সৌন্দর্য্যসেবী, এ জনম ভোর;
সাজান বাগানে মোর অগ্নি দিওনাক;
প্রভাতে হেননা বাজ। কৃষ্ণ সোহাগের

কত অনুরাগী আমি জাননা মাধব।
আসিল কে অক্রুর আবার? রাসরসে
ভাঙিতে মিলনকুঞ্জে প্রেম দেবতার।
না না সখে! জুড়িবে না এ ভাঙা কপাল,
একবার বজ্রাহত হ'লে। বনমালি!
শুনি বহু সুরসিকা রাসবিহারীর
প্রেমযজ্ঞে দেছে প্রাণ বলি; কিন্তু হরি,
নিরীহ অব্যবসায়ী মধুমুগ্ধ অলি,
গুঞ্জরে যে হরেকৃষ্ণ বুলি; পুষ্পহাটে
করে যে ব্যবসা অন্ধ লাভ লোকসানে;
সর্ব্বহারা কৃষ্ণ গুণগানে; আছে কি সে
কীর্ত্তি অনুরূপা উপন্যাস বা পুরাণে?
সবারি নিজস্ব কিছু ছিল জপতপে;
আমি কিন্তু নিঃস্ব একেবারে। তুমি গেলে
রহিবে পড়িয়া পঞ্চভূতের কুণ্ডলী;
অদৃষ্ট লিখন ঝুলি। ব্যক্তিত্ব আমার
তুঁহারি চরণ তলি ওগো বনমালি!
তুমি মোর অন্তরঙ্গ হৃদয়বিহারী;
ইহলোক বন্ধু; পরকালের কাণ্ডারী।
তুমি প্রাণবায়ু; পঞ্চভূতেন্দ্রিয়ব্যাপি।
তুমি সুখ দুঃখ মোর ভাগ্যের বিধাতা;
তোমাতে সর্ব্বস্বহারা আমিত্ব-অভাগা।

তোমার বিহনে বিশ্ব সংসার আঁধার ;
তোমা হারা চবাচর শূন্য একাকার।
ছিন্ন হ'লে এ সন্ধির ডোর, জড়দেহ
মোর, পড়ে রবে মতিচ্ছন্ন ভবঘুরে
হ'য়ে, গ্রামান্তের গঙ্গাবাসী ঘরে। সখে !
মুছ'না শরণাগত-বাৎসল্য স্বভাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। স্বভাব দৌর্ব্বল্য এত ধৈর্য্যশীলতার
নিন্দার্হ প্রেমের বুকে ; ধৈর্য্যের দৃঢ়তা
প্রেমতপে আসন অভ্যাস। অসহনে
হলে পদস্খলিত উত্থানে ; উচ্চাঙ্গের
প্রেম মাহাত্ম্যের মর্ম্ম জ্ঞানগম্য নহে।

অর্জ্জুন। যোগ্যতা যাচিয়া লব প্রেমাবতারের ;
হ'তে দক্ষ অশিক্ষিত চাতুর্য্যে তন্ত্রের ঃ
বাহিতে জীবন রথ যথেচ্ছ বিমানে।
বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হ'লেও অন্তরা :
আপাতঃ মধুর মোর প্রেমের বজরা,
বেঁধো না বিরহ ঘাটে।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমের সাধক,
অলীক জীবন স্বপ্নে দেখায় বাস্তব।
ভাবের উৎসব মঠে কাব্যামোদী নট।
যাবত্ বিরহক্লান্তি সুসেব্য না হয় ;
তাবত্ মানসী বৃত্তি কূটস্থ ত'নয়।

গুণের পর্য্যায়ক্রম কেমনে রোধিবে ?
বিরহ যে মধ্যরাগ, অন্তরা প্রেমের।
বিরহ প্রেমের অঙ্গ ; মুক্তি অবিরোহী।
বিরহ যৌগিক পন্থা সাধন মার্গের ;
প্রেমের সমাধি খণ্ড ; গলদশ্রু প্রেমে
আনন্দময়ের মূর্ত্তি মর্ম্মে অনুভবে।
বিরহ নির্ধৃত প্রেম-আস্বাদ প্রয়াস ;
রসনায় ইক্ষুদণ্ড লেহনে অভ্যাস।
বাঘব আমৃত্যু পত্নী প্রেমিক যে ছিল ;
তাহার অমর কীর্ত্তি স্বর্ণ প্রতিকৃতি—
দীর্ঘ বিরহের ঝুলি। তুমি যে প্রেমিক
বন্ধু ! বুঝিব কেমনে ; যদি না বিরহে
থাক প্রণয়াস্পদের একনিষ্ঠ ধ্যানে।
আশ্রমললামভূতা শকুন্তলা বাই,
হলেন প্রেমিকাগ্রণী ; স্বর্গ মরতের
বাধিয়া মিলনগ্রন্থি বিরহ তন্তুর।
বিরহের নগ্নচ্ছবি ভোলা ভয়ঙ্কর,
ছড়াল শক্তির তীর্থ বিশ্ব চরাচরে ;
প্রেমের মর্ম্মর গাত্রে বিরহ প্রস্তরে।
রাধা বিনোদিনী রাই গোকুল আঁধারে,
হতেছে বিরহদগ্ধা তিলে তিলে পুড়ি।
ভেব' না বিরহ ভীরু তুমিই কেবল,

ফেলিবে দীরঘশ্বাস প্রিয় বিচ্ছেদের।
সখে ! যে প্রেমের চিত্তে থাকে এত ভয় ;
অসহের বিহ্বল হৃদয় ; উচ্চাঙ্গের
প্রেম আস্বাদনে তার রসনা অক্ষম।
ধৈর্য্য ধর, শুন সত্য শাশ্বতী বারতা ;
বিরহ কণ্টকবিদ্ধা প্রেম চরনিকা,
বৈরাগ্য সাধিকা শুদ্ধচারিণী সেবিকা,
করি দেবালয় সেবা, লভে ইষ্টপদ।
ভাবরাজ্য ছাড়ি এস শুষ্ক মরুতের
মরু উত্তপ্ত বাতাসে ; সেথায় প্রেমের
স্মৃতি, তৃষ্ণা মরীচিকা। কল্য বা পরশ্বে
মাতৃপুরঃসর হবে, ভ্রাতৃ সমবায়ে,
নির্ব্বাসিত হ'বে দণ্ডকারণ্যক পথে :
কিন্তু তার যোগাযোগ এখনো অজ্ঞাতে।

অর্জ্জুন। অজ্ঞাতে ! না জানাবে না জ্ঞাতি বিড়ম্বনা।
বুঝিতেছি, আস নাই স্নিগ্ধ অভিসারে :
আসিয়াছ মর্ম্ম ভেদিবারে। এস সখে।
যে ভাবে আসিয়া থাক। শ্রদ্ধা সেবাদাসী
পেতেছে হৃদয় শয্যা ক্লান্তি পরিহর।
দিও প্রাণভরা মধু ; দিও প্রসাদের
কণায় রসাল করি তৃষিত এ হিয়া।
এ বিচ্ছেদ ষড়যন্ত্র, কোন দুর্ম্মতির
উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত ? কহ জীবিতেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।　এখনো অভেদ তত্ত্ব রহে সে জটিল,
মন্ত্রের অঞ্চল কোণে। কীর্ত্তিকলাপের
আদ্যন্ত কুটিলগতি। তবে এটা ঠিক ;
ও ছন্দের বাঁধাসুর শ্মশান সঙ্গীত।

অর্জ্জুন।　মরে না অমৃত ভাণ্ডে মধুমক্ষী যথা ;
চাতকের জোছনায় প্রাণান্ত না হয় ;
পাণ্ডব তথাও সঙ্গে নিত্য প্রাণময়।
মরে না নশ্বর দেহে হবি বর্ত্তমানে।
ও পথে বালাই নাই ; তোমার সাক্ষাতে
এলে মৃত্যু, হতাম অখণ্ড পরমায়ু !
যথা মার্কণ্ডেয় শিব সাক্ষাতে দীর্ঘায়ু।

শ্রীকৃষ্ণ।　হ'লো পরে, আপাততঃ বাঁচ এ সঙ্কটে ;
কে দুটী পত্রান্তরালে, চিন্তাভারানত,
প্রবীণ নবীন, যথা কৌশিক রাঘব,
কথোপকথন করে আকারে ইঙ্গিতে ;
আসন্ন ছন্দের বোধে, মৌন ভাষাপুটে।
ওরা ত অচিন নয় ; প্রাচীন ব্যক্তিটী
পক্ক কেশ বিদুর স্তম্ভিত ; তবাগ্রজ
নবীন ও সৌম্য কিম্‌কর্ত্তব্যবিমূঢ়।
হয় কুরুমহারাষ্ট্র শক্র পদানত ;
নয়ত কে মহামারী জনশূন্য গেহ,

করে এ হস্তিনাপুরে। শনিচক্রে পড়ি
বুধ বৃহস্পতি বুদ্ধি হতভম্ব বুঝি।

অর্জ্জুন। গূঢ় রাজনীতিজ্ঞ প্রাজ্ঞের, রাজদ্বারে
প্রবেশিকা শিক্ষানবীশের, দৃশ্যকটু
বৈঠক অদেশকালে নহে শুভঙ্কর।
অন্ততঃ নির্ভরশীল দৈব ফলাফলে
ব্যক্তির, পুরুষকারে অদম্য উদ্যম,
করায় যে দুষ্টবুদ্ধি তাও ভয়াবহ।
মোর মতে দুটোই দুর্গ্রহ। সুখ দুঃখ,
প্রাক্তনের প্রতিক্রিয়া প্রকৃতি সুলভ,
জীবের সঙ্গের সাথী। কর্ম্মফল ভোগে
কৃত্রিম পুরুষকার করায় প্রাক্তন।
ভবিতব্যে খণ্ডন কে করে? অকারণ
কেন করি ধৈর্য্যচ্যুতি, অশান্তি বরণ?
যে ভোগ অবশ্যম্ভাবী, তার গতিরোধে
চেষ্টা শুধু পণ্ডশ্রম শ্রমী পৌরুষের।
জীবের অন্তিম ডাক পাঠাও যখন,
তখন বধির তুমি; পশে না শ্রবণে
আর্ত্তের করুণ রব। তাই মনে হয়,
ও কর্ম্মফলের তুমি হয় প্রযোজক;
নয়ত জন্ম মৃত্যুর নীতি সমর্থক।
হ'লেও হইতে পার খল ক্রীড়নক।

অন্যথা দয়াবতার পারিতে কি কভু,
থাকিতে বধির কর্ণে ? অনাদিসিদ্ধ এ
জন্মমৃত্যু পরকাল। জীব জগতের
ইহজন্ম, ক্ষয় প্রাক্তনের ; জন্মান্তর
দে'য়া এ জন্মের। প্রকৃতির মায়াঘরে,
গড়ে ভাঙে নিত্য নব ভোগের ভাণ্ডার ;
কয়াতে সঞ্চিতে ব্যয় ; অনাগতে আয় ;
বর্দ্ধিতে সংস্কার জড় উত্তরাধিকারী।
হয়তঃ সামান্য কিছু দৈবী তোষামোদে
খণ্ডনীয় হ'তে পারে ; সে অতি স্বল্পের
প্রত্যাশায় এত শ্রম না করাই শ্রেয়।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে কি আত্মাভিমানী লক্ষকোটী জীব,
শুনে ও অস্তিমাহ্বান অন্তস্থল হ'তে ?

অর্জ্জুন। প্রত্যেকটী লক্ষকোটী প্রতিবিম্ব তব,
আলোকে প্রকাশমান হ'য়ে লক্ষ্য ঘটে ;
লভিছে অদৃশ্যলয় ভানু অস্তাগতে।

শ্রীকৃষ্ণ। তা হ'লে বিম্বানুরূপ আত্মার স্বরূপ
হইল, ভাবার্থে ব্যাবহারিক ভাষায় ;
শূন্যগর্ভা ছায়া অনুরূপ।

অর্জ্জুন। শূন্য কেন ?
বিভিন্নাবস্থায় করে গমনাগমন ;
অদৃষ্টে মেঘ-সঞ্চার যখন যেমন।

যেমন প্রকাশমান আলোক কুঙ্কুম ;
অথবা সে অপ্রকাশ্য তম আবরণ।
কিন্তু সে স্বরূপ সূত্র জানিনা কেমন।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রয়াণ প্রাক্কালে যদি থাকে কাম রোগ :
সংস্কারে তাড়িত হবে, যেথা কাম ভোগ
হইবে চূড়ান্তকৃত্য। অর্থাৎ যেথায়
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কাটে কামাঙ্গ সেবায়।
অন্য জন্মে লভিবে সে কামেন্দ্রিয় ভোগ .
অথবা জঘন্য আরো তির্য্যগ্ যোনির
অপকৃষ্ট ঘৃণ্য অবয়বে। এইরূপে
সদসদ্ লাভ করে জীবচয়।
ইহজন্ম বীজ ভবিষ্যের ; শ্রেণীভাগে
স্রষ্টার দায়িত্ব কোথা উপলক্ষ্য নয়।
জলৌকা ভ্রমণ করে জন্মান্ধ জীবন ;
ইহ পর জন্ম মধ্যে যাপি ব্যবধান,
স্বপ্নাঙ্কে স্মরণাতীতে সুপ্তির বিরাম।
চল পার্থ ' নেপথ্য ভ্রমণে ; ভ্রাতৃদ্রোহ
গূঢ় চক্রান্ত শুনিগে।

অর্জ্জুন। বিদুরে মন্ত্রণা,
দানিতে এসেছ তুমি যেতেইত হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। বিদুর মন্ত্রণাচার্য্য রাজধর্ম্ম গুরু,
প্রসিদ্ধ নৈতিক নেতা। নয় দর্শনের

পৈতৃক ক্ষমতাপন্ন। তাবে গুরুপণা
বাচালতা কিংবা ভণ্ড বিদ্যাবাগীশতা।
গুহ্যাতিগুহ্য রহস্যে, চৌর আবছায়ে
শুনিব গোপন কর্ণে। দুই ধর্ম্ম ধ্বজা
পঙ্কিলে নিমজ্জমান। বিশ্বাস দৃঢ়তা
বিদুবে শোণিত মজ্জা। তথাপি মন্ত্রেব
গূঢ় রহস্যে সন্দেহী, কেমনে বক্তাব
শুনায় সতর্ক বাণী জননায়কের;
শুনে বাখ, অসতর্কে থেক' না এখন:
স্মবিও বিরহ দুঃখ প্রেমেব চবিতে
জড়িত অঙ্গাঙ্গিভাবে।

অর্জ্জুন। চলুন অন্তিকে।

[ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনেব নেপথ্যে গমন।

( বিদুব ও যুধিষ্ঠিবের প্রবেশ )

বিদুব। বুঝেছ কুমাব! এ কৌটিল্য জ্যেষ্ঠতাতে
বাৎসল্যজনিত। কুচক্রীর মন্ত্রজালে
বেড়া অষ্ট পাশে, লোভে বিবেকান্ধ হ'যে,
চাহিছে অস্থিরমনা নযনান্তরালে,
পঞ্চপাণ্ডবে পাঠাতে। পথে বা প্রান্তরে,
যে ভাবে যখন থাক; ভুলনা কখন

পশ্চাতে ফিরিছে শনি। স্নেহস্নিগ্ধচ্ছায়ে,
যে জন আছেন আজ; ভাগ্যবিপর্য্যয়ে
হ'বেন শত্রুপর্য্যায় ভুক্ত তিনি কাল।
অসতের পূর্ব্ব হ'তে ব্যবস্থিত গেহ,
ঘটাতে অনেক কিছু পারে ভয়াবহ।
সেস্থলে অকুতোভয় হওনা কখন।
অসময়ে রাগদ্বেষে সুসংযত করি,
ক্ষমী হও ধৈর্য্যশীলতায়। অসম্ভব
কদাচ সম্ভব নয়; সন্দেহ ভাজন
কভু জনশ্রুতি হয়; যেহেতু ভাষার,
অপভ্রংশে ঘটে বিপর্য্যয়। চারুবাক্,
সন্দেহমূলক; তীব্র ভর্ৎসনায় ভেব
প্রমত্ত প্রলাপ। বাহ্য সুন্দর প্রায়শঃ
প্রতারণাময়। কল্পতরু অসময়ে
ফলে বিষফল। কত যে অস্বাভাবিক
ঘটে যায় দুর্দ্দিনের বশে; বাস্তবিক
হতবুদ্ধি হ'তে হয় দেখে। আকস্মিক
আসে না নির্দ্দিষ্ট পথে। রবে অন্ধ আঁখি
পরদোষানুদর্শনে; কভু অপরাধী
করো না কাহারে। সত্য মনোহারী বাক্
অতি সুদুর্লভ; তা বলে অনাদি বেদ,
হয় না অনৃত। থাকিবে দশানুযায়ী

যখন যেমন। কায়মনোবাক্যে রবে
ঈশ্বরে নির্ভরশীল ; শনি কেটে যাবে।

যুধিষ্ঠির। হিত মনোহারী তাত সুনৃত আলাপে,
করিল অপসারিত সংশয় প্রাবৃট,
আচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে। আসন্ন ধ্বংসের,
হয় যে উত্তপ্ত ধাতুপিণ্ড ভূগর্ভের ;
সে অগ্ন্যুৎপাতের যদি অবরোধকারী
থাকে কোন পাষাণ প্রহরী ; সে কৌতুকে
চেনান সত্বরে কোন বস্তু বিশেষণে ;
স্পষ্ট যা উপলক্ষিত দিব্যজ্ঞানালোকে।

বিদুর। আদ্যন্ত আনুমানিক। কর্ণ বিষধরে
অন্দরে আশ্রিত দেখি ; উগ্র আশীবিষে
পালিত পায়সামৃতে। বারণাবতীর
বসতি নির্দ্দেশ যেন বৈদ্যের চাতুরী ;
এড়াতে অপরিণামদর্শিতা ব্যাধির।
সেথা কুচক্রীর পাতা আছে কুমৎলব
পাণ্ডব নিপাত কল্পে। সহজ দাহের
রেখ' দৃষ্টিপথে পঞ্চপ্রধান ভৌতিকে।
অনল জীবের কাল। বৃদ্ধা জননীর
সাক্ষাতে করো না তথ্য গবেষণা কিছু ;
ধৈর্য্যচ্যুতা হ'তে পারে নারী অল্পে ভাতু।
পাইবে কালোপযোগী নিখিল সম্বাদ ;

গুপ্তচর মুখে, অভিপ্রায়জ্ঞ বক্তার।
বাহ্যত প্রশান্ত চিত্তে করো কালক্ষেপ ;
সন্দেহে অব্যক্ত রেখ'। ভীষ্ম দ্রোণ আছে,
এখনো হয়ত কিছু পাশবাত্যাচারে,
নৃশংসের' আসিবে না দুঃসাহসিকতা।
একটু সঙ্কোচ হবে। কুমার অর্জ্জুনে
রক্ষা করো প্রাণপণে। মহামল্লবীর
ভীম ভুজে দিও রক্ষাদায়িত্ব পার্থের :
ওই বিষহরি দন্ত ভাঙিবে কর্ণের।
এ কথা স্বয়ম্ ভীষ্ম বলেছে আমায় :
"পার্থ রক্ষা পেলে, পঞ্চ পাণ্ডব বাঁচিবে :
সর্ব্বস্ব হারান নিধি অর্জ্জুন ফিরাবে ;
পার্থ ম'লে, মুছে যাবে পাণ্ডবের নাম।"
যুধিষ্ঠির। তথাস্তু! পিতৃব্যাশীষ মস্তকে বহিয়া,
করিব প্রবাস যাত্রা। গৃহ অশান্তির,
দোষ খণ্ডিবারে মোরা হনু নির্ব্বাচিত,
প্রায়শ্চিত্ত করিবারে হয়ে নির্ব্বাসিত,
থাকিতে বিদুর ভীষ্ম ; প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রেও
বিশ্বাস হয় না যেন। কুরু জ্যেষ্ঠ সুত
কল্য হবে পথের ভিক্ষুক ; বৃদ্ধগণ
থাকিতে জীবিত ; এ আক্ষেপ রাখিবার
হ'তো বড় স্থানাভাব ; বিদুর না দিত

পরোক্ষ সহানুভূতি। এ বিক্রীত শির,
হ'ল কৃতজ্ঞতাদায়ে আমরণ ঋণী,
জীবনদাতৃর। হ'বে না বিশ্বাসঘাতী ;
রাষ্ট্রীয় অপ্রাপ্ত ব্যবহারে, বা প্রাপ্তির
মঙ্গল সৌভাগ্যোদয়ে। হা মন্দ কপাল !
বিচারের দণ্ড বিসূচিকা, আক্রমিল
শুধুই পাণ্ডবে ; সবংশে তাড়িত হ'ল
অরক্ষিত শ্বাপদনিবাসে ; বিনা দোষে,
ভ্রাতৃব্যের দুর্ব্বিনীতাচারে। গুপ্তদ্বারে
যদি অসতর্কে কেহ মারি অর্থবশী
হয় প্রাণনাশী ; সেই দুরদৃষ্ট লিপি
পৌছাবে কে দেবব্রতে ? বারণাবতীর,
কারাগৃহে অবরুদ্ধ রাজদণ্ডিতের,
এ দণ্ডকালের স্বাস্থ্যদায়িত্ব কে বহে ?
বিদুর সে কর্ত্তব্য কাহার তত্ত্বাবধানে ? কুল-
পতি উপেক্ষায় এখনো ভাবেনি। দিব
সন্ধিক্ষণে ইঙ্গিতে সঙ্কেতপত্র ; রবে
সাবধানে, স্থির লক্ষ্য রাখি অগ্নিকোণে।
পুরোচনে রেখ' চোখে চোখে ; দুরাচার
বিশ্বস্ত সদয় ভৃত্য আজি কৌরবের।
যেথা ভীমার্জ্জুন বলি সাবধানে রবে ;
যেথায় স্বয়ম্ যম সশঙ্কিত হবে।

হযত অলক্ষ্যে যন আঁখি পালটিবে।
আমি এ ঘূর্ণাবর্ত্তেব প্রাণহানিকব,
ভেদিয়া মন্ত্রেব বক্র কুটিল প্রবাহ,
চিহ্ন কবি চোবাবালি দিব গুপ্তঘাট।
মোব অনুমান কিছু বাবণাবতীব,
গঠন তৈজসপত্রে আচ্ছাদিত বয ,
শ্রমশিল্পে বহস্য লুকায।　বাসাযণে
বিশেষজ্ঞ গুপ্তচবে পাঠাব সত্ববে ;
কবিতে রহস্য ভেদ।　যাও বৎসগণ।
পেকাশ্যে শত্রুসন্দেহ কবো না পোষণ ;
যাবত না দেখ কিছু বাস্তব কাবণ।
ভিন্ন হও ; শত্রুচব ঘোবে নিবন্তব ,
বিদাযেব অশ্রুবিম্বে দিব ভাষান্তব।

যুধিষ্ঠিব।　অহো !　কি দুর্দ্দিনে আজ হ'লাম পতিত।
সূর্য্যোদযে হ'তে হবে পান্থ অনাহূত ,
পবানুকম্পাব দ্বাবে।　এ হ'তে অদ্ভুত,
জানিনা কি আছে ভাগ্যে অবিমিশ্র দুঃখ।

[ উভযেব প্রস্থান।

( শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনেব প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ　বুঝিলে পার্থ কি ? কোন অগ্নিকোণ যেমি
নিবদ্ধ বিদুব দৃষ্টি ?　বাবণাবতীব

প্রাসাদ অস্তরশিল্প নিশ্চয় আগ্নেয়।
অগ্নিকুণ্ডে এবার পোড়াবে। চমৎকার
নয় চক্ষুর আলোক। লোভে ধন্যবাদ;
এ না হ'লে প্রতিভা কি আর? ভাবে বুঝি,
এ জীবন সর্ব্বস্ব জীবের। অন্ধরাজ
মরণের কুলে শুয়ে দেন উপদেশ—
সন্তানে হিতোপদেশ, 'চোরাগুপ্তি মার'!
উনি কিন্তু সমাজে ধার্ম্মিক; অন্তেবাসী,
সাত্ত্বিকপ্রবর যত নীতি নৈয়ায়িক,
বসে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর পণ্ডিত।
তথাপি কাণ্ডটা দেখ সাঁচ্চা ধড়ীবাজী?

অর্জ্জুন। হলেও ভণ্ডামী ধর্ম্মে, অক্ষত্রিয় নয়;
জ্ঞাতি শত্রু ছলে বলে হন্তব্য কৌশলে।
এ নীতি বিজ্ঞানুমত; অন্ধের কি দোষ?
দাদাই বোঝে না এটা এই আপশোষ।
অধিকন্তু অন্ধরাজ হয়ত না জানে,
কাণ্ড কি বারণাবতে; সরল বিশ্বাসে
হয়ত ভাবেন উনি সান্নিধ্য জ্ঞাতির,
পুত্রের সৌভাগ্যোদয়ে ঘোর অন্তরায়।
এও ত' ভাবিতে পারে কর্ণ উপদেশে;
ভ্রাতুষ্পুত্রে দিলে বনে অভিশপ্ত করে,
হয়ত আরণ্য চক্রে মরিতে সে পারে;
মোরা ত' দশাবতার গণ্য কেহ নহে।

শ্রীকৃষ্ণ। হয়ত দুটোই হবে। সবন্ধু রাধেয়
এ ষড়যন্ত্রের যন্ত্রী, শিল্পী পুরোচন।
চল যাই, দুদণ্ডের লভিতে বিশ্রাম।

অর্জ্জুন। শ্রম কি বিশ্রাম তুমি জানোগো গোঁসাই ;
মোরা ত' ঘুমন্তে কাঁদি, জাগ্রতে হাঁপাই।

[ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

---

## তৃতীয় সর্গ

স্থান—বারণাবতীর জতুগৃহ। কাল—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব দণ্ডায়মান।

ভীম। উঃ, কি জঘন্য জ্ঞাতি শত্রুতা! পশ্বধমে
পাই পুনরায় কোন রঙ্গালয়ে যদি;
পিষ্টক গড়িব মুণ্ডে। জীবন্ত সমাধি
দিতেছে অনলকুণ্ডে খুল্ল জ্ঞাতি ভায়ে;
এ কুলাঘ্নী যদি ভাই হয়, সে পাংশনে
অগোণে শমন পুরে অবরুদ্ধনীয়।

যুধিষ্ঠির। ক্রোধান্ধ হওনা ভাই! রাগী অক্ষমীর
নিয়ত শত্রু বৃদ্ধির জোটে যোগাযোগ।
ক্রোধীর উন্নতি নাই। মেষ মুষিকের
অস্তিত্ব মানিয়া যদি জঙ্গমাধিপতি
সিংহের বাঁচিতে হয়; সে সিংহ বিগ্রহ
নয় কি কৌতুকবহ অতি শোচনীয়?
যে জন্ম মাহাত্ম্যে ভীরু, ক্ষাত্রাভিজাত্যের
তুঙ্গস্থ, অতীব ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রশীল,
হিংসার কুটিল চক্রে; সে কুলাঙ্গারের
নিপাত অবশ্যম্ভাবী। তথাপি ক্রোধের

ফলাফল মহানর্থকারী। ক্রোধাভ্যাসী
আত্মসংযমে অপটু; শক্তের ক্ষমাই
আদর্শ নৈতিক বল। ও মনস্তত্ত্বের
বিচার এখন নয়। দ্বিজিহ্ব কুটিল
—হিংস্র এখন অনল, সুপ্ত প্রবাসীর
পৃষ্ঠে বিস্তারিছে ফণা। সহস্রজিহ্বের
লক্ষণে সদৈব কৃত্য স্থানপরিত্যাগ;
ইতস্ততঃ অগ্রপশ্চাত্ বিস্মৃত। অরে!
গৃহ গাত্রোত্থিত ধূম দেখাবে সত্বরে;
কি প্রচুর বহ্নুৎসব হর্ম্ম্যের জঠরে।
নিষ্পন্দ রজনী; অন্তর্জগত নিদ্রিত;
শ্বাপদ লক্ষিছে ওত; নিশ্বাসে বিটপী:
ঝিল্লির সঙ্গীত স্বরে ঘুমন্ত নিশুতি।
কোথা সে বিপদবন্ধু? গূঢ় রক্ষীদের
কবলে যদি সে পড়ে হব নিরুপায়।

অর্জ্জুন। নিরুপায় কেন হব? অন্তরীক্ষ হ'তে
নামাব আগ্নেয় রথে, মোদের বাহিতে
যথেপ্সিত নিরাপদে। অদৃষ্ট লেখনী,
আরো কত মুক্তি মন্ত্রে দিবে দৈববাণী:
আরো কত যাদুমন্ত্রে হবে সঞ্জীবনী।
বিদুর প্রেরিত অভিপ্রায়জ্ঞ খনক,
এতটা অব্যবসায়ী মূঢ় বুদ্ধি নয়,

পড়িতে নজরবন্দী গুহ্যচারীদের।
অধিকন্তু গোবিন্দের স্নেহের বন্ধনী,
অক্ষয় কবচ বাঁধা মণিবন্ধে মোর।
ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ পথ, মণিকরোজ্জ্বল
হইল দেখুন আর্য্য! হয়ত অচিরে
আসি, খনক কৌশলী, করিবে সঙ্কেত-
ধ্বনি, রন্ধ্র প্রবেশের; ত্রেতায় যেমতি
অহিরাবণের পুরে কৌতুকী মারুতি।
সময় আগত প্রায়; দ্বিপ্রহর কাল—
রাত্রে ঘোষে ফেরুদল; স্বাগত স্মারক।
বার্ত্তা কি জানাও শীঘ্র মারী সন্নিকট।

( খনকের প্রবেশ )

খনক। সুসংবাদ, সব; শুভ মুহূর্ত্ত আগত;
ফিরাতে জীবনরথ মহাযাত্রা হ'তে।
সুড়ঙ্গে মার্জ্জার পদবিক্ষেপে সঞ্চরি,
যোজনার্দ্ধ রন্ধ্র গলি নিঃশব্দে উতরি,
মুক্তালোকে প্রবেশিবে রাক্ষস কাননে,
নিবিড় বনাচ্ছাদনে। জনশ্রুতি লোকে,
নিশাচর ভূতযোনি মনুষ্যখাদক
নির্ব্বিবাদে চরে নিরন্তর। নান্যঃ পথ
পলাতক বন্দীদের হ'তে নিরাপদ।

আর কি জ্ঞাতব্য আছে ? গাঢ় নিদ্রাতুর
করিয়াছি বিরোচনে দ্রব্যরসগুণে।
অনাথাকে জরাজীর্ণা পঞ্চশিশু কোলে,
করিছে রাত্র্যবসান এই যমপুরে,
হত্যার মূর্ত্ত কৌতুক। সুড়ঙ্গ প্রবেশে
দৃষ্টি অন্তরাল হ'লে, ক্ষুদ্র দীপশিখা।
অঙ্গারে সহজদাহে দিবে রূপান্তর।
সে ধ্বংস যজ্ঞের বহ্নি স্ফুলিঙ্গ আলোকে
ছুটিব হস্তিনামুখে, পথে জনে জনে
বিলাইব বাণী, "মাতৃকোলে ভস্মীভূত
পঞ্চ রাজপুত ; জল গণ্ডুষ পাণ্ডুর"।
নিশ্চিন্তে ফেরারা রবে মৃতকল্প হয়ে,
সন্দেহ নিররকাশে। পথিমধ্যে যদি
সচ্ছন্দ গমনরুদ্ধ করে নদনদী ;
ডাকিবে সঙ্কেত ধ্বনি ধীবর সংজ্ঞায়,
তরণী নিযুক্ত রবে নিতে পরপার,
যান প্রভু বিলম্বের কারণ কি আর ?

যুধিষ্ঠির। না আর বিলম্ব কেন ? শুভস্য শীঘ্রম।
ঘনারণ্য বিজন বিভাগে, কি লক্ষণে
চিনিব মুক্তির পথ ? বৈতরণী পারে
পার কার রাজ্য দেশ মরু জনপদ ?

খনক। বিরল জনমানব মহারণ্যভাগ
মাত্র সেথা বসে বনচর। মরুস্থল,
পশ্চিমান্তে ধূ ধূ করে বালু অনর্গল।
পরপ্রান্তে পাঞ্চাল ভূভাগ, যথাযথ
পথ পরিচয়; গত্যান্তর জানিনাক।
সত্বরে বিবর গর্ভে করুন প্রবেশ;
যথা শতক্রতু, লুণ্ঠি বাজী সগরের।
বিলম্বে বিপদ বাড়ে।

ভীম। উঠ রাজমাত!
পুত্র সাথে ভূভাগত তীর্থ ভ্রমণের
মিটাতে পুণ্যাভিলাষ। তীর্থযাত্রীদের
এই আগু পথে রাত্রবাস। স্কন্ধযানে
ভীম যতক্ষণ আছে যাবি শূন্যপথে;
কুশাঙ্কুর বিধিবে না নগ্ন পদতলে।

যুধিষ্ঠির। ভাইরে, সার্থক তোর শরীর ধারণ;
পুষ্ট যা হ'য়েছে ওই মাতৃপয়োধরে।
সে মাতৃবাহক বৃষস্কন্ধ আজি তোর,
করিল নশ্বর দেহে অমরত্ব যোগ;
সতীর দিব্যাঙ্গ বহি হলেন ত্র্যম্বক
যথা কাল ভয়ঙ্কর। দেহীর সদ্গতি,
এ হ'তে উৎকর্ষশালী দেখিনাক' আর।

মাতৃঋণ অশোধ্য জগতে ; মাতৃপূজা
অগ্নিহোত্র যাগ সন্তানের ; মাতৃপ্রিয়
বংশের মানদ ; মাতৃ আনুগত্য সুতে
তপশ্চরণ বাল্যের ; মাতৃ সেবাব্রত
ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস সন্তানের। রাজবালা
চন্দ্রকুলরাণী, আজন্ম পথের কাঁটা
সহিছে কৌমার হ'তে বৈধব্যে দুবেলা :
এখনো নিরস্ত নয় পুত্র মুখ হেরি।
উঠ মা দুঃখিনী ভীমস্কন্ধে একবার ;
সর্ব্বনাশী অগ্নিপুরী হ'তে বহির্দ্বার।

কুন্তী। পুত্রস্কন্ধযান শ্লাঘ্য শ্মশান যাত্রীর ;
অন্যত্র চরম চিহ্ন অতি দুর্গতির।

[ কুন্তীর ভীমস্কন্ধারোহণ।

যুধিষ্ঠির। হোক্ মা দুর্গতি হ'লে পাব দীননাথে।
অগ্রসর হও পার্থ ; মধ্যে থাক ভীম ;
পার্শ্বচর সুজমজ ; আমি পশ্চাতেব
করি দলপুষ্টি যাই অদৃষ্টের পথে ;
এ মৃত্যুকবল মুক্ত হ'তে কোনমতে।
রব ছদ্মবেশে ভিক্ষু কাঙাল পথের ;
যাবত্ না হস্তিনার পুরু পীঠস্থান,
আর্য্যপট্টে করি পুনরুদ্ধার সাধন।

অর্জ্জুন। এ এক নব্যাভিযান। রন্ধ্র গলিপথে,
বৃদ্ধা মাতা সাথে, অজানার গন্ধামোদে
গতি নিয়ন্ত্রণ, মোর অস্খলিত পদে,
কিসে সাধ্যায়ত্ব করি বুদ্ধিরবিদিত।
পারি পথপ্রদর্শক হ'তে এ দুর্য্যোগে;
যদি না চক্ষের আলো নিভে ভাবাবেগে।
অবশী অমনোযোগে হই দিশেহারা;
অন্ধের চালনা খঞ্জে মারাত্মক ধারা।
এ ভার মধ্যম নিন্; অস্থির-মনার
মতিবুদ্ধি ভ্রমাত্মক গতি নির্দ্ধারণে।
আর কিছু বলিবার আছে কি দেবরে?
ব'লেনে মা অন্ধতম জীবন বাদরে।

কুন্তী। আর কি বলিব বাছা? অভিভাবকের
রাখেন গোপনদৃষ্টি ভালমন্দে মোর;
খনক! সঙ্কেতে তাঁরে ব'লো পূর্ব্বাপর;
মোদের এ বর্ত্তমান জীবন সঙ্কট।
আসি বৎস! নিরাময়ে থাক বৈশ্যবর।

যুধিষ্ঠির। হরিধ্বনি কর, মোরা যাই বন্ধুবর!
(খনক ব্যতীত সকলের ভূগর্ভে অবতরণ)

খনক। ঘুমোরে নিশ্চিন্তে ঘুমো, সুপ্ত গৃহবাসী!
আর মধুজাগরণ নাহি কেহ পাবি।
কত না যৌতুকলুব্ধ, ওরে পুরোচন!

ঘুমালি কপট নিদ্রা সুখে অর্দ্ধরাতি ;
দৈব দুর্ব্বিপাকে ওই কাপট্যের রশি,
পরাল গলার ফাঁসি কণ্ঠশ্বাস ক'সি ।
এবার ঘুমাবি স্বপ্ন সোহাগে নিদ্রালু !
যতক্ষণ মহাযাত্রা পথে পান্থ র'বি ।
পৌছালে ভাঙ্গিবে ঘুম যমদণ্ডাঘাতে ;
স্বপ্ন বিভীষিকা সব হেরিবি সাক্ষাতে ।
স্বকৃত অগ্নিকাণ্ডের মুষ্টিমেয় স্মৃতি,
লয়ে যাস্ রৌরবের জ্বলন্ত নবকে ;
দেখিলে শোয়াস্তি পাবি, দুঃখ পাসরিবি ।
কত আশা ছিল তোর কৃতঘ্ন পাতক,
প্রত্যুপকারের হ'য়ে ক্রতু হন্তারক ;
প্রভুর প্রসাদভোগ করিবি কতক ।
সে আশে পড়িল ছাই ; হায়রে দুর্ভাগা !
নির্ব্বাতে নিভিল তোর জীবন-সলিতা
থাকিতে আয়ুব তৈল । এ স্বপ্নান্ত ঘোর
জীবনে কুমার্গগামী পাপীর সম্বল ;
বিভুর জীবানুকম্পা । যারে আত্মঘাতী !
নিশীথ হত্যাবৈপ্লবী, মরণ কারায় ;
দীর্ঘ অনুশোচনার তপ্ত বালুকায় ।
যুগ যুগান্তের অশ্রুসিক্ত নিরাশায় ।
জ্বল ক্ষুদ্র দীপ শিখা ; জ্বল ধ্বক ধ্বক !

কপর্দ্দীর ত্রিনেত্র-পাবক। খরস্রোতে
পাপ হর্ম্ম্যে নিমজ্জিত কর। বেড়াজাল
পাতি বাড়বার, প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে জ্বাল
মহাবহ্নিযাগ। পোড়াও পঞ্চদাহের
কৃশপুত্তলিকা। দেখুক ভারতবাসী,
পাণ্ডবের স্বাস্থ্যনিবাসের, অন্ধরাজ
কোন কুঞ্জে বেঁধেছিল বাসা? সপিণ্ডের,
এ হ'তে পঙ্কিল পাপ পিচ্ছিল অছিলা,
করেনি ত্রেতার গৃহশত্রু বিভীষণ;
নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রে দিতে বলি। জ্বলে ধ্বংসী,
যাই ছুটে বহির্ভাগে আমি; সর্ব্বগ্রাসী
এ'বার ভূতনৃত্যে মেতেছে তাণ্ডবে;
একটী রেখাও পূর্ব্ব স্মৃতির না রবে।

( খনকের নিষ্ক্রামণ ও অন্য পথ দিয়া
নাগরিক নাগরিকাগণের প্রবেশ )

১ম নাগরিক। আগুন! আগুন! রাজপ্রাসাদে আগুন!
আগুন! সৌধের চূড়ে, কক্ষ বাতায়নে।
গর্জ্জিছে মরুৎগণ, হাকে প্রভঞ্জন;
একি ভাই লঙ্কাকাণ্ড হ'ল বা ভীষণ।
কার সাধ্য সন্নিকটে যায়; পুড়ে মল
কৌরবের পঞ্চ বীর-শিশু; অপহৃতা,

বর্ষিয়সী কুন্তী মহাদেবী, রাজমাতা
পঞ্চবালকের। সবংশে ভস্মাবশেষ
হ'য়ে গেল পাণ্ডব নামের। কি দুর্দ্দিন!
কে আছেন বুদ্ধিব গোসাই? যুক্তি দিন,
পলকে প্রলয় হয়; মোদের কার্য্য কি?

২য় নাগরিক। মাতব্বরি বুদ্ধি কুঁপোকাত্। এ আগুন!
ওরে বাপ্ দেখেছি দৈবাত্; গর্জ্জে যেন
জাতপুঞ্জ আগ্নেয় পাহাড়। প্রতি গৃহ
জ্বলনের কেন্দ্রস্থল হ'য়ে, অগ্নি মুখে
উদ্গারে ভূগর্ভস্রাব খনিজপুঞ্জের
জ্বালামুখী শতধারে। অসহ্য উত্তাপ;
নিজ নিজ গৃহরক্ষা করি আয় সব;
এ মহানির্ব্বানলাভ জীবে অসুলভ;
এ অগ্নি নিভান শক্তি নরে অসম্ভব।

১ম নাগরিক। আহা বাছা! তা বলে কি চখে দেখে যাব;
ছেলের মা পুত্রসহগামিনী মরণে।
এ দৃশ্য মরমচ্ছেদী ব্যথা উদ্দীপনী,
ছড়াবে সমাজ দেহে উগ্র বিসূচিকা।
প্রত্যেক মা পুত্রসহ মরণ বাঞ্ছিবে;
অসহ্য সন্তান শোক অনিবার্য্য হ'লে।
কোথায় প্রবেশ পথ? আয় মার বাছা,
নামাইতে কলঙ্কের বোঝা; বিদূরিতে

পুত্রসহ মরণের সংক্রামক পীড়া ;
রক্তে না ফুটিতে বিষ। জ্যান্ত ছেলে পোড়ে
জীবন্ত মায়ের কোলে।

( খনকের প্রবেশ )

খনক। ধন্য মাতৃগণ !
সাধু এ মাতৃত্ব বোধ। কিন্তু মা রক্ষার
নিরুদ্ধ সকল দ্বার। জ্বলে যে প্রাসাদ,
লাক্ষাচর্ব্বি মধুসর্পি শণের পাহাড় ;
উহার দগ্ধাবশিষ্ট রবে যে অঙ্গার,
চিতার ত্যক্ত তা। যদি দুঃসাহসে কেহ
হয় অন্তর্প্রবিষ্ট উহার ; নিঃসন্দেহ
হইবে বিদগ্ধ নিজে; সাহায্য ত পরে।
সবিতাস্খলিত অগ্নিপিণ্ড দ্রবময়,
যেমন ক্ষিতি ভৌতিকে পরিণত হয় :
তথাও সহজদাহ্য বিষকুণ্ডলীর
থাকিবে চিতার ভস্ম, অস্থিসার মুড়ি।
বুঝিবে নিষ্পন্ন হোমে, পাণ্ডব বধের
কি মন্ত্রে মারণ যজ্ঞ সাধিল কৌরব।
এ অগ্নি নিভিত যদি বুদ্ধির জড়তা,
নারকীয় পাপপঙ্কে বৃদ্ধে না ডুবাত ;
এত নীচস্তরে অন্ধে স্বার্থে না মজাত।

২য় নাগরিক। তবে কি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে বিরচিত ?
পাণ্ডবে মারণ গড় ? হায় কি নিষ্ঠুর
রাজ্যলোভ রাজাদের ? জ্ঞাতি শত্রুতায়
নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রে মারে জ্যেষ্ঠতাত।
এ ভারও ধরণী সয় ; বিদীর্ণ না হয় ?
অভিভাবকত্ব ওই খল স্বভাবের,
যদি না দণ্ডার্হ হয় ; শিশু হত্যাকারী,
প্রচুর জন্মিবে জ্যেষ্ঠখুল্ল আততায়ী ;
তাত ব্যঙ্গকারী। শুধু ধর্ম্মের দোহাই
দিলেই যথেষ্ঠ নয়। ও ধর্ম্মের রূপ,
রোগীর প্রলাপ কিংবা বলার বিদ্রূপ ;
বাখিতে দুর্ব্বলে, অন্ধভয়ে জড়সড়।
ও ধর্ম্মবুদ্ধির চেয়ে নাস্তিকতা ভাল।
৩য় নাগরিক। আবে মল' ; মতিচ্ছন্নে হল ভীমরতি।
নয়ত পিণ্ডদগণে পোড়ায়ে কে মাবে ?
পশুবাও সুতে অহিংস্রক। শত ধিক্
রাজবংশীদের ; ওবা পিশাচ না প্রেত ?
খনক। ওরা আরো উগ্রযোনি ; ইন্দ্রিয়েব ভোগে
ওরা আরো পৈশাচিক। কাম্য উপভোগে
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ওরা ; অন্ধ লোভে
পরস্বাপহারী ; সদা বদ্ধপরিকর,
কামেন্দ্রিয়ে যোগাতে ইন্ধন। স্বার্থপর.

পবার্থেব অর্থই বোঝে না। ওই দেখ,
কি বিশাল বাজবাটী স্বল্পক্ষণে কত,
ভস্মস্তূপে হল পবিণত ! তৈজসেব
বসগন্ধে, জ্বলনেব অসামান্য তাপে,
স্পষ্টীকৃত কবে দ্রব্যগুণে। সৌধচূড়
অন্তবে আগ্নেব স্তূপ, শুষ্ক মেরু বুক ;
পুবোচন কৃত ঐন্দ্রজালিক কৌতুক।
বাষ্টকব দেশময ; কুরু অন্ধবাজ
পাণ্ডবে বাবণাবতে জীবন্ত সমাধি
দিযাছে অনলকুণ্ডে। বিবেক বুদ্ধিব
জ্ঞাতসাবে, বিচক্ষণ মন্ত্রণাব ফলে,
নিজপুত্রে দানিতে বাজ্যাধিকাব, ছলে
নিষ্কণ্টক কবিতে হস্তিনাপুব, ক'বে
দগ্ধ জতুগৃহ ; সাধিল দুবভিপ্রায
কুরু মাতব্বব। সবাই প্রত্যক্ষবাদী
হ'যো এ হত্যাব। বাজধর্ম্মাধিকবণে
দিও সত্যসাক্ষ্য : কাবো মুখাপেক্ষী হযে
কবোনা সত্যাপলাপ ; নিগ্রহেব ভযে
দিওনা সত্যাভিজাত্যে কলঙ্কেব ছাপ।
দিওনাক জলাঞ্জলি পাপে ধর্ম্মসাব।
দূব দেশ দেশান্তবে কবগে প্রচাব ;
প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ বোমহর্ষণ ব্যাপাব।

কহিবে গুহ্যাতিগুহ্য কূট মন্ত্রণায়,
করেছে বীভৎস কীর্ত্তি কুরু অন্ধরায়।
দেখাব পঞ্চমুণ্ডের কঙ্কালাবশেষ ;
মূর্ত্ত আলেখ্য হিংসার। অগ্নি অপহৃতা,
হয়ে লুপ্তপিণ্ডোদক ক্রিয়া শূন্য লোকে,
হো হো রোলে প্রতিহিংসা চায ; চিতালোকে
চমকে পিশাচ ছায়া। অগ্নি নিভে গেল ;
তথাপি পবন লোকে করে হুলুস্থুল,
দেখ কি ভৌতিক কাণ্ড ? চল গ্রামবাসি,
দেখিবে কঙ্কালভস্মে কঠোব বাস্তব।
ওই সত্যাগ্রহ লয়ে প্রত্যেক স্বদেশী,
অন্ততঃ দ্বাদশ কর্ণে কর সুপ্রচাব ;
জ্ঞাতিশত্রুতায দগ্ধ সবংশে পাণ্ডব।

( খনক ও নাগরিকগণের অগ্রসর )

১ম নাগরিক। আহাবে, তাইত পঞ্চ শিশুব কুণ্ডলী,
কঙ্কালে হযেছে কাঁড়ি। বিকট দশনা,
পিশাচ কালিমাময়ী অস্থিসাব বুড়ী।
আর কি দেখিব ; সবংশে নিপাত যাও ;
ওরে কুলান্তক। প্রাক্তনের ফলভোগে
হারাযেছ মহারত্ন নয়নের মণি ;
এবার পুত্রের, মনশ্চক্ষুর আলোকে,
মরণ প্রত্যক্ষ কর। সে মৃত সন্তাপে

জীবন্তে নরক দেখ ; গলিত কুষ্ঠের
ক্ষতাঙ্গে পচিয়া মর। অসুস্থ শ্বাসের
হৃদ্রোগে আক্রান্ত হও। তিলে তিলে পুড়ে
মর, হতাশের মৃগতৃষ্ণিকায়। মর,
মরিয়া শ্মশান বায়ু কলুষিত কর।
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদিশূন্য হ'য়ে অন্তকাল,
শ্মশানে নিরবচ্ছিন্ন শিবাবৃত্তি পাল।
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উজলে অম্বর।

২য় নাগরিক। ধিক্ অধার্ম্মিক ঠক্ ! ভীষ্ম আছে থাক,
হব পাপরাজ্যের কণ্টক।, দণ্ড হোক্ ;
রাজার কৃতাপরাধে সুবিচার হোক।
আদিম অনার্য্য নীতি রাজা ধর্ম্মপাল,
পাপপুণ্যের অতীত ; আর্য্যাবর্ত্তে হল
শাস্ত্রানুমোদিত। ভূপতি দেবাবতার,
গোটাকত তোষামোদি ব্রাহ্মণের বাক্ ;
হইল নিষ্ফলা আজ ভাবার্থে বেবাক্।
অহেতুকি রাজভক্তি ভীরু স্বভাবের,
দাস মনোবৃত্তি হ'তে শুধু নামান্তর।
দণ্ডভীতু রাজভক্তি, স্বৈরাচারীদের
সহায় সম্পদ বল অতি দুর্দ্দিনের ;
সিঞ্চিব না মূলে বারি ও বিষবৃক্ষের।

১ম নাগরিক। বাজদ্রোহী হলাম সবাই, এ পাপের
সাহায্যে বা সমর্থনে বাধ্য কারো নই।
যে রাজা হত্যাপরাধী, প্রকাশ্যে বিচার
হোক তার হত্যাপরাধের, নরঘাতী
পাক তার শাস্তি কর্মের। অতঃপর
দেখিব কে নিষ্কলুষ মহাভট্টারক,
রাজবংশ করেন উজ্জ্বল। প্রাপ্য তাঁর
রাজভক্তি দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী।
নতুবা ও অন্তঃসার শূন্য রাজপাট
অর্গল আবদ্ধ হোক, শূন্য পড়ে থাক।
খনক। এখন মহাবলাধিকৃত সুযোধন,
কেলি করে রাজ সিংহাসনে, সে আসন
পাপানুশাসন ভীতি কম্পিত এখন।
উশৃঙ্খল শাসকের পারিপার্শ্বি জাগে
অনার্য্য অরাজকতা। অনার্য্য জাতীয়
অঙ্গের ভূম্যাধিকারী দুর্ব্বৃত্ত রাধের,
কৌরবে করেছে মৈত্র-বন্ধনে আত্মার,
পাপস্বার্থ বিনিময়ে। রাজপরের
মনস্তাপ প্রায়শ্চিত্তে না হ'লে দংশিত,
সে শুধু চক্ষুকুঞ্চন করে ভর্ৎসনাতে।
কঠোর শাসনে জাতি পঙ্গু হ'য়ে গেলে,
স্বৈরাচারী মনস্তাপে প্রফুল্লিত করে;

দেখায় স্বমূর্ত্তি পুনঃ। কথায় ভুল' না ;
দিওনা সদ্যঃ ঘটনা পুরাতন হ'তে ;
অথবা প্রত্যক্ষ সত্যে তদন্তে ভিড়াতে।
কেবল জাতির মুখে জিজ্ঞাসা ফুটাও ;
শুনায়ে চাক্ষুষ হত্যা রহস্য কাহিনী ;
কেন আততায়ীগণ ধর্ম্মাধিকরণে,
হবে না মৃত্যুদণ্ডিত বধ্যভূমি পরে ?
বিশাল প্রকৃতিপুঞ্জে অসন্তোষ হ'লে,
পরকীয়া রাজলক্ষ্মী অঙ্কচ্যুতা হবে।

৩য় নাগরিক। তাহাই করিব সবে। চল গৃহে যাই ;
কিবা ফলোদয় মূক দর্শনে কেবল ?
শুধু মনস্তাপে কাঁদে হৃদয় দুর্ব্বল।

খনক　যাও, আর প্রয়োজন নাই। ভুলো নাক,
তোমরাই মূল সাক্ষী পাপাচরণের।
যদি এ স্বরূপাখ্যান দেশান্তরে রটে ;
বুঝিব যথার্থবাদী সত্যে প্রচারিছে।
নতুবা জানিব সব সলিলে বুদ্বুদ্,
তরঙ্গে ফেনিয়া পুনঃ অতলে মিলায়।

[ নাগরিক নাগরিকার প্রস্থান

খনক　তাই তো, কে ওরা নড়ে ? হাস্যোজ্জ্বল মুখে
ইতস্ততঃ ঘুরে হত্যাপীঠে। অহো ধিক্,

এ নির্লজ্জ অনুদারতার। গুপ্তঘাতে
রাজকর করিছে চিহ্নিত। লালসার
কি রাক্ষসী নেশা ? অপেক্ষা সহেনা আর।
স্বহস্তে মশান দৃশ্য করি উত্তোলন ;
স্বচক্ষে দেখিতে চায়। পুরোচন মুখে
শ্রবণাভিলাষি সদ্য মারণ বিবৃতি।
পাপী যে নিশ্চিন্ত নয় ; এ তার নমুনা।
সর্ব্বদা সন্দিগ্ধমনা। এ ষড়যন্ত্রের
চিনিল না হস্তরেখা, ভণ্ড ! ভাবিতেছ ?
এক্ষণে তোদের যম গোকুলে পৌছাল।

( খনকের আত্মগোপন ও কর্ণ
দুর্য্যোধনের প্রবেশ )

দুর্য্যোধন। কিবা ফুল্ল বিভাবরী, মহোৎসব রাতি,
আজি কৌরবের। মেঘহারা ভাগ্যশশী
পৌর্ণ জোছনায়, ঢালিল রজতোৎসবে
মঙ্গল আলোক ; মণ্ডিতে জীবন নটে,
ভবের আনন্দমঠে, স্বপ্নের পুলক।
এবার দুশ্চিন্তা গেল ; কূট নীতিজ্ঞের
মন্ত্রশক্তি প্রবর্ত্তিল অসপত্ন রাট্ ;
কৌরব সাম্রাজ্যে আজ। বিশ্বস্ত ভৃত্যের
প্রভূত আয়াস সাধ্যে ছিল যে প্রত্যয় ;
আজি তা সফল হল। দিব পুরস্কার,

প্রাদেশিক ধ্বজছত্র, গলে রত্নহার।
দাতার অকুণ্ঠচিত্তে দানিব যৌতুক,
অভীষ্ট পূরণকারী ; মহার্ঘ সম্পদে,
যা কিছু যাচ্‌ঞাযোগ্য দিব মুক্ত করে।
তবে এ প্রত্যুপকার কিছু হ'তে পারে।

কর্ণ। আরে সর্ব্বনাশ! সৌভাগ্যে এ মনোভাব
করিলে জ্ঞাপন, নতুবা প্রভুত্ব শিরে
বিধিত কণ্টক শেষ ওহ পুরোচন।
পাপের থাকিত সাক্ষ্য, স্থানে বা অস্থানে
ফেলিয়া বিপাকে মনঃ সঙ্কল্প সাধিত ;
বিকল্পে দেখাত ভয় গুপ্তি প্রকাশের।
মন্ত্রণা দ্বিভাষী সথে। এযস্পর্শী হ'লে,
গুহ্যের শৈথিল্য ঘটে ; বিঘ্ন পলে পলে
কাম্যে অসন্তোষ হ'লে, উদ্দেশ্য বিফলে,
ওহ পুরোচন হবে পথের কণ্টক।
প্রথম সাক্ষাতে ওর দুরাচরণের,
নির্ম্মম শিরচ্ছেদনে হোক প্রতিকার।
আত্মপরে নির্ব্বিবাদী, মহাভটারক,
প্রজার কল্যাণকামী, হ'যে নিযামক ;
দুর্গবল কোষাগারে প্রভুত্ব সম্যক,
কর করতলগত। সিদ্ধ মনোরথে
শূন্যে মিলাইবে যত গুপ্ত অপবাদ ;

মুছিবে রক্তরঞ্জিত আততায়ী কর।
কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার কব মন্ত্রসার।

দুর্য্যোধন। সে কি সখে! একি প্রহেলিকা! যে কণ্টকে
বিশল্য করেছি বক্ষে, সে কণ্টকী মূলে
কি করে কুঠার হানি আশীর্ব্বাদী ভূজে?
দ্বাপরে সবে কি এত দৌরাত্ম্য পাপের?

কর্ণ। সবে, যদি অবিমিশ্র হয় সে কলুষ?
যদি সে সর্ব্বাবয়বে হয় পাপকূট?
কখন উদারচেতা, কভু ক্রুর মতি;
শক্তির পূজারী কভু, সাধক শান্তির:
মধ্যস্থে দোলায়মান হারায় দুকূল।
যথা শ্মশানের, তথা কৃতাত্ম পাপের
রেখ'না স্মৃতির রেখা। দুর্নাম দলনে
হও, সখে! সাধু ভণ্ডতম। দেশ কাল
পাত্র ভেদে, হও দক্ষ সততার ভানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্ধির জড়তা; চার্ব্বাকের
মিথ্যা প্রহেলিকা। সাত্ত্বিক কপটাচারী,
কাম্যের সাফল্য লাভে হয় অধিকারী।
কার্য্য কর বিধিমত। বারণাবতীর
জাগ্রত প্রজাপুঞ্জের বিস্ফারিত আঁখি,
লক্ষিছে অগ্নিকাণ্ডের শেষ ফলাফলে।
লুণ্ঠন প্রয়াসে, দস্যু জীবিকা সংগ্রহে,

ইতস্ততঃ সঞ্চরিছে অনার্য্য জটলা।
কোথা সংগ্রহিতে যতুগৃহ গুপ্ত কথা,
রেখেছে লোলুপ দৃষ্টি রাজভক্ত প্রজা।
যে অন্নদাতার পুত্র বধে, অন্যতম
উৎসাহী অগ্রণী হল ; সে কৃতঘ্নাধমে,
দানিতে চরম দণ্ড ধর্ম্মাধিকরণে,
তোমার অনভিপ্রেত কেন যে বুঝিনে ?
অবশ্য দাতব্য ধর্ম্মবুদ্ধির বিচারে,
হবে যে দণ্ডোপহার ; তার অপ্রদানে,
প্রজার সন্দিগ্ধ মনে জাগাবে জিজ্ঞাসা।

দুর্য্যোধন। তা আমি পারিনে। আত্মবিপন্ন ক'রে যে
সাধিল সাধ্যাতিরিক্ত ; শুল দণ্ডভোগ
করিত ধৃতাপরাধে ; তার হন্তারক,
আমি যে পারিনা হতে, এটা জেনে রেখ'।
এ আর্য্য রক্তের ক্ষেম অক্ষুণ্ণ এখনো।
জ্যান্ত রেখে, তৃণাদপি তুচ্ছ পুরোচনে ;
সুযোধন যদিনা সক্ষম হয়, বলে
ক্ষুদ্র প্রজা বিদ্রোহ দমনে ? সে পঙ্গুর
কি হবে ক্ষণভঙ্গুর রাজদণ্ড লাভে।
ও মন্ত্রশক্তির ধিক বৃথা আস্ফালনে !
হোক সে কর্ণের, কিংবা মন্ত্রজ্ঞ শুক্রের।

কর্ণ। শুন সখে! মন্তব্য ক্ষুদ্রের ; এ কর্ণের
বুকে বহেনা অনার্য্য রক্ত। ক্ষুদ্রতম,
অতি তুচ্ছ হ'তে পারে ওই পুরোচন ;
কিন্তু বিন্দু স্ফুলিঙ্গে অগ্নির, বাত যোগে
একটা নগরী দগ্ধ হয় লহমায়।
একটা শর্ষপ ক্ষুদ্র বনস্পতি বীজে,
অগৌণে গ্রামাচ্ছাদন করে পত্র জালে।
ওই তুচ্ছ কর দত্ত দীপ শলিতায়,
পুড়াল প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য। স্থাপিল পাপের,
অখণ্ড সাম্রাজ্যবাদ। ক্ষুদ্রতাজনিত
হল কি নিয়ম ভঙ্গ? কেহ সুকৌশলী,
জানিলে তৃণের গুহ্য, রহস্য চাতুরী ;
করিবে শৃঙ্খলাবদ্ধ মদমত্ত করী।
যাক্ সে তোমার ভাব্য। মোর বাচ্য শুধু,
এ যজ্ঞের ফলাফল সুধা না গরল।
এখনো অনুপস্থিতি কেন কৃতঘ্নের ?
জানাতে নিয়োগ সিদ্ধি ; এও যে ভয়ের।
চল আরো সন্নিকটে যাই ; কুস্থানের
দেখিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ আবর্জ্জনা রাশি।
হয়ত দাহক নিজে, মুখাগ্নি নিজের
করেছে অসাবধানে ; যথা রামদাস

পোড়াতে সুবর্ণ লঙ্কা। বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে
হয়ত স্বদেহ দগ্ধ করেছে দুর্গ্রহে।

দুর্য্যোধন  এখনো যে স্থানে স্থানে ভস্মিত অনল,
উদ্গারে অবিনশ্বর সীতাকুণ্ড শিখা ;
তদীয় আলোক পাতে দুরদ্রষ্টা কেহ,
না করে সনাক্ত পাপ বুদ্ধি আমাদের ?

কর্ণ।  পাপীর বালাই ঢের। তদাদপি হেয়
দুর্ব্বলের, শক্তিমত্ত্বে যে অনাস্থাবান ;
তাহার সনাক্তে ভয়, উল্কা ক্ষীণালোকে,
অপ্রতিভ দুরদৃষ্টি যোগে, কথঞ্চিত,
রহস্যোদ্দীপক। মাভৈঃ হে ধর্ম্মাবতাব !
চল দেখি, চিতাতীর্থে জীবিত কে বহে ?
বিনা শিবা সিদ্ধ পিশিতাসন পিশাচ।

( উভয়ের প্রস্থান ও খনকের আবির্ভাব )

খনক।  উঃ কি ভয়ঙ্কর এরা বর্ব্বর প্রকৃতি ?
এও যে মনুষ্যসাধ্য বুদ্ধিরবিদিত।
রাজ চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। প্রভুভক্ত দাস,
সাধিল যে উপকার, রাজ দণ্ড ফাঁস
বাধিয়া নিজের গলে ; সিদ্ধ মনোরথে
পাইত প্রত্যুপকার পথে শিরচ্ছেদ।
এদেরো মরুত্ বহ্নি প্রাণ শক্তি দেয় ;

তৃষ্ণা হরে জাহ্নবী যমুনা। ভাগ্যদেবী
এখনো এদেরি রত্ন ভাণ্ডার ভরায় ;
পবায় রাজশ্রীটিকা। ধর্ম্মাধিকরণে
ন্যায়ের পুরুষাবতার এখনো এরাই,
নিঃশঙ্কোচে বহিছে বিচার দণ্ড ; অহো !
ধিক এ ধর্ম্মের ভাণে অধর্ম্ম রোপনে।
তথাপি প্রচার কার্য্যে করি ম্লানতর,
পাপীর অম্লান যশে ; রাজানুগত্যের
কবিব বীজানু নষ্ট। বুঝাব কপটে,
অন্ধের নয়নে ধূলি নিক্ষেপ, সুকর
হলেও, প্রজার চক্ষে অতি ভয়ঙ্কর।
বেধেছ পাপেব ফাঁসি যথন গলায় ;
তথন নিস্তার নাই। যে মন্দাশঙ্কায়
করিছ সনাক্তে ভয় ; সে ঘন ঘটায়,
ঢেলেছে বর্ষার ধারা ঘটনা প্রাঙ্গণে।
ডেকেছে মেলার ভীড় হত্যার পিছনে।
পাণ্ডব রহিল বেচে ; পুরোচন মরে ;
বুঝ কি ঘটনা চক্রে রাশিচক্র ঘোরে।
পুড়িল সংসার জ্বালা পান্থ অনাথাব,
অপত্য ক্লেশাতিশয় ; দিতে সাক্ষ্যলিপি
তোদের জঘন্য ভাতৃহত্যার স্বরূপে।
ক্রুর মন্ত্রণার এই অকৃতকার্য্যতা,

বৈপরিত্যে পরিণতি ; দৃষ্টান্ত বিধির,
সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির। বল সংগ্রহের
সুযোগ অপরিমেয় হল পাণ্ডবের।
এ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষ্য প্রমাণপত্রাদি,
কিরূপে পৌঁছাল দূর হস্তিনানগরে ;
তোদের অজ্ঞাতসারে ? বুঝিবি নারকী,
যখন দেখিবি ওই পাণ্ডব বধের,
প্রত্যেক রহস্য কলি গন্ধে ভরপূর ;
প্রত্যেক অবগুণ্ঠণে মুক্ত ক্ষত মুখ।
এবার ধর্ম্মের খেয়া, ঘটনা স্রোতের
স্বপক্ষে, ভাগ্যের পালে দিল সিন্ধু পাড়ী ;
মোদের দুশ্চিন্তা বেলা বিশাল উত'রি।
চলিনু অচীন পথে করি ভোজবাজী ;
তোরা না পৌঁছাতে আমি পৌঁছিব নগরী।

(খনকের প্রস্থান ও
কর্ণ দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। দেখ কে ছুটিল সখে! শ্বেতাশ্বরোহণে ;
মোদের মঙ্গল নীশা-ব্রত উদ্‌যাপনে।
যেন কে স্বর্গীয় দূত, কুবেরানুচর,
ছুটিল বিজয় বার্ত্তা বহি ত্রিদিবের।
নিশ্চয় ও পুরোচন।

কর্ণ।  নিশ্চয় ও যম।

চল গৃহে ফিরি ; অগ্নি লেগেছে সে চূড়ে

ও জব চিহ্নই নাই কুরু অশ্বশালে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

---

# চতুর্থ সর্গ

## স্বয়ম্বরাভিযান পর্ব্ব

স্থান—মহারণ্য ভাগ ( পাঞ্চাল সীমান্ত )

কাল—অপরাহ্ণ

পাত্র—মাতৃস্কন্ধ ভীমাদি পঞ্চপাণ্ডব।

কুন্তি  ওরে ভীম! নিদ্রাচ্ছন্না নিরন্না বৃদ্ধার,
ক্লেশ স্বল্প নয়; স্কন্ধ বাহিতা হলেও।
ভীম  আব প্রহবাদ্ধ মাতঃ যথাস্থানে রহ;
এস্থান শমন কুঠি হ'তে ভয়াবহ।
দেখ' মা অম্বরে উল্কাপিশাচ জাতীয়,
বর্ষণে উপদেবতা সমাংস রুধিব।
দেখ' মা নিহতপূর্ব্ব নর-কঙ্কালেব,
স্তূপাকার জমেছে পাহাড়; ভূতলোক
অপার্থিব হর্ষধ্বনী করে কলরব।
কাতাবে কাতাবে বনমানুষ হিংস্রক
নবব্যাঘ্র ভীমাকৃতি চবে দিগম্বর।
কত কালান্তক রক্ষ ইতস্তত ঘোরে;
নৃশংস নরমাংসাশী নখ-দংষ্ট্রায়ুধে।

গাণ্ডিবীরে হেরি কিন্তু বিস্ময়ে সবাই,
পৃষ্ঠাপসরণে করে দন্ত বিকশিত ;
মূক জাতক্রোধে কিম্‌কর্ত্তব্যবিমূঢ় ।
নিশ্বাষে মেঘমন্দ্রার নিনাদে দ্বিরদ,
শার্দ্দুল কেশরী ঋক্ষ বোষে গাত্রদাহ ;
কি যেন ভীতিরাচ্ছন্ন নূতনাবস্থায় ।
অন্যথায় ইতোপূর্ব্বে বহ্নি কোপ হ'তে,
বাচিয়া দৈবানুগ্রহে, নর-খাদকের
কালগ্রাসে হ'তাম চর্ব্বিত । আর মাতঃ
স্বল্প পথ আছে বাকি পেতে লোকালয় ;
সামান্য সহৃতাভাবে নহে প্রাণ দেয় ।

অর্জ্জুন । শুধু কি গাণ্ডিবভীতি ! দীর্ঘ শাল বপু,
মুসল-মুদ্গর-শাখী, করে ভয়াকুল
ভীষণ আরণ্যবর্গে । ভীষ্ম রণবেদ,
মূর্ত্তমান কৃশাশ্ব আয়ুধ, মন্ত্রারূঢ়
হেরি মোর আগ্নেয় পিনাকে, জ্যাবোপিত
ভার্গব বিধানে ; রাক্ষস কিন্নর যত
বনোপদেবতা, সভয়ে সরিয়া পড়ে ।
সে ভীতি বিহ্বল অন্য দুষ্ট পাপযোনি,
দশদিশি করে আলোড়িত । ভয় নাই ;
কিন্তু এ বিশ্রাম ভূমি নহে মা জীবের ।

যুধিষ্ঠির। আমারো এ অভিমত। মন্বুরুপদেশ,—
বিজন ভয়সঙ্কুলে বসতি নিষেধ।
জন-মানব শুন্য এ বনানী ; গ্রামতা
নিতান্ত বিরল দৃশ্য ; লুপ্ত পথ রেখা ;
নিস্তব্ধতা ভাঙ্গে সিংহনাদ ; এ কুস্থান
পরিত্যাজ্য অচিরাত্ বুদ্ধিজীবীদের।
সত্বরে স্থানান্তরিত হ'য়ে জনপদে,
বাধিব বিশ্রাম কুঠি। কিন্তু তোরে ভীম,
পথশ্রমে অতি ক্লান্ত হেরি। অংশ মত
দেনা অল্প, জননী বহন পুণ্য জাত,
যশভাগ।
ভীম। আর্য্য! একি ভ্রমে নিপতিত।
ভীমের এ হস্তিকায়, তুচ্ছ দু'দিনের,
বিনা শ্রমে বহিবারে পারে আমরণ,
মায়ের কৃশাঙ্গ যষ্টি। শিক্ষিত গাণ্ডিবী
যদি থাকে সহকারী ; যমদ্বার টুটি
অগ্রসর হ'তে পারি, তীর্থ ভ্রমণের
পূরাতে পুণ্যাভিলাষ বৃদ্ধা জননীর ;
ভূস্বর্গ কৈলাশ হ'তে সেতুবন্ধ তীর।
কুন্তী। আর যে পারিনা ভীম! দেহ ভেঙ্গে পড়ে।
এ ভগ্ন বয়সে আর বিনিদ্র রজনী,
কটাবা যাপিতে পারি? পঞ্চরাজপুত

তোরা কৃতান্তে অভীরু। তারাই নন্দন
যাদের পুরুষকার মাতৃত্বের দাবী,
হাস্যমুখে করিছে পূরণ। পঞ্চ-ভাই
তোরা আদর্শ সন্তান ; হইবি বিশ্বের
বাৎসল্যে অমিয় স্মৃতি সংসারী জীবের।

অর্জ্জুন। মাগো ! এতদিন পরে নিদ্রাতুরা হ'লে ?
যেদিন আরণ্য কূপে, শিশু পুত্র কোলে,
হ'লে বৈধব্য বিধুরা ? সদ্য প্রসূতীর
স্তনে, তুলে নিলে, মাতৃহীন আরো দুটী,
স্তন্যপায়ীদের অনাথ শৈশব তনু ?
স্বজন বিচ্ছিন্না নিজে, পথে নিঃসহায়া
নিরবলম্বিনী ; তিনটি গর্ভজে লয়ে
পথ কাঙ্গালিনী ; সেদিন কি সদ্যোজাত
শাবক রক্ষায়, নিদ্রালস্য সুখ দুঃখ
গিয়াছিলি ভুলে ? এতদিনে হেরি সেই
পঞ্চ শাবকের, নখ দন্তে পুষ্টমান
দেহ ; সাধ করে সচ্ছন্দ বিশ্রাম মাগ' ?
অবিলম্বে পত্রশয্যা পাতি মা ধূলায়,
শ্রমাপনোদনে তোর। ধনুর্দ্ধারী আমি,
সহ ভীম শূলপাণি, কুস্থানের গ্লানি
বিদূরিব অক্লান্ত আয়াসে। ঘুমাও মা !
আসে যদি হরিহর পাবে তোর দেখা ;

নতুবা অভেদ্য গিরি গহ্বরে ঘুমা মা।
কি বলেন মধ্যমার্য্য নাই কোন মানা?

এবার আমিও রাজী। পার্থমতবাদী
এ ভীমও মাভৈঃবাদী। কে অতিমানব
আছে এ ধরণী পৃষ্ঠে, শস্ত্রব্যবসায়ী;
এ যুগের বিদ্যাবলে সম্মুখীন হ'তে?
থাকিলে থাকুক, মতি দিলাম বিশ্রামে।
উর মা অবাধ নিদ্রা লভিতে বিজনে;
আর্য্যও নিদ্রিত হোন ভূমি শয্যা তলে;
লয়ে দুটী পার্শ্বাধান কুমার যুগলে।

( কুন্তীর অবতরণ ও ভীমার্জ্জুন
ব্যতীত সকলের শয়ন ও স্বপ্নাবেশ )

অর্জ্জুন। আর্য্য! এ অনাবিষ্কৃত নির্ম্মনুষ্য লোকে,
ফলমূলে দানছত্র, শিকার্য্য বিস্তর।
তবে ক্ষত্র যুবা, ক্ষুত্‌পিপাসা কাতর,
কেন রই সারাদিন নিরম্বুপবাসী?
অনায়াসলভ্য, অফুরন্ত বাগিচার,
রসালে অনাস্বাদিত রাখি অবজ্ঞায়,
বুদ্ধিভ্রমে কেন মোরা থাকি অনশনে?
কিয়ৎক্ষণ থাকিলে সজাগ; অবিদূরে
বনজাত ফলমূল শিকারান্বেষণে,

প্রহরার্দ্ধ যাপি কোনক্রমে ; আহরিব
প্রচুর আহার্য্য পেয় ভূরি ভোজনের :
প্রশমিতে ক্ষুধাতৃষ্ণা শয়নোত্থিতের।
আকস্মিক আপদ সম্পাতে, ভীম রবে
দিলে সাঙ্কেতিক ; প্রতিধ্বনি অবকাশে,
হেরিবে কেশরী লম্ফ করীরাজ পাশে।
যাই দাদা ; নাই তো অননুমতি ?

ভীম।　　ভাই !
ভীষ্ম যে গড়িছে দিব্য অপার্থিব মদে,
দ্বিতীয় পরশুরামে ক্ষাত্র অবয়বে ;
করি তা সাক্ষাত্কার।　ক্ষাত্র চরিতের
স্নেহ কিন্তু নহে ত উদার ; লজ্জাকর
পৌরুষে ধিক্কার।　দৌর্ব্বল্যে সহানুভূতি,
স্বভাব বিরুদ্ধ ভীমে, হ'লেও অখ্যাতি ;
অনুজ বিদায় ভিক্ষা মর্ম্মন্তুদ্ অতি ;
কাব্যে যা উল্লেখযোগ্য রামায়ণী স্মৃতি।
কেন এ দৌর্ব্বল্য আসে বুঝিতে অক্ষম।
হয়ত এ আত্মরক্ষা মূলে আর্ত্তনাদ ;
নয়ত বিষম জ্বরে রোগীর প্রলাপ।
যাহোক্ অস্বাস্থ্যকর এই মনোভাব,
উৎপাটিনু মর্ম্মস্থল হ'তে।　যাও ভাই !
যথেচ্ছ ভক্ষান্বেষণে বন্ধুর গহনে।

হেথা দেহরক্ষী ভীম, টুটি অনিদ্রার
দূষিত জড়তা, পঞ্চবটী বনে যথা
সৌমিত্রি সজাগ, রবে দুর্ম্মদ প্রহরী।

অর্জ্জুন। নিশ্চিন্ত হ'লাম আর্য্য অভয় আশ্বাসে।
অহোরাত্র জাগরণে নিদ্রালু প্রকৃতি,
আলস্য বিকারগ্রস্ত, বিশৃঙ্খলা মতি,
অবশে আত্মাপহারী হয় অনায়াসে।
সুনিদ্রা পরমৌষধি, শান্তি স্নায়বিক,
স্বাস্থ্যের অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ শর্ব্বরী
রহিও রাঘব রক্ষী, বলি দ্বারে হরি।

[ অর্জ্জুনের প্রস্থান।

ভীম। দুরদৃষ্ট এত কি সৌভাগ্যবান হবে
এ ভীমের ; ভারপ্রাপ্ত গৃহরক্ষী হব
পাণ্ডবের? ক্ষাত্র আত্মমর্য্যাদা ভীমের
হ'লেও সৌমিত্রিকল্প, ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দের
পৌরুষে নিস্তেজ বড়। কে ছদ্মবেশিনী
আসে, মদন্তিকে মৃদু মন্থরগামিনী?
আরণ্য মানুষী! নয় ভৌতিক কৌতুকী!
নিঃশঙ্কোচে আসে পূর্ব্বপরিচিতা যেন,
জনৈকা প্রতিবেশিনী। গতানুগতিক
বৃত্তি অপরিচিতার, সন্দেহমূলক

অতি,  খলস্বভাবের সুপরিচায়ক।
এ অজ্ঞাত কুলশীলে, কক্ষ অসময়ে,
সাবধানে পরিদর্শনীয়।  পরিচয়ে
দেখাইলে, অকাপট্য সন্তোষজনক,
স্ত্রীদাক্ষিণ্য, নিষ্কলুষ স্বচ্ছ মনোভাব,
পাইবে নিস্তার ; স্ত্রীত্বে অসুলভ বসে
এখুনি হন্তব্যা হ'বে।  রাক্ষসী, কিন্নরী,
মায়াবিনী, প্রেতিনী, ডাকিনী। যেবা হও,
দাও সত্য আত্মপরিচয়।  শিষ্টাচারে,
অতি যে দুরভিসন্ধি তাও সহনীয়।
অপাঙ্গে হেন'না ধনুষ্টঙ্কারে আঁখির,
সম্মোহন গুণে, অগ্নি কটাক্ষ বিজলী।
অগ্রে পরিচয় দাও।  নতুবা ভ্রষ্টার
অধর চুম্বন পাত্রে হয় বিষজ্ঞান।
সত্বরে সংশয় নাশ।  অন্যথা ভীমের
লুঙ্কার তাড়িত পৃষ্ঠা হবে ধরাশায়ী।
স্ত্রীহত্যা জড়িত কুৎসা অঙ্গে বিলেপিয়া,
ক্ষত্রের নিকৃষ্টতম শত্রুতা সেধো না।

( হিরম্বা রাক্ষসীর প্রবেশ )

হিড়ম্বা। রে নর পুঙ্গব!  আমি হিড়ম্বা রাক্ষসী,
এ বনে বসতি করি।  বৈমাত্রের ভাই,

অপেক্ষিছে শাল তরুবরে।　মোরা দুটী
কর্ব্বুর বংশাবতংস, মহামাংসভোজী।
মাংসল রুধিরাপ্লুত হেরি স্থূলকায়
তোদের, প্রেরিত আমি জাতব্যবসায় ;
স্বাদু নরমাংস গোটা ভক্ষয় আশায়।
গাঢ়রক্ত পিপাসার উচ্ছ্বাসে বিভোর ;
সহসা প্রগাঢ়তর শৃঙ্গার সুরার,
মাদক মদনানন্দে হয়েছি পাগল।
কামাঙ্গে পীড়িতা আমি।　কি হ'ল জানিনা ;
এ তৃষা কণ্ঠের তালু শুষ্ক ত করে না ;
মর্ম্মস্থল করে মরুভূমি।　বেসুরায়,
কি এক বেতাল রঙ্গ, করে অনঙ্গের
মৃদঙ্গ অবলা বক্ষে।　মূলে বিষলতা,
যোগে মঞ্জুরিল স্বর্ণলতিকা বিজনে।
হ'লেও রাক্ষসযোনী ; ভয় পেও নাক' ;
আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ কর তনু ; কামরূপা
হয়েছি মনোমোহিনী মায়াবী সুরূপা ;
বীরের মানসী প্রিয়া হতে অনুরূপা।
ভীম।　রে কালনাগিনী ! তোর অনার্য্যা কুরুচি,
আর্য্যে যে অনভিরুচি ; তাও কি শুন' নি ?
কল্পপূর্ব্বে তোর মত কে এক রাক্ষসী,
করিলে প্রেম-প্রস্তাব কাকুৎস্থ সমীপে ;

নটীর উদ্দাম রঙ্গে, অধর পল্লবে
রঞ্জিয়া উৎসব শোভা, যৌবন তুফানে
তুলিয়া অপাঙ্গ ফেনা, নখক্ষত কুচে
বিকচি বৈজয়ন্তিকা, রক্ত ললাটিকা
মদন মন্দির চূড়ে ; আতিথ্য কি পেলে ?
নিতান্ত ঘৃণিত ব্যঙ্গে নাসিকা ছেদন,
পাইল চৌরসৎকারে অসভ্য ধর্ষণ।
এসেছ পুনশ্চ সেই স্থবতরঙ্গিনী,
কুটিল কল্লোলময়ী ? রাক্ষসী রতিব
ভীম উপাসক নয় ওরে নিশাচরী।

হিড়ম্বা। আর্য্যপুত্র ! ব্যঙ্গ পরিহব। এ যাচিঞা
প্রার্থীর মরণ শিঙা। বক্র রসিকতা,
প্রত্যাখ্যাত জনে, শ্রুতি মধুর হয় না।
প্রাঞ্জল সরল সত্যে বল মন খুলে ;
তুমি মোর হবে কিনা পিয়া যৌবনের ?
যথা সে মধুপ অলি চূত মুকুলেব।
স্বভাবে রাক্ষসী বটে ; সোহাগে করালী
হয়েছে পরেশ স্পর্শে কোমলাঙ্গী প্যাবী।
ঠেল'না শরণাগতে। প্রেমাভিসারিকা
হব না পতিঘাতিনী রতি অনাদায়ে।
দিলে গ্রাম্যধর্ম্মে অধিকার, দেখিবে এ

কণ্টকী মৃণাল দণ্ডে ফুটেছে কমল।
ভেব'না কপটাচারে প্রেম-পত্রিকায়,
লুকাই রক্তের নেশা? অন্তরের দাহে
ভস্মীভূত করিয়াছে হিংস্র মনোভাবে।
প্রেমের লক্ষণ রাগ; প্রতিহিংসা নয়;
এ ভাব স্বভাবসিদ্ধ পশুপক্ষী কীটে।
আমি সে মুগ্ধরাগিণী, প্রেম পসারিণী,
মোরে কেন এত ভয়? না চাও ফিরিব,
রব না চক্ষের শূল হ'য়ে দয়িতের।
অপরাধে দণ্ড দিও, বক্ষে তুলে লব;
কিন্তু অপাঙ্গের ঘৃণা-কটাক্ষ ক'রো না;
স'বে না কোমল প্রাণে, বৃশ্চিক বেদনা।
হ'লেও অনার্য্যারুচি, হোমের শিখায়
অগ্নিশুদ্ধা করে লও শিষ্যা সেবিকায়।
যাচিকা পদাবনতা মদন ভিক্ষায়,
তোমার ও রতিকান্ত রমণ সেবায়!
বারেক শৃঙ্গার-সুখ স্পর্শ নিধুবনে,
করিলে মদন ক্রীড়া মোর সহবাসে,
দেখিবে আনন্দ পাবে। প্রেম শঠতার,
পতিম্বরা কোথা প্রতারিকা? সূর্পনখা
কুলভ্রষ্টা ছিল লক্ষহীরা; তার ভোগ
উচ্ছৃঙ্খল বয়সের রোগ; প্রতিকূল

দাম্পত্য ঋতুর। ক্ষণ উত্তেজনা বশে,
চাহিল সে বারমুখ্যা জারানুগমন ;
ছিল না প্রণয়াশক্তি, হল দর-কসা :
পেলে না যাচিঞামাত্র চটে গেল নেশা।
এ অভাগী নান্যপূর্ব্বা করেছে অর্পণ,
অক্ষত যৌবন মনঃ নারীত্বাভিমান,
তোমার সেবানুগ্রহে । আত্মনিবেদিতা
ভুলেছে স্বভাবসিদ্ধ রক্তলোলুপতা।
উপেক্ষা ক'রো না মোরে ; সুভাবে না চাও,
ছুটিবেনা রক্ষবালা নরের পশ্চাতে,
কামাগ্নির আহবণে রমণ ইন্ধন।
চাহিতেছি বারেকের সঙ্গ সুকুমার,
এখন না দাও, দিও পরে একবার ;
ভরা অবেলায় সাধ্বী রবে অপেক্ষায়।

ভীম। আমর কামবৃশ্চিকা! স্ত্রীযোনির এত
উৎকট পুরুষাশক্তি দেখিনা কোথায় ?
লোকে যে কথায় বলে, স্ত্রীলোকের কাম
অষ্টগুণ পুরুষের ; বুঝি তা এখন।
লোল চক্ষু কামে ঢল ঢল ; উপেক্ষার
ক্ষোভে অঙ্গ কাঁপে থর থর ; নিরাশায়
ক্লান্ত মুখ ঘামে ঝর ঝর ; কিন্তু হায়
খাদ্য খাদকের যৌন-সম্বন্ধ কি হয় ?

হিড়ম্বা। ব্রাহ্ম দৈব প্রাজাপত্য কৌলিণ্য দ্বিজের;
ক্ষত্রিয়ে গান্ধর্ব্ব যৌন-সম্বন্ধ শ্লাঘ্যের ;
হোক অসবর্ণা কিম্বা সবর্ণা মিথুনে।
অভাবে রাক্ষস গ্রন্থি সুব্যবহারিক ;
আসুর পৈশাচ পাপ সম্বন্ধ লৌকিক।
এ ধর্ম্মশাস্ত্রিয় উক্তি বিধিবক্তাদের।
তুমি ক্ষত্রযুবা ; তোমার মানসী প্রিয়া,
হ'য়া চাই সুমধ্যমা বীরা, স্বয়ম্বরা
হয় যে পৌরুষে। আমি কর্ব্বুর অনুঢ়া,
নিয়োগে অপাত্রী নই ক্ষাত্র তরুণের।
জাতিগর্ব্বে, কলাবিত্তাশীলে মান্তবরা,
আমারে উদ্ধার করি, বরি ধর্ম্মদারা,
লৌকিক প্রসিদ্ধি লভ'। দেখিবে জঙ্গলী
সভ্যের সৎসঙ্গ গুণে হবে মানময়ী ;
মৃন্ময়ী পরেশ স্পর্শে হবে স্বর্ণময়ী।
বিশাল উরসে কেন এত ধর্ম্মভয় ?
ধর্ম্মত তুঙ্কুল জাত রত্নে না ফিরায়।
ধর্ম্ম ও প্রেমের অঙ্গ, জরা ও যৌবন,
জীবের বয়স ক্রমে হয় শোভনীয়।
প্রেমের প্রগতি অগ্র পশ্চাত ভাবিয়া
বাঁধে কি দাম্পত্য ডোর ? ভবিষ্যে অন্ধ সে।
তারুণ্যে অমার্জ্জনীয় শৃঙ্গারবিরতি।

জাতি যোগ্যতায়, পুনঃ বিধি বিশ্লেষণে,
পাত্রী নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে নিতান্ত দুরূহ।
এত গণ্ডী বেড়াজালে মেলে কি প্রিয়ায় ?
পারে যে সম্ভোগ দিতে যৌবন হিয়ায়।
লহ অর্ঘ্য, অধৈর্য্যার প্রণয় আরতি ;
সায়াহ্ন কালোপযোগী রাক্ষসী পিরীতি।

ভীম। আরে মল ; কি বিভ্রাট ঘটায় দুর্ম্মুখী ?
ধর্ম্মে বলে প্রার্থিতার অনিবার্য্যা রতি ;
ইচ্ছা হয় সঙ্গ করি, লোকাচারে ডরি।
হেন সাহসিকা বামলোচনা ভূতলে,
দেখি না যে রঙ্গরসে ছলে ভীমসেনে ;
যদি না প্রেমের নেশা রঞ্জে আঁখি কোণে।
স্থিরোভব, জাগরিত হইলে নিদ্রিত,
পুরাব বাসনা তোর ; ব্যস্ত হও নাক।
অবে ! মেঘবর্ণ ধূম্রাক্ষ কে আসে ? রোষে
যেন অগ্নি-গর্ভ মূর্ত্ত নীলাচল। হুঙ্কারের
প্রতিশব্দ হাকে যেন বৈশাখী মেঘের।
প্রতি পদক্ষেপে ওর মহীরুহ দোলে ;
ভূকম্পে বিটপীলতা থর থর কাঁপে।

হিড়ম্বা। ওই বৈমাত্রেয় ভাই, জন্ম অভিশাপ ;
সদ্ধর্ম্মে কণ্টক, স্ফূর্ত্ত জীবনে বিষাদ।
উহার জীবিতকালে নই নিরাপদ।

ভগ্নীর কামাঙ্গ চায় ; বধিয়া উহায়
উদ্ধার পতি দেবতা প্রেম পীড়িতায়।

ভীম। অন্ত্যজ অস্পৃশ্য তোরা জাতিত্বে পতিত ;
সেহেতু অনার্য্য বাচ্য। ও পাপ লিপ্সার
রোধিব বিষাক্ত শ্বাস। কিন্তু যে তুহার,
বিবেক অম্লান রবে কি প্রমাণ তার ?

হিড়ম্বা। তু বড় সঙ্কীর্ণমনা। স্ত্রৈণ চপলতা
কি যে তাই বৈরাগী জাননা। সতীত্বের
নিষ্ঠাবতী সর্ব্বান্তঃকরণে, প্রণয়িনী
চির বিশ্বাসিনী। সে বিশ্বাস হননের
কলঙ্ক কালিমা মুখে নাই প্রেমিকার।
দাসী সে প্রেমিকা-শ্রেণীভুক্তা সাহসিকা ;
নির্ব্বীর্য্যা কামুকা নয়। উপেক্ষিতা হ'লে
হতাম আত্মহা ; নাহি দূষিতাম কারে।
যাও যুদ্ধে বীর ! তোমার বিজয় বরে
তুলিতে বরণ ক'রে রহিলাম ঘরে।
দিব স্পর্শসুখামেজ ক্লান্তি হরণের ;
রঞ্জিব অধর পাত্রে সুরা চুম্বনের ;
ক্ষুদ্র অবিশ্বাস কণা মনের কিনারে,
রেখ না জঞ্জাল ভরে। ভেবো মনপ্রাণে,
তোমার সহধর্ম্মিনী রহিল তোরণে।

ভীম। যাই তবে, বিশ্বাসিনী থেকো কায়মনে ;
দস্যু নিকটস্থ হলে, জাগাবে নিদ্রিতে।

ভীমের হুঙ্কার করণ ও প্রস্থান
ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কে তুমি মা শ্যামাঙ্গী, দুয়ারে? নিদ্রাকালে
রক্ষয়িত্রী কালী লঙ্কাধামে? ঘোররূপা
লোহিতাক্ষী ভীমা। ভীমের বিশ্বাসনীযা,
হয়েছ কি বাগ্‌দত্তা কালবরাভয়া ?

হিড়ম্বা। দেবর! বক্ষজা আমি; বংশগতা ভীমে ;
হে প্রিয়-দর্শন! ভীমা পড়েছে বন্ধনে,
মারুতীর প্রথম দর্শনে। বুদ্ধিহীনা,
মদনের বাণ বিদ্ধা হ'য়ে, বাঙ্মনসে
করেছি আত্মোত্‌সর্গ ক্ষাত্র বরাবরে।
হলেও স্বভাব ত্যাগ অসাধ্য বন্যের ;
প্রেমের কুহক মন্ত্রে কত ঘটনা কি
ঘটে না অভূতপুর্ব্ব? সদ্‌বংশজার
স্নেহাভিনন্দন চির আরাধ্য আমার।
স্ত্রীজন সুলভ দোষ দুষ্টা অবলার,
চাপল্য ক্ষমার্হ হোক দাক্ষিণ্যে যুবার।
গেছেন বলীন্দ্র ভীম দলিতে ভীমার
বৈমাত্রেয় ভায়ে, বধ্য পাপ লালসায়।

অর্জ্জুন।　নারী ধর্ম্ম প্রগতির যুগান্তরে আজ,
যথাত্ম বিবৃতি পত্র, স্বচ্ছ সারল্যের
দেখায় স্ফটিক জ্যোৎস্না-লাবণ্য চিত্তের।
বহ ভদ্রে পতিবাসে। শিকারলব্ধ এ
আরণ্যক কুক্কুটের মৃগবরাহের,
সুপক্ক পিষ্টক শূল্য কর ক্ষত্রিয়ের;
সুস্বাদ রসাল রাখ' ফলাহারীদের,
ফলমূল মধ্বাসব; উচ্ছিষ্ট না ক'রে।
অষ্টপ্রহর অভুক্ত মোরা। ওই বনে
দাবানল জ্বলিল ঘর্ষণে। মায়াবীর
চতুষ্পদ সঞ্চালনে, রণ আস্ফালনে,
ভক্ষম পুরুষসিংহে সন্ত্রাসিত করে;
ক্ষাত্র বীর্য্যে অধৈর্য্য না করে? না না ওই
নিপাতিল মুষ্ট্যাঘাতে দুষ্টে মহাবীর।
ও রাক্ষসী মায়াবিদ্যা বিশারদ ক্রূর,
হলেও সম্পর্কে ভাই; হন্তব্য মোদের।
ওই যে বনানী কাঁপে ঘন ঝঞ্ঝাবাতে;
হ'তেছে তুমুল রণ। জয়োল্লাস করি,
দলিছে অনার্য্যে আর্য্য; দাও করতালি।
হিড়ম্বা।　কি অর্ঘ্য মঙ্গল ঘটে, লাজ চন্দনের,
বিছাব বিজয় পন্থা? আসে রণ বীর,
মোর প্রেম পুরী করিতে উজ্জ্বল। দিব

আলিঙ্গনে গাঢ় অভিনন্দন জয়ের ;
করাব চুম্বন স্নান অধর পল্লবে।
আজি মোর বাসর মাদল ; মহোৎসবে
হব মত্তে ঢুলু ঢুলু, মুগ্ধা হাবভাবে ;
পার্ব্বণে দুকুল বাসা, প্রেমে লালে লাল।
স্নেহের বালাই লয়ে, সিঁথির কণ্টক
টুটিল কুগ্রহ মোর ; হল সুপ্রভাত।
গত জীবনের আর গীতি অনস্থরা,
দিবনা হৃদয় তারে বাজিতে বেতালা।
মঞ্জুল সুর সঙ্গতে হ'য়ে আত্মহারা,
মুছিব মনের গ্লানি ; স্মতিব বেদনা।
ভুলিব দূষিত জ্ঞাতিরক্তের ঝঞ্ঝণা।

অর্জ্জুন। নিন্দ কেন রক্ষবরে, বীরা রক্ষ-বালে ?
এতক্ষণ যুঝে যে ভীমের সাথে, আছে
তার রণ শিল্পে দীর্ঘ নিপুণতা। ভীম
পবন ঔরস জাত, বলী অন্যতম ;
কে আটিতে পারে ওরে বিরূপাক্ষ বিনা।
ওই যে গদার বজ্রকঠোর আঘাতে,
গতায়ুঃ হইল রক্ষ করি আর্ত্তনাদ্।

( নেপথ্যে কোলাহল ধ্বনি ও সকলের গাত্রোত্থান্ )

কুন্তী। কে তোরা দাঁড়ায়ে দুটী ? বিকট হুঙ্কার
করিল কে নাতি দূরে ? ভীম কোথা মোর ?

অর্জ্জুন। তোর ভাম, আসে মা সৌমিত্রী বলী, বধি
ইন্দ্রজিত্ মেঘনাদ সম রক্ষবরে।
পার্শ্বে মোর স্ত্রীরত্ন মাধুরী, বনশ্রীর
স্বচ্ছ প্রতিকৃতি ; কুলে, শীলে, দাক্ষিণ্যের
দ্বিতীযা সরমা। আসে মা সন্তান তোর,
স্ববলে বিনাশি এক হিড়ম্ব রাক্ষসে ;
এ বরবর্ণিনী যার উজ্জ্বলা ভগিনী।
কটাক্ষ নয়ন বাণে, হানি সম্মোহিনী,
পাষাণ অন্তর ভেদি, কাঠিন্যে ভীমের
করিল যে দ্রবময়ী ; দৈবায়ত্ত দোষে
হলেও সে বন্য স্বভাবের, অভ্যর্থিতা
হোক পাণ্ডব শুদ্ধান্তঃপুরে। পরভৃতা
ওই, বাদল সন্ধ্যায়, ছিন্ন নীড় হতে,
মধুশ্রাবী কুহু স্বরে, পুলক সঞ্চারে ;
লও মা পিঞ্জরে পুরে। এ রক্ষ ভামিনী
একটা রাক্ষস ঠাট যোগাবে পাণ্ডবে :
যা হতে ভীমের নান্য প্রিয়তর ভবে।

( ভীমের প্রবেশ )

কুন্তী। রহ মা স্বামীর ঘরে ; একি ওরে ভীম ?

ভীম। পদধূলি দে মা ক্ষত মহৌষধি মাথে ;
প্রাণে বাঁচিয়াছি শুধু আশীর্ব্বাদ বলে।

কুন্তী। কে বন্য বরাহ তোর বিদারি স্নুতনু,
ক্ষতবিক্ষত করেছে? রুধির প্লাবিত,
নিষ্প্রভ বিবর্ণ কেন দেহ মহীরুহ?
আঁখিযুগে কেন রক্তরাগ? কম্পমান
কেনরে লৌহের বপু? দংষ্ট্রায়ুধে কার,
শতধা বিদীর্ণ হ'লি হিরণ্যকশিপু?

অর্জ্জুন। হে মধ্যম! একি রক্তমোক্ষণ দারুণ?
কেননা আহ্বান দিলে; একা শক্তিশেলে
কেন বক্ষ পেতে দিলে? রঘু ভ্রাতৃদ্বয়
যাহে চৈতন্য হারাল, সে তিরস্করণী
বিদ্যা কেমনে রোধিলে? ভয় পেয়েছিলে,
হয়ত বা স্বর্ণ মৃগ আহ্বানে আবার,
বাজিবে পাণ্ডব বুকে শূন্য হাহাকার
করিয়া সকল পণ্ড। বিশল্যকরণী
ছিল যে তূণীরে মোর সমন্ত্র ঔষধি।

ভীম। ভাই! শিশুপাঠ্যে বাল্মিকীর রামায়ণে
পড়িতাম, মেঘনাদ সৌমিত্রী সম্বাদ,
ঔপন্যাসিক স্নুরসে। দেখেছি গল্পের,
প্রজাপতি প্রপৌত্র রাবণি, ধনুর্দ্ধারী,
রামানুজে, তলাঘাতে ভূতলে পাতিল;
নিকুম্ভিলা আয়ুঃ যজ্ঞবাটে। সে অনুজ
বিষ্ণু অবতার; সে লক্ষণ ত্রয়োদশ

বর্ষোপরি ছিল নক্তাহারে ; নারীত্বের
সে গৌরাঙ্গ অঙ্গ না হেবিল। ভ্রাতৃত্বেব
আদর্শ যুগাবতার, বীর্য্যের প্রতিভূ
পাতিত হইল ভূমে, যথা মৃগশিশু
কেশরী নখরাঘাতে। অন্ধ সে কুহেলী
পর্য্যবসিত বাস্তবে। পশেছিনু রণে
জঘন্য নরখাদকে, অকিঞ্চণ জ্ঞানে,
বধিতে বন্যমানবে অবলীলাক্রমে,
একাকী যদৃচ্ছাক্রমে রণরঙ্গভূমে।
বুঝি নাই, আখ্যায়িকা কথিত নায়ক,
কি মাহাত্ম্যে বিষ্ণু অবতার ; কাব্যযাগে
হোতা কেন দস্যু প্রাচেতস? এসেছিল
কেন সে চতুরানন, দিতে পূর্ব্বাভাষ ;
আদ্য কাব্যাঙ্কণে ওই রক্ষ বিজেতার?
ও পৌরুষ মনুষ্যে অভাবনীয়। নরে
শক্তি নাই রাক্ষসের বিক্রম দলনে।
যে উদার চরিতের অঙ্কণে লেখনী,
লভিল বিশ্ব ভারতী বাল্মিকী পদবী ;
সে বংশ-প্রদীপ আজো ভীম বক্ষে ভীতি।
এত বল রক্ষ ভুজে রয়? এ প্রাকৃত
বলৈশ্বর্য্য দেখি নাই কোথা। যুদ্ধ দেছি
বাল ভুজে অজগর সনে ; নাগ পুরে

সহিয়াছি কালের দংশনে। কিন্তু অরে!
হেরিনু যা অস্বপ্নের আতঙ্ক বন্যের:
আমরণ থাকিবে স্মরণে।

যুধিষ্ঠির। তবে ভাই!
ও রক্ষ বলের চাই পৃষ্ঠপোষকতা।
অদূরে সমরানল জ্বলে ধিকি ধিকি;
নিশ্বাসে প্রলয় শ্বাস। পাণ্ডব ব্যূহের
পুরোভাগ রক্ষে যদি রাক্ষস কটক;
অভেদ্য হবে সে অরাতির। ভীমার্জ্জুন
মথিবে বিপক্ষ দলে, যথা মত্তকরী
নিবিড় কদলী বনে। অতি অল্পায়াসে
হবে করতলগতা ভ্রষ্টা শ্রী মোদের।

ভীম। ছিল যে বিগত প্রাণ; কর্ব্বুরপুঞ্জের
অস্তমিত জ্যোতিষ্ক উজ্জ্বল। মুষ্টিমেয়
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খদ্যোতে; সখ্য ছায়ে
আত্মীয় মৈত্রবন্ধনে ভিড়ান দুষ্কর।
যূথভ্রষ্টা রয় ও হেরটা; কোন ক্রমে
উহারে তালিকাভুক্তা করিলে বান্ধবী;
মিলিবে রাক্ষস মৈত্রী। করিণী প্রয়োগে
যথা, ধরে বন্যগজে; উহার নিয়োগে
হয়ত অনেক রক্ষ দলভুক্ত হবে।

অর্জ্জুন। কাহারে বলেন হেয় ? দৈহিক গঠনে
সর্ব্বত্র মানসী বৃত্তি হয় কি সূচিত ?
অতি বড় অহল্যা যে, সে ব্যভিচারিণী ;
ভীমাকৃতি সরমার বৈষ্ণবী প্রকৃতি।
ও রক্ষ বল্কলে আমি হেরি সেইরূপ,
ভস্ম আচ্ছাদনে যথা বহ্নি হুতভুজ ;
আরণ্যক আভিজাত্যে বাগ্মী স্বরূপ।

ভীম। অবশ্য বিশ্বাস ভঙ্গ আশঙ্কা উহাতে,
হয়ত মোটেই নাই। বন্য স্বভাবের
উঠিবে যে গণ্ডগোল এটা সুনিশ্চয়।

যুধিষ্ঠির। নারী সৈন্য ব্যূহমুখে পাণ্ডব বলের,
হেরিলে কুমার ভীষ্ম ; উপহাস্য রোষে
অবজ্ঞা নচ্ছার জ্ঞানে ত্যাজিবেন ধনু।
ভর্ৎসিবে অপরিমেয়, অপযশ গাথা,
কটূক্তি পৌত্রের প্রতি, মর্ম্মঘাতী ভাষা।
সে শ্লেষ দংশন হ'তে মৃত্যুবাণ শ্রেয়।
রক্ষজার পাণিগ্রাহী হ'য়ে, রক্ষবলে
স্থাপিয়া ক্ষাত্রেয় ওজঃ, গড় অরিন্দম
প্রবল নবরাক্ষসে। ব্রহ্ম ওজঃ বলে,
যেমন নিকষা দিল জনম কর্ব্বূরে,—
ত্রিভুবন কাঁপিল যে ডরে ; বত্র বেদী
টলিল বিশ্বের ; দেবতার যজ্ঞভাগ

রাক্ষসের উপভোগ্য করিল যে ভবে :
তথা ও ভীমার ক্রোড়ে তোল বজ্রনাদ ;
যে শব্দে কৌরব গর্ব্ব হয় ভূমিস্মাৎ।

অর্জ্জুন। আমি ও মতাবলম্বী। আপনি দীপ্তার
স্থযোগ্য শয্যাধিকারী ; কুরুঅন্তঃপুরে
জনৈকা মহিলা থাক কর্ব্বুর কূলের,
মিশাতে আরণ্য বীর্য্য আর্য্য তেজ বলে।

কুন্তী। আমারো পছন্দ তাই। রাক্ষস বিধানে
বৈধ যা মিথুন লগ্নে ; সে পদ্ধতিক্রমে
গান্ধর্ব্বে দম্পতী হও। এই ক দিবস
অরণ্যে সংসার পাতি যাপ মধুমাস ;
যাবৎ না হৃত রাজ্যে লভ স্বাধিকার।
পথের আপদ ধর্ম্ম পালিবে ভারত ;
আসে ও পরিব্রাজক কেবা বৈখানস ?

( স্নাতক দণ্ডী নারদের প্রবেশ )

সকলে। স্বাগতঃ ব্রহ্মণ্যদেব ! নমি পূজ্যপাদ !
বিপন্নে আশ্বস্ত করি, দেখান স্থপথ।

নারদ। নির্ব্বিঘ্নে সালোক্য লাভ কর স্বস্তিকে।
ওরে পান্থ ! আমি আরণ্যক ! দস্যুভয়ে
শুষ্ক পত্রে আচ্ছাদিত হ'য়ে, তপস্যায়
আছি বাহ্যজ্ঞানশূন্য বহুবর্ষাবধি।

নির্ভয়ের স্বস্তিশ্বাস বহিতে শিরায় ;
যোগভঙ্গে চেয়ে দেখি ভক্ত প্রেমিকের,
বিশুদ্ধ মলয়ানিলে আন্দোলিত বন।
ভাবোচ্ছ্বাসে ঠেলি চিরাচরিত অভ্যাসে,
এলাম আলোর পথে ; নরকণ্ঠালাপে
স্মরিনু ভবিতব্যতা ব্যাসোদিত ভবে।
বেদে বা তন্ত্রোক্তে যাহা অস্ফুট এখনো ;
যে সত্য সন্ধানে আজো যতীশ্বর কত,
তাপিছে কঠোর পঞ্চতপা অবিরত ;
সে দিব্য দর্শন পটু, যোগদৃষ্টিমান,
নিকষিতহেমপ্রভা সম জ্যোতিষ্মান,
সম্মুখে দেদীপ্যমান, হেরি তোমাদের
কাকপক্ষ, শ্যাম কান্তিধর। ও রূপক,
বিরহ লক্ষণাক্রান্ত বিশ্বপ্রেমিকের।
নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তকে দর্শন মানসে,
নব আলোকের বিম্বে হেরিতে নির্ম্মেঘে,
ভয়াতিক্রমণ করি এনু মুক্তালোকে,
পরিক্ষীতে প্রেমাজ্ঞানগাম্ভীর্য্য ভক্তের।
কে ওটী ছদ্মবেশিনী ? বহিরঙ্গে ত্রাস,
নিশ্বাসে মলয়বাস ? নয়ত কে’ কেটা ?
ভীম।　　ঠাকুর ! দাম্পত্য সার্ব্বজনীন আচারে,
চক্ষুরুন্মিলন যদি ঘটায় পাণ্ডব,

নব্যমত প্রচলনে ? সে শাস্ত্রীয় ত্রুটী
হবে তো ক্ষমার্হ রাজনৈতিক কারণে ?
যে নর রাক্ষস, খাদ্য খাদক পর্য্যায়,
পরিচিত জগজনে ; সে সার্থকপদী
প্রবাদে বিদলি, নর-রাক্ষসে বিবাহ,
ঘনিষ্ঠ প্রণয় সূত্রে, হবে ত সঙ্গত ?

অর্জ্জুন। এও তো নূতন নয়। রক্ষজা নিকষা,
ভজিল বিশ্রবা নামা প্রজাপতি সুতে,
যাহার ধনাধিপতি আত্মজ কুবের,
প্রসবিতে কর্ব্বুর গৌরবে। দৈত্যবালা
হল ইন্দ্রভার্য্যা মনোরমা ; অনার্য্যজা
ছিল আর্য্যা ঋষিপত্নী কত ; সূর্পণখা
জাতি যোগ্যতার গর্ব্বে ভজিল রাঘবে :
প্রত্যাখ্যানে জ্বালিল সমরানল, যাহে
ভস্মীভূত হল রক্ষকুল। প্রিয় সখী
অশোকে রাঘবশ্রীর চিত্তোপনোদনে
মনোতোষিণী সরমা। এ মৈত্রবন্ধনী
ক্ষত্রিয়ে সুখ্যাতিবহ, অভিনন্দনীয়।
ধনুর্ব্বেদ বিনা বশীকরণ রাক্ষসে,
কত যে বলবিত্তার সুপরিচায়ক ?
রামানুজ জেনেছে একদা। বৈবাহিকে
এ কুটুম্ব লাভ, ক্ষত্রে বল পুষ্টিকর,

বীর্য্যের সুনামবৃদ্ধি, আয়ুঃ যশস্কর ;
সাম্রাজ্য শক্তির মূলে নূতন শিকড়।
ভীম। তবে তাই হবে ; বিধি দিলে দণ্ডীবর।
নারদ। বধূ পরিচয় টীকা, সতীত্বের শিখা ;
জাতি বা কৌলিন্য নয়। উচ্চ জাতীয়তা
নারীত্বে স্বামীর দে'য়া। পতি প্রতিষ্ঠায়
মুছে জন্মমালিন্য জায়ার ; শাস্ত্রে তাই,
স্ত্রীরত্নে দুষ্কুল হ'তে বাধাপত্তি নাই ;
যথা মুক্তাচয়নেব। উপরন্তু উহা
স্বাস্থ্যকরা প্রশংসিত প্রথা। পঙ্কজিনী
নলিনী অর্ঘ্যেব শঙ্খে শোভে পুষ্পবাণী।
ববে নাচসঙ্গ দোষ কলত্র জড়িত,
সম্ভবে চরিত্রে যেথা, স্বামী ন্যূনতর।
গুণ বশ্যতায় যেথা স্বয়ম্বরা বধূ,
করে আত্ম নিবেদন স্বামী-দেবতায় ;
তাব সে কুজন্মলব্ধ মনোবৃত্তিচয়,
পরিশুদ্ধ হয়ে যায় সাধুসঙ্গতায়।
দাম্পত্য দীক্ষার দীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষায়,
যে চরিত্র অকলঙ্কী রয় ; সে সঙ্গের
দোসর ভাবে না প্রিয়া জন্মেছে কোথায়।
গৃহিণী অভিভাবিকা হয় সে সংসারে,
মাতৃত্বের পদমর্য্যাদায় : নারীত্বের

শুভ্র মহিমায়। সে সম্মান হ'তে,
কে তারে বঞ্চিতে পারে, সমাজ চলনে ?
পাণ্ডব প্রপিতামহী দেবী সত্যবতী,
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখ, তুস্কুলজাতার
পরিণয় ফলাফল উচ্চতম বরে।

যুধিষ্ঠির। এ বিবাহ অশাস্ত্রীয়, অবৈধ না হলে,
মন্ত্রপূত করুন যুগলে ; পূর্ণ হোক
মনোবাঞ্ছা ভীরু লাঞ্ছিতার।

নারদ। ধর্ম্মসুত !
যে কোন বিবাহে, ব্রাহ্ম প্রাজাপত্য হ'তে,
রাক্ষস আসুর যৌন সম্বন্ধ যা কিছু,
উদ্দেশ্য পুত্রোৎপত্তি, বিধেয় লৌকিক
গার্হস্থ জীবনে যৌনসম্বন্ধ নৈতিক।
সে সুখসংসর্গামোদে জন্ম আবিলতা,
কোথায় থিতিয়া পড়ে কে করে ঠিকানা ?
ক্ষত্রিয়ে গৌরববহ রাক্ষস বিবাহ ;
তন্নিম্নে গান্ধর্ব্ব গ্রন্থি, যদি সে তন্ত্রীর
প্রত্যঙ্গে সঙ্গীত তানে বাজে পুত্রবীন্।
উচ্চবর্ণজার পাণিগ্রহণ নিষেধ ;
প্রত্যক্ষ কুফল তার দেখাল যযাতি,
বর্ণোত্তমা দেবযানী পরিগ্রহ হ'তে।
মহাব্যাধি হল যক্ষাঘাত ; নিরাময়

হয় না ঔষধে। যথাক্রমে পুত্রদেহে
হল সংক্রামিত। যথা বয়োজ্যেষ্ঠা, তথা
গুরুবর্ণজার, কখন গ্রহণ যোগ্য
নহে কন্যাপাণি। পান্থ অগ্রসর হও!
মিলিবে অনতি দূরে একচক্র গড়।

যুধিষ্ঠির। মহাজন পথে, প্রত্যুদ্‌গমন সার্থক।
কিন্তু না বুঝিনু ঋষি! জ্যেষ্ঠতাজনিত,
পুরুষত্ব কার অধঃপতিত নিষ্প্রভ?

নারদ। উহা ত প্রথমাবধি, নিষিদ্ধ প্রাচীর;
কামীর অযোগ্যা, পরিপন্থী ভোগার্থীর।
বয়স্থাকামিনী-সঙ্গ সদৃশ ব্যাধির।
বার্ষ্ণেয়র অনন্তবীর্য্য হল সুরাপায়ী,
তুষিতে বয়োজ্যেষ্ঠার রতি অনাদায়ী।
চল পায়ে পায়ে মোরা অগ্রসর হই।

[ সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

---

# পঞ্চম সর্গ

## স্বয়ম্বরাভিযান পর্ব্ব

স্থান—পাঞ্চাল অন্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যান-বাটীকা

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

পাত্র—মাধবী, মল্লিকা ও মালতী সখীত্রয়
উপবিষ্টা ও দ্রৌপদীর প্রবেশ।

মাধবী। সই লো, স্ফটিক স্বচ্ছ স্নিগ্ধ সরসীর,
কেন রে প্রভাতি সদ্যঃস্ফুট-পদ্মিনীর,
পাণ্ডুর স্মিত কৌমুদী নাতি শোভাময়ী ?
প্রত্যুষে অবেলা ক্লান্তি কেন ও বয়ানে ?
রাত্র কি অশান্ত ঘুমে কেটেছে কিশোরী ?
কেন ও ব্রীড়াবনতা দৃষ্টি লুকোচুরি ?

দ্রৌপদী। সজনি ! সে যূথভ্রষ্টা কৃষ্ণসার শিশু,
যে মোর তত্ত্বাবধানে পর সঙ্গ ভীরু,
হল অবরোধে, বয়স্থা শৈশব হ'তে ;
সে আজ সলজ্জ আঁখি তরাসে দেখালে,
অচিনার কেন রে বিহ্বল ভাব ? স্থাথ,
সেই মাতৃহারা ক্ষীণা বৎসতরী, আজ
যে দুগ্ধদা গাভী ; কি এক অজানা লাজ,

দেখাইছে অনাত্মীয়তায় ! শুক শারী
আশৈশব সঙ্গী প্রমোদের, অনালাপে
কেন এ কৌতুক করে ? শিখী শাখামৃগ
সবাই অন্তর দুঃখে যেন ম্রিয়মান্ !
এত ভাববিপর্য্যয় কেন এ-প্রভাতে ?
কৌতূহল কোন্ নূতনের ? ওষ্ঠাধরে
নাই তো লাগিয়া স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের,
নিশিথ চুম্বন-রাগ-রঞ্জিত শ্রীলেখা ?
সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু শোভা ললাটিকা ?
গত যামে সুস্বপ্নের অমিয় পরশে,
কোথা যেন গিয়াছিনু ভেসে ! পদ্মবনে
যেন কোন অমৃতোৎভবের সংস্করণ
স্কন্দকুমারের, আসি কপিধ্বজ রথে,
ধ্যানক্লিষ্টা যেন মোর ক্ষীণ কটীতটে
বেড়ি বাহুডোরে, উঠি শূন্য বায়ুলোকে,
লয়ে গেল অপরূপ দেশে। সেথা ওই
মৃগাঙ্গনা শুক শারী শারিকা শিখিনী,
পূর্ব্ব হতে পাতি কুঞ্জবাটী, শুভরাতে
উলুধ্বনি সহকারে, সখী-সম্ভাষণে,
অভ্যর্থিল যেন মোরে ননদিনী বেশে।
করপদ্মে আবরি কাঁচলি, নিতম্বের
বেড়া পুষ্প ডালি, একটি চুম্বনে যেন,

ক'বে নিল মোরে তার জীবনসঙ্গিনী।
লাজতন্দ্রাজড়িত নয়নে, নিরখিলে
মুখপানে, দেখিলাম স্মৃতিবিজড়িত ;
সে যেন কে পূর্ব্ব পরিচিত ? সুনিবিড়
অধর চুম্বনে, প্রমাথী মর্দ্দন স্মরে
কুচস্তবকের, শিহরিলে পুষ্পবতী
তনু ; ভাবাবেশে ভেঙে গেল ঘুম। ওহো
প্রভাত না হ'তে দেখি, স্নেহাতুর তাত
সশরীরে দ্বারে সমাগত। শুনাইতে,
বৈবাহিক গুহ্য অভিযানে। মূঢ আঁখি
আলু থালু শিথিল কবরী, নতমুখী
নিতে পদধূলি ; মৃদু হাস্যে শুনালেন
স্বয়ম্বরা ব্যবস্থার ভবিতব্য লিপি।

মল্লিকা। ওমা ! তাই কি লো এত অন্যমনা ? আঁখি
যুগ্ম কোকনদে, ভ্রমর ভ্রমরা দুটী
স্নিগ্ধ নীল তারা, উছল অমৃত হ্রদে
পান মাতোয়ারা। তাই নির্নিমেষ চোখে
উদাস বিলোল দৃষ্টি ছুটে শূন্যলোকে।
যেন কার গোপন সন্ধানী ? যেন কোন
অন্তর্দ্দৃষ্ট স্বপ্ন পুরুষের, মানভরে
লজ্জা ঢুলু ঢুলু। বিরহিণী শুষ্কাধরে
ম্লান মৃদুহাসি, নিবিড় জলদজালে
ছলকে বিজলী। কুরঙ্গ-চঞ্চলা ওই

কৃশাঙ্গমালিকা, বয়স-তরঙ্গে কাঁপে
বেতসী লতিকা ; প্রথম পুরুষ স্পর্শে
মুগ্ধা সাবালিকা। প্রজাপতি আশেপাশে
ওড়ে দলে দলে। এল কে স্বপন-দূতী
প্রেম-পত্র লয়ে নাগরের ? অসময়ে
ফুটাল কৈশব ঊষা যৌবন প্রভাতে।
প্রভাতী মলয়গন্ধা সুখসেব্যানিলে,
কবে উন্মেষিত অবগুণ্ঠিতা মুকুলে।
বসন্তের অগ্রদূত কোকিল কোয়েলা,
দিল শারদীয় প্রাতে মধু পরোয়ানা।
নিবিড় নিতম্ব দোলে। নিশার প্রভাতে,
একি অলক্ষণা সব সুলক্ষণে ঘটে ?

মালতী। সখি। তোর পোড়ামুখ বড় রসকটু।
কেউ কোথা আনমনা হ'লে কোনমতে ;
তোর যেন রঙ্গরসে বান ডেকে বসে।
ভাষায় উথলে যত চটুলা কুরুচি ,
হোক সে ভাবের ঘরে নৈতিক ডাকাতি ?
হয়েছে ক্ষণেক প্যারী আপন বিভোরা ;
অমনি হেরিলি তাহে যত আহামরি,
বয়সের অশান্ত খেয়ালী ? তোর চোখে
অসুন্দরা যত সব স্ত্রৈণ চপলতা,
যৌবনের টপ্পা রসকলি। আজ প্রাতে

মহারাজ রাজকুমারীর, মানসিক
মধুচক্রে করেছে পীড়ন ; তাই সখী
উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগত প্রাণ। মর্ম্মান্তিক
শ্লেষমুখী বাণ, অস্থিরার মলয়জ
হয় কি সন্তাপে ? ভাবিয়া বলিস কথা।

মাধবী। কথা ভাবিবার বটে। পাঞ্চালী অনূঢ়া,
জন্মে অযোনিজা যিনি, নব্যা সাবালিকা,
প্রমোদে উদারপন্থী, প্রসাধনে শিখী ;
তারুণ্যে ষোড়শী, রূপে পৌর্ণমাসী শশী,
কামকলাবতী, রতিবিদ্যায় বিদুষী ;
স্বপ্নে পাণিপীড়নের মনসিজ তাপে,
অবৈধ প্রেমানুরাগে উৎকণ্ঠিতা বটে।
মাভৈ ! মহারাজপুত্রি ! আমি ধরে দিব
তোমার মানস-হংসে ও রূপের ফাঁদে।
মোর কাছে গুটীকত বশীকরণের
আছে চোখা চোখা বাণ ; যে কোন সন্ধানে
শিবের বৈরাগ্য ভাঙে। বারেক শুনালো,
অনাঘ্রাত মনোপুষ্পে কে কুসুমাকর,
গাঁথিছে মিলন সূত্রে প্রেমগুঞ্জ হার ?
কে কাম দেবতা ওই রতি মন্দিরের,
আজ দেবত্বাভিমানী ? আমি মন্ত্র জানি।
বশীমন্ত্রোচ্চারণ প্রাক্কালে, দেখ সই !

রেখা-চিত্র ছায়াপটে কার প্রতিকৃতি ?
এ ছবি কল্পিতা নয় ; মানসী প্রতিভা
নহে কাব্য ললিতার। জীব-জগতের
একটা চলত্‌চিত্র মনুজবর্ণের।
এ রঙ ফলে না শুদ্ধ ভাব-তুলিকায় ;
কঠোর বাস্তব লয়ে করে তেজারতি।
সজীব জগতে এঁর নিত্য গতিবিধি।
বল দেখি কেবা উনি ; কোন কুলনিধি ?

মল্লিকা। আহা মরি ; কার প্রতিকৃতি ? কোথা যেন
দেখেছি উহার তেজোব্যঞ্জক স্বাকার ;
স্মরণে অস্পষ্ট আজ। যেন পড়ে মনে,
কুরুপাঞ্চালের গত সমর প্রাঙ্গণে।

দ্রৌপদী। চিত্রাঙ্কিত সুপুরুষ, জেতা পাঞ্চালের ;
কিন্তু তার প্রতিচ্ছবি তুমি কোথা পেলে ?

মাধবী। যেথায় পাইনা কেন ; এনেছি কৌশলে ;
আদর্শ পুরুষকার দেখাতে পাঞ্চালে।
আজানুলম্বিত বাহু, করীশুণ্ড গুরু ;
উন্নত বিশালোরস্ক, সুবঙ্কিম ভুরু ;
অধরে মধুর হাস্যে রঙিল উচ্ছ্বাস ;
নয়নে বিদ্যুত্‌দামে চকিত বিন্যাস।
বীরত্বব্যঞ্জক কত নাতিদীর্ঘ ঠাট্‌ ;
নবীন বয়সে কিবা পৌরুষ বিরাট।

অথচ সুন্দব কত শ্য'ম সুকোমল ;
কিবা নাবী মনোহাবী কান্তি সুবিমল।
মদনলাঞ্ছিত তনু, বমণ তৎপব ;
কঠিন কোমলে কিবা ব্যক্ত মনোহব ?
এ বিশ্বশিল্পীব লিপি , অধমর্ণা হয়ে,
আনিয়াছি চমকিতে তরুণী মণ্ডলে।

মালতী। সে কিরূপ ?

মাধবী। আছে এক গুণী চিত্রকব .
পলকে ফলাতে জগৎ প্রপঞ্চে তৎপব।
অস্ফুটের ভাবগ্রাহী, শিল্পী অজানাব,
নিত্য নব বৈচিত্র্যেব আঁকে সে সংসাব।
তাঁব কাছে যাচিলে চিত্রিকা, বীবছবি
ভাবতে স্বনামধন্য পুরুষসিংহেব ;
মৃদুহাস্যে হস্তান্তব কবি, কহিলেন—
"এ পুরুষ বত্নে কহিনুব ; বীর্য্য-বলে
শক্রাধিক বলী , স্মবোপম নিধুবনে
বমণী মোহন। এ মোব সখাব স্মৃতি,
বেখ' সাবধানে। এনেছি সে আকর্ষণী
নাবী চক্ষে দিতে বিজ্ঞাপন। এই সেই
তরুণ সুন্দব, চিব সুন্দবেব সাথী ,
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দ্বাপবেব। দেব সেনা
কার্ত্তিকেয় সম সুশ্রী, তরুণ সম্রাট।

দেখ সখী অবাবিত চোখে : মনকথা
কব' এব পবে।

দ্রৌপদী। এযে অভিন্ন বাস্তব !
স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষেব। প্রত্যক্ষ জগতে,
প্রতিবিম্ব থাকে কি স্বপ্নের ? এ চিত্রেব
আছে কি জীবন্ত সৌসাদৃশ্য ভূভাবতে ?

মাধবী। যদি থাকে তবে তোব মনোনীত বব,
দিবি স্বয়ম্বরে ওব গলে পুষ্পহাব ?

দ্রৌপদী। যদিও দেবতা পূজা লন অধীনাব ;
স্বপ্ন কুজ্ঝটিকা ভেদি।

মাধবী। সশবীরে, ধনী !
হ'বেন উদীযমান ফোটাতে নলিনী ;
উন্মোচি অজ্ঞাতবাস ক্ষাত্র দিনমণি।
অচিবে বিপুল বিশ্ব, হবে নতজানু
সভযে ও পদতলে ; সব্যসাচী উনি
দ্বাপবে স্বনামধন্য।

দ্রৌপদী। হ'লেও সজনী,
ও বব কনেব ভাগ্যে জোটাই দুষ্কর ;
তাই অন্যমনস্কাব এত আড়ম্বব।

মাধবী। কেন লো বাজনন্দিনী ? ও মনোবঞ্জনে
আমিই জোগান দিব। লক্ষ্যভেদ পণে,
স্বয়ম্বরা ব্রতধাবিণীর, মনোভাব

বিকাশ সবাকচিত্রে। চারণের মুখে
দিয়ে পক্ষীলিপি, সভ্যসমাজে পাঠাও ;
বীরকেন্দ্রে পত্রিকা বিলাও ; আর্য্যানারী
বীর্য্যশুল্কা স্বয়ম্বরা হইবে পাঞ্চালী ;
সে বীরভর্ত্তায়, যার অমোঘ সন্ধানে,
আকাশে দোলায়মান লক্ষ্যভেদ হবে ;
ভারত ললাটে জ্বালি বিজয় বর্ত্তিকা।

দ্রৌপদী। এ বিধির্বক্তাটা কেবা বল বিদেশিনী ?

মাধবী। বিধির্বক্তা বিধাতা সে বিশ্বের ঘটক ;
আমি তার পড়া পাখী ; নিমিত্তের দায়ী।
নাটিকার কুশীলব চরিত্রে চারণী।
আনিয়াছি আগমনী লিপি নাগরের,
স্বপ্নপুরী চন্দ্রলোক হ'তে।

দ্রৌপদী। বিনিময়ে,
হয় ত' হীরককণ্ঠি হ'তো পুরস্কার ;
যদি না প্রত্যক্ষদর্শী সাধিত বিষাদ,
জতুগৃহ দাহবার্ত্তা দানি অকস্মাত্।
বলে সে ভদ্রানুচর, রাহুগ্রহ জ্ঞাতি
করিয়াছে পূর্ণগ্রাস চারু চন্দ্রভূতি ;
বিশ্বের নিদ্রাবকাশে। মরণের দেশে,
গেলে কেহ ফেরে কি স্বদেশে ? নচিকেতা
কত কথা পারত্রিক বলে ; কিন্তু কারে

ফিরায়েছে পুনঃ জীবলোকে ?  মৃত্যুছায়া
একবার পরশিলে তনু,  ধন্বন্তরি
হয় পরাঙ্মুখ।  বয়সের শিহরণে,
মনে হ'লে বিবাহের কথা ; ছিড়ে পড়ে
মর্ম্মগ্রন্থি দীর্ঘশ্বাস রোধে।  ধরাতল
সরে যায় পদপ্রান্ত হ'তে ; কান্না নামে
বর্ষা বাদলের।  কত যে অলীক সাধ
কুহরিল সুস্বপ্নের ডালে !  বয়সের
কত যে কৌতুক ক্রীড়া, গৃহস্থালী খেলা
উঁকি দিল আশার পুলিনে ; পুতুলের
ঘরকন্না ভেঙে কত, ভালবাসাবাসি
গুঞ্জরিল দাম্পত্যের মধুকুঞ্জবনে ;
সে সব নীরব, পোড়া স্মৃতি জাগরণে।

মাধবী।  ও সব ভুলিয়া যাও।  শুনেছি যে বাণী,
তাহা যে বেদান্ত সূক্ত হ'তে সত্য জানি।
মরে কি অমৃতহ্রদে পড়িলে মক্ষিকা ?
চাতক চন্দ্রিকাজালে ?  পোড়া অনলের
সাধ্য কি গোবিন্দ দাসে দগ্ধ করে তাপে ?
যিনি ও মরণ-সিন্ধু পারের কাণ্ডারী,
বাহেন ভবের তরী, বৈতরণী পারে ;
তিনি ওর প্রাণপাখী।  অনল ত ছার ;
কত শিব চতুর্ম্মুখ হবে জেরবার।

সেদিন যে খাণ্ডবের বহ্নি-হোম-যাগে,
জ্বালিল অমর কীর্ত্তি আগ্নেয় অক্ষরে ;
সে আজ অগ্নিপিঞ্জরে হয়ে দগ্ধজীব,
লভিবে অকালমৃত্যু নিঃসহায় ভাবে ;
এ যেন অস্বাভাবিক। ঐরাবত যেন
ডুবিল গোষ্পদ জলে ; এযে ততোধিক।
একা যে সৈন্যের মষ্টিমেয় রণসাজে,
হইল অদ্ভুতকর্ম্মা পাঞ্চাল বিজয়ে ;
সে গুপ্ত হস্তের ক্ষীণ অগ্নি শলাকায়,
হইল সপরিবারে ভস্মে পরিণত ;
এ মিথ্যা প্রচার ঠেলি সম্ভব বিষয়ে,
এস পথ আবিষ্কার করি মনোযোগে।
অর্জ্জুন শস্ত্রাঙ্গ বিদ্যা প্রয়োগে নিপুণ ;
অন্তরঙ্গ মিতা মাধবের ; বৈজ্ঞানিক
চাতুর্য্যে প্রতিভাবান ; তার আমন্ত্রণ
হ'লেই উল্কার মত উজলি আকাশ,
নামিবে বজ্রের মত গিবিবক্ষ চিরি।
ছুটিবে সিংহবিক্রমে শিকারান্বেষণে ;
বিমুখি তস্করবৃত্তি শিবা-শ্বাপদের।
দ্রৌপদী। লক্ষ্যের রহস্য, ঐন্দ্রজালিক তবে কি ?
পুনঃ পুনঃ বাখানিছ যার গুণাবলী।
উহা কি অভেদ্য অন্য বীর্য্যাভিমানীব ?

যে লক্ষ্যভেদের ব্যাজে ভগদত্তপুরে,
হইল হস্তান্তরিত সীঁথির সিন্দুর ;
সে অবিশ্বাসিনী সূত্রে নারীত্ব কাহার',
পুনশ্চ জড়িত হ'যা নহে বাঞ্ছনীয়।
কি শক্তি পরীক্ষা ক্ষেত্র হ'বে ও সজনী ?
দানিতে অকাট্য প্রতিশ্রুতি সাফল্যের ?
অথবা দেখাতে সিদ্ধি যথাভিলষিত।
ভেদ বিদ্যা প্রয়োগ দক্ষতা। ও বিদ্যায
আছে কি অতিমানবী দৈবী প্রহেলিকা ?
সার্থকিতে সখীবাক্য লক্ষ্যভেদি লয ,
দ্বিতীয কার্ত্তবীর্য্যের পুনরভ্যুদয়।
যে শঠ চাতুর্য্যে এই অনূঢা পাঞ্চালী,
দিতে পারে বরমাল্য মনোমত গলে ,
সে রহস্যে আবিষ্কার কর বিধিমতে।
বিশেষ ও লক্ষ্যভেদী লয়ে, বীরত্বের
আছে কি উল্লাসকরী জয় উন্মাদনা ,
উদ্দীপিতে দিগ্বিজেতাগণে ? যশোগাথা
প্রলোভিতে গণ্য মাননীযে ? দেশজুড়ে
তুলিতে উৎসাহ রোল আছে কি উৎসব ?
মধ্যবিত্তে দলে দলে পাঞ্চালে ভীড়াতে
আছে কি রঙ্গাভিনয় ? আপামর জনে
ভুলাতে আছে কি ভোজ ? ভুজঙ্গে জাগাতে

বাজে কি মিঠান বেণু ? গুহার শার্দ্দূলে,
ক্ষ্যাপাতে রুধির গন্ধে, কি রক্তৌঘ ঘটা,
নির্ঝরে লক্ষ্যের ঘটে ? ও যাদুযন্ত্রের
কি কুহক, পাঞ্চালীর অভীষ্ট পূরণে ?
কেমনে ও ধ'রে দেবে মোর মনচোরে ?
এখনো অস্তিত্ব যার সংশয় তিমিরে।

মাধবী। আবার পুরাণ গীত বাজাও বেসুরে ?
ও কথা এন' না মুখে ? ও নব্যযন্ত্রের
যন্ত্রী শ্রীমাধব, সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারক ;
বিশ্বকর্ম্মার জনক। অপ্রসিদ্ধ কৃতি
অদ্যাপিও চাবিকাটী। ও মৎস্য চক্রের
রহস্য এখনো গুহ্য। ঠক দলপতি
খল স্বভাব কেশব, মন্ত্রশিষ্যে তার
শুধু দেছে গুপ্ত ভেদী লয়। অতি কূট !
মত্ত মহা ক্ষাত্রবীর্য্য হলে পরাঙ্মুখ ;
শিষ্যের তরুণ ভুজে দেখিলে কার্ম্মুক,
উন্মোচি নিরুদ্ধ পথ ; দেখাবে কৌতুক।
ভক্তের বিরহ পর্ব্বে পাঠায়ে যৌতুক :
দেখিবে বিরহী প্রাণ কত অকামুক।

সুভদ্রা। এত কথা পেলে কোথা সখি ? পিতা মোরে
মাত্র বলেছেন ; বান্ধব যাদবেশ্বর,

সাহায্য করিবে কিছু লক্ষ্য আয়োজনে ;
যাজ্ঞসেনী পাঞ্চালীর তুষ্টি বিনোদনে।

মাধবী। আমি সে বান্ধব দূতী। গুপ্ত চালকের
সদা মুখাপেক্ষী হ'য়ে, হেথা নড়ি চড়ি।
দৌত্যের নিয়োগপত্র, ওরি স্ববলিপি ;
লিখিত শ্রীহস্তাক্ষর। যেদিন প্রথম
জিজ্ঞাসিলে নাম পরিচয় ? কহিলাম,
মাধবী আমার নাম, ধাম মধুপুর।
তবু জিজ্ঞাসিলে ধনী কে মোর শ্বশুর ?
কহিলাম, কুল নষ্টা পীরিতে ফতুর ;
বিবাহ যে হয় নাই ধরি কার কুল ?

মালতী। আমর, লজ্জার মুখে দিয়েছ বালাই ?
সবারি থাকে লো এক মনের মানুষ ;
সে কথা কে হল্লা করে বাজারে রটায় ?

মল্লিকা। নষ্টা কেটা নয় ? কেহ ঘরে নষ্টা হয়,
বাগ্‌দত্তা কনে ; কারো গুপ্ত পরকীয়
আসে নিশিমানে ; কেহ বা পুরুষ জাতে
ভাবে প্রবঞ্চক ; তাই নিত্য নব নব
খোজে সে লম্পট। কেহ বা তরুণ শঠে
দেয় প্রাণ ডালি ; নারীর প্রকৃতি হাটে,
নাই কোথা পীরিতের গালি ? কে চাহেনা
সাহচর্য্যে ছায়া সম প্রিয়ানুগমন ?

গার্হস্থে শৃঙ্গার রসে, যৌন অভিসারে,
দেখে সে সোনার স্বপ্ন চীরশয্যাপরে।
কে রমণী, পুরুষের সুখাপেক্ষী নয় ?
অহর্নিশ দাবদগ্ধ হ'য়ে তবু নারী,
বাঁধিছে সংসাব কুঠি কণ্টকী শাখায়।
নারীই সংসার ক্ষেত্র বাস্তু পুরুষের ;
নারীই চৈতন্য শক্তি পুরুষকাবের।
ভালবাসা আকর্ষণী, বিকর্ষণী ঘৃণা
নাবীত্বেব স্বভাব সীমানা।　ও বৃত্তির
পৌরুষ বিকাশোন্মেষ হয বটে কিছু,
সংসাবেব জয পরাজয়ে ; কিন্তু মূলে
ও প্রকৃতি পবিপুষ্ট যৌন আদিবসে।
যে সুরথ, যৌবনে রাবণ চিতা জ্বলি
অহরহ, স্বভাবে জাজ্বল্যমান বহে
আমরণ।　হ'লে অহোরাত্রের সে ব্যথা ?
সেথা নিত্য করনীয় স্বল্প হিসেবানা।
নয় ত সুধার ভাণ্ডে গরল সেবিবে ;
ভাঙ্গবে প্রেমের নদে ভাটা পড়ে যাবে।
তথাপি ও দরকসা বাচালতা এত ;
নিতান্ত অনার্য্যা রুচি বণিকাব মত।
মাধবী।　তা নয় গো প্রেমের পসারী ?　খাঁটী প্রেম
নিকষিত হেম। পুরুষ পরেশ মণি

বর্ণের সোহাগা, লাবণ্যে চিকণ করে ;
বাটে না মূল্যের হার কিছু মাত্র কষে।
নির্ম্মল স্বভাবে যার উচ্চতম হার,
বাজারে যাচাই হ'লে ; যথা মূল্য তার,
কটি লোক দিতে পারে অল্প মূলধনী ?
যে ব্যাপারী মোর প্রেমে বেচা কেনা করে ;
তার নাকি সুনামের অখ্যাতি রটেছে ?
তাই এত হল্লা করি প্রাণের জ্বালায় ;
কামের কামড়ে নয়, ক্ষতি আশঙ্কায়,
দরদী লোকের কাছে। যদি মহাজনী,
কোন ধনী রক্ষে মোর নষ্ট ব্যবসায়।
যাক সে ঘরের কথা। এবার বাজারে,
জমিবে বেজায় ভীড় শ্রেষ্ঠী বণিকের ;
নবোদ্ধৃত মণি আকিঞ্চনে ; বরাঙ্গের
পরশে নির্যাস সুখ ভোগ্য অমরের।
পূর্ব্বাহ্ণেই বলি ইসারায় ; যে উপায়ে
নবীনা নজর ধরা হয় মনচোরে।
বিজ্ঞাপনে দিব মূল্য ছাপ্ ; রত্নান্বেষী
জহুরী তরুণ সঙ্ঘে সাড়া পড়ে যাক।
বীরাঙ্গনা লাভে প্রতিযোগিতা দেখাক।

দ্রৌপদী। এ অতিরঞ্জিত মিশ্র রূপক ব্যাখ্যায়,
হয়ত বাজার মূল্যে হ্রাস বৃদ্ধি পায় ;

কিন্তু যে রূপজ মোহ, স্বর্ণ-মায়া-মৃগ,
দ্বাপরে উদীয়মান, যাচিবেনা কেহ;
নবীন যৌবনযোগী ভাবিবে দুর্গ্রহ।
রত্নের নাইকো যথা নিজস্বাভিমত;
স্বভাবে উজ্জ্বল অন্তর্ব্বাহ্য নিরমল;
নয়কো তদ্রূপ কিন্তু রমণীর রূপ।
সে চায় মনের মত রসিক নায়ক;
যে তার পরশ জ্যোৎস্না সেবনে চাতক।
সে শুধু আলোক নয়, তৃষার আরক।
তোমার এ মহাপাত্র রূপের বণিক;
কি গুণে গুণীন্, কত ধনের মালিক?
সে সকল রূপকথা করি সবিস্তার,
আমার স্বপ্নের স্মৃতি কর গাঢ়তর।

মাধবী। যেমন তুই লো সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কলি;
তরুণ সে মহাজন, নবাগত অলি,
লোলুপ মধুসঞ্চয়ে। সংসর্গজ দোষে
রসিক অনঙ্গরসে; নারী যৌবনের
মধুচিত্তাপহারক। রতিরঙ্গালয়ে
সুচতুর অভিনেতৃ নট। প্রেমভাবে
ভাবুক মহানুভব। সারা ভূভারতে,
কে কন্যাচন্দনে আজ চর্চ্চিতা কুমারী,
না চাহে বীরাগ্রগণ্য, তরুণ অগ্রণী

অর্জ্জুনে বরণ দিতে ?  রূপে গুণে যশে,
আভিজাত্যে খ্যাতনামা, নৃত্যকলাবীদ,
স্থানমূর্চ্ছনাকোবিদ, কে আছে প্রেমিক
বর, যৌবন আসরে ? নব নারীত্বের
নাচাতে নিতম্বগুরু কুরঙ্গ মাধুরী।
পক্ষান্তরে বারভোগ্যা, রূপের বিজলী,
চটুল রসিকা, কলাবিদ্যা পটীয়সী,
পদ্মিনী অযোনিজন্মা পৌর্ণমাসী শশী,
রয়না ভূতলে পড়ি গন্ধহীন বাসি।
রত্নের জহুরী আসি উদ্ধারিবে মণি ;
ভয় কি মানিনি ! বেঁচে আছে সে ফাল্গুনী
এ মোর নিগুঢ় উক্তি শুনে রাখ ধনী।

মল্লিকা  আমর মদননটী ! ঘরোয়া ঘটকী !
কার আদিরসে তোর রসনা মুখরা ?
কে পরপুরুষ-গুণকীর্ত্তনে, নিঠুর !
নিয়োগী আপন প্রিয়দর্শনা প্রিয়ায়,
লম্পট দুরভিসন্ধি সাধে কাপুরুষ ?
প্যারী কুলবালা, তারে অসাধু পথের,
পথিক করা কি আর্য্য ধর্ম্মানুমোদিত ?
অথবা উদারমনা সভ্যতাসূচক ?
অথবা সহজ বুদ্ধি বিবেক সম্মত ?
অযথা অপ্রাসঙ্গিক কর্ণ দূষণের,

অকথ্য বহ্বাড়ম্বরে অশ্লীল ভাষণ ;
নয় কি অপরিপক্ক বুদ্ধিরে ঠকান ?
অথবা কুমার্গে অধঃপতনে উৎসাহ ?
লো পরদেশীয়া ! কোন শঠচূড়ামণি,
করে এ চৌর্য্যাভিসার নারী হৃদয়েব ?

মাধবী। বৈদর্ভী প্রমোদোত্থানে যথা হংসদূতী,
মোর অভিসার সখী পাঞ্চালে তেমতি।
পাঞ্চাল শুদ্ধান্তঃপুরে হরিকুঞ্জদাসী
আমি পত্রবাহিকা বিদেশী। পরবশী
যাতায়াত করি মানকুঞ্জে যুবতীর,
দানিতে পথের বুদ্ধি, গন্ধ গোধূলির ;
নব নাবিকান্বেষণে প্রথম জোয়ারে,
যখন ভাসায় তরী তন্বী ভবঘোরে।
ঘটকী অবৈতনিক, নই ব্যবসায়ী ;
ব্রীড়া নাই, আছে ভাই ভ্রান্তি পরদায়ী।
আমার নিয়োগকর্ত্তা মার অধিরাজ,
আদর্শ প্রেমাবতার আদি রসরাজ ;
উহার অনধিকারচর্চ্চা পরকীয়া,
চলেছে আবহমান কাল পালটিয়া ;
পারেনি রোধিতে কেহ সম্মোহিনী খীয়া !
তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম মিঠা,
হয় লো যখন তৃষা দগ্ধ করে হিয়া।

ওব সঙ্গ একবাব পেলে সুবদনী,
কুলজাব যেত' কুল হ'তে খুনোখুনী।
যখন নাগব বত্ন আসিবে পাণ্ডব ;
যতনে ববণ কবি ঘবে তুলো বব।
কচিত্ সুযোগে অবগুণ্ঠন আডালে,
দেখো কালা কলকাটী কতখানি নাড়ে,
প্রেমেব সুবথ মঞ্চে। বুঝিবে যুবতী !
মোব পবামর্শি তোব কতটা দবদী।
আসি ভাই, এসেছেন নটচূডামণি,
বাডনে মন্ত্রণা দানে লক্ষ্য আবোপণে,
কথা সাঙ্গ কবি নিবে যাবেন শ্রীধামে,
বহিতে প্রিযদর্শনা প্রিযাব সঙ্গমে।

দ্রৌপদী হবিপ্রিযা তুমি সহ, কৃষ্ণবিলাসিনী !
মোব ঘবে ধন পডে নিবরলম্বিনী ?
সৌভাগ্যে জুটিল যদ সৎসঙ্গ কপালে,
দে সখি ! নিশাব স্বপ্নে, সত্যে বিকশিতে ;
যোজিযা চক্রাব লীলা। সেই অপরূপ,
দেখা সখি ! একবাব যাব বৃন্দাবন,
প্রেমেব অক্ষয মধুচক্রে বেডী বন,
শৃঙ্গাবে অনাস্বাদিত বসেব ভাণ্ডাব
খুলিল, বিলাতে প্রেম কামগন্ধহীন।
কংসবধে চেনা দিল ; শাস্ত্রে জানা ছিল ;

সখীজন সম্ভাষণে কৃষ্ণকথামৃতে,
করিয়াছি যামিনী যাপন্। লোকে বলে,
গোকুলে বাজিল এক, পীরিতি সুখের
বাঁশরী, পাগল করা কুলবিপ্লবিনী ;
আকাশে বাতাসে তার মিঠান ঝঙ্কার,
যৌবনে মাতাল ক'রে করে ঘর বার।
ও বংশীবাদকে ভাই দেখালে বারেক ;
যা চাবি তা দিব তোরে করি অঙ্গীকার।
এ ক্ষুধা মুখের নয় অন্তরকামড়,
অহোরাত্র জ্বলে যার জঠর অনল।

মাধবী। উহারে দেখানো বড় শক্ত বিধুমুখী !
ও যদি লো দয়া করে ; তবে দেখা পাবি।
প্রিয়ার আঙিনা দিয়ে, কুঞ্জে অপরাব,
চলে যায় প্রাণ পাখী ; খাঁচা পড়ে রয়
কাঞ্চনী দুয়ার খুলি। ওত' সেই শঠ !
ও দেখা না দিলে দেখা মেলাই দুর্ঘট।

মল্লিকা। তবে ত কদর ঢের তোর গরবিনী ?
লম্পটে যে দেখাতে পারে না ; সে সোহাগী
বৃথাই বাহির হল লজ্জাকুল ভাঙি।
যে ভরযুবতী দেখা পায় না নাগরে ;
তার যে কদর কত এবার বুঝেছি।

মাধবী। আমি ত টগর কুঁড়ি ! কত কমলিণী,
চন্দ্রা, চন্দ্রাবলী, কুব্জা, বিন্দা, রাধারানী,
সারারাত্রি জাগরণে, অশ্রুভরা চোখে,
যমুনা পুলিনে ব'সে কেঁদে ভাসায়েছে।
তবু ও ফেরেনি ঘরে কুঞ্জদ্বার ফেলে ;
প্রাণপতি হরি এসে পাছে যায় ফিরে ;
সে আপ্সোস রাখিবার স্থান নাহি মেলে !
তবুও খুঁজিলে দেখা হ'তো নিশিমানে ;
যদি সে অন্তর নেশা হ'তো দরশনে।
কাছে কাছে থাক ; বলা যায় না কি ঘটে,
ওই দেখ নামোল্লেখে রসাচাঁদ ওঠে।

দ্রৌপদী। মোরা অন্তরালে যাই ; তুই দেরী ক'রে
কথা ক'বি, প্রাণ ভরে দেখে লব ওরে।
( মাধবী ব্যতীত সকলের অন্তরালে
প্রস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ )

মাধবী। এস, বস, রসরাজ॥ বুদ্ধি বলিহারি !
পড়েছে ব্যাধের জালে উদ্‌ভ্রান্তা হরিণী।

শ্রীকৃষ্ণ। বাহবা নটীর বুদ্ধি ! ধন্য ঘটকালি
অঘটনপটীয়সী। এ জয়ের ডালা,
পরাবে সুহৃদে মোর জগজ্জ্যোতি মালা।

মাধবী। তোমারে আড়াল করে ?

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত প্রেমিকের
আসন বৈকুণ্ঠ চূড়ে। যে আমারে চায়,
সে যে চায় হ'তে আত্মারাম ; তারে আমি
জগতে সর্ব্বোচ্চ দশা দিতে অভিলাষী ;
তাতেও সে গররাজি। মোর সাযুজ্যের
করে যে আধ্যাত্ম যোগ ; তপনিষ্ঠ সেই।
তাহার সমাধিক্ষেত্র মধু বৃন্দাবন।
পাঞ্চালী সে তপস্থার নারী প্রলোভন ;
উহারে অবশ্য চাই। আর কেন বৃথা,
করি দীর্ঘতর প্রিয়ে বিরহের ব্যথা।

মাধবী। মাধবী প্রস্তুত সদা যেতে মধুপুর ;
মাধব কৈ নে যাবার ? জেনেও অবুঝ।
রমণীর ভাল লাগে সঙ্গ অপরার,
কান্তের অনুপস্থিতে ; প্রাণনাথে ফেলে,
সোহাগে কে ঢলে পড়ে প্রতিবেশী গলে ?
এ ক্রটী স্ত্রীজনাচারে কদাচিত্ মেলে।

শ্রীকৃষ্ণ। ও কথা কাণে কে তোলে ? পতি সঙ্গ হ'তে,
যুনী চায় সঙ্গিনীর পতিসঙ্গালাপ ;
রসাস্বাদ দ্বিগুণ তাহাতে। অনুতাপ
নাই সে আলাপে। বিখ্যাত যা রসালাপ
দেখিনাত কোথা দম্পতীর। ভাবাবেগে,
কিংবা কোন পরকীয়া প্রেমে, শুনা যায়

স্বষ্ঠু প্রেমালাপ। পঞ্চবটী মহাবনে
শুনিযাছ, চিত্রকূটে মত্ত রসিকতা,
সীতাবাম প্রেমালাপে ; কিন্তু তথা কোথা,
পেয়েছ কি মুগ্ধ মাদকতা ? যে রসনা
আস্বাদন করিযাছ বৃন্দাবন বনে ?
চল যাই—যাত্রা পথে সূর্য্যতাপ বাড়ে।

———

## ষষ্ঠ সর্গ

### স্বয়ম্বরাভিযান পর্ব্ব

স্থান—পাঞ্চালের সীমান্তবর্ত্তী একচক্র গড়

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

পাত্র—কুন্তী একাকিনী উপবিষ্টা।

কুন্তী। আহা! কে কাঁদে এ করুণ ক্রন্দন? যেন
শক্তিপীঠে পশু হন্যমান, বদ্ধযূপে
কণ্ঠাগত প্রাণ। কে মুমূর্ষু শোকাবেগে,
সঁপিয়া প্রাণঘাতিনী হিংসা জীবিকায়,
স্মরিছে পরম ধর্ম্ম অহিংসা পথের
পুণ্যশ্লোকে; বরাভয় লভিতে দৈবের?
মর্ম্মভেদ করি ওঠে হাহতোস্মি ইতি,
কাতরোক্তি দুস্থ হতাশের; আর্ত্তনাদ
ব্যথিত চিত্তের? ও জাতীয় দীর্ঘশ্বাস,
শুধুই প্রাণান্তকর হয় নাভিশ্বাস।
ওরে ভীম! বিপন্ন কে ছাখ্। ছাখ্ কেবা
সদ্যঃ বিয়োগবিহ্বলা, শ্মশান দৃশ্যের
বিয়োগান্ত দেখায় শোকাভিনয়। কে রে,
কার মাতা, ভগ্নী, দুহিতা, দয়িতা! ডাকে
চির বিচ্ছেদের ডাক, মর্ম্মবিদারক

পান্থের আতঙ্ককর। বুকে বজ্রাঘাত
কার হানিছে বিধাত শীঘ্র আয় ভীম!
ত্বরায় ব্যবস্থা কর। শনিদৃষ্টিপাত্
হানে কার শিরে সর্পাঘাত। কার কুড়ে
লেগেছে বাড়বানল কর অন্বেষণ।
কে দারুণ! করে গৃহ সংসারে শ্মশান?

( ভীমের প্রবেশ )

ভীম। এই যে পদাবনত! ও কণ্ঠনিঃস্থত,
নৈরাশ্য-পীড়িত স্বর দ্বিজ দম্পতীর;
মুখর ভাগ্যাপবাদে। ছিলাম বিজনে,
রাক্ষসী বিদায়োৎসবে; পশেনি শ্রবণে,
তাই শোকার্ণব ঘোষ। বিগত যামিনী
যোগে গর্ভের ধারণে, অপক্কাবস্থায়
দিল সন্তানে জনম। জড়পিণ্ড শিশু,
ভূমিষ্ট না হ'তে, হল বর্দ্ধিত নিমেষে,
দীর্ঘাঙ্গী বলায়ুঃপুষ্ট। ছিন্ন নাড়ী পশু
গর্জ্জিয়া নৃসিংহনাদে, প্রচ্ছন্ন বিষাদে,
সম্ভ্রমে নমিতে গর্ভধারিণী নৈঋ´তে;
চকিতে অভিপ্রায়জ্ঞ হ'য়ে দৃষ্টিযোগে,
বন্দিল চরণে মোর অপ্রস্তুত ভাবে।
বর্ষিল ভ্রূভঙ্গীকারে মথিত চিত্তের,

পৈত্র গ্লানিকর তীব্র বিদায় ভৎ'সনা।
"পিতৃকার্য্যে পাই যদি কভু আবাহন ;
স্মরণে প্রাণান্তকর দিব প্রতিদান।
কিন্তু যেথা দেখি মোর মাতৃ অনাদর ;
সেথায় সন্তান মায়ে রাখিবে না আর,
করিয়া দয়ার পাত্রী। যাই তবে তাতঃ!
মাতাপুত্রে মাতামহ লোকে। আর মায়ে
ক্ষণমাত্র রাখিব না তাচ্ছিল্যের ঘরে।
দিন আশীর্ব্বাদী পিতঃ বিদায়ের ধূলি ;
লয়ে যাই মাথে তুলি ক্ষাত্র বররুচি।
মার এ মনুষ্যলোকে যৌন উপচার,
কর্ব্বূরে ব্রিশ্চিক শত দংশন প্রকার ;
সহনে অক্ষম রক্ষ এ মাতৃন্বক্কার।
যাই তাতঃ পুত্রে ক্ষমা ক'রো ভৎ'সনার॥
এ আত্মবিলাপ মাত্র অতি দুর্ভাগার ;
প্রায়োপবেশনে মৃত্যু এর প্রতিকার"।

কুন্তী। কই ? কোথা মোর পৌত্র গুণধর ? বল
কোথায় সে নাবালক বংশের দুলাল ?
আন্ মোর কাছে।

ভীম। তারা যে চলিয়া গেছে,
চির জন্মের বিদায়ে। আরণ্য শ্রীনামা
তার রণ আহ্বানের, দিয়ে ক্ষুণ্নমনা

অধৈর্য্যে নির্ব্বাক্ হল। ক্ষাত্র মাঙ্গলিকে
শুনি আশীর্ব্বচন স্বামীর, রক্ত চোখে,
ঈষত্ বিরক্ত রুক্ষ কটাক্ষ হেলনে,
বক্র বিদ্রূপের কণ্ঠে শুনাল রাক্ষসী;
"দাসীর অভীষ্ট সিদ্ধ। অনাদৃত প্রেমে
রব'না চক্ষের বালি হয়ে অকামীর,
একটী মুহূর্ত্ত আর"। কহিতে কহিতে,
উঠিয়া বিমান পথে, যেন ব্যোমযানে,
অদৃশ্যে উধাও হল; যথা শাখামৃগ,
সন্তানে বাঁধিয়া বুকে বীর বিপরীতে।
যাই মা কান্নার রোল হুলস্থূল করে;
দেখি গে কাহার ঘাড়ে সর্ব্বনাশ চাপে?

[ ভীমের গমনোদ্যোগ।

কুন্তী। হায় রে জাত্যাভিমান! প্রেমেও অরুচি!
সতীর অলঙ্ঘ্য দাবী স্বামী সহবাসে,
কৃতান্ত মুছিতে নারে; ঔদাস্যে কি আসে?
হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে বিঁধে যে অঙ্কুশ,
তাহার অবজ্ঞা আত্ম-প্রবঞ্চনা তুষ;
নিভৃতে অন্তর দাহে। কালান্ধ ব্যক্তির,
স্বেচ্ছায় অপরিণামদর্শিতা ব্যাধির।
আহা সে কুলকামিনী, প্রেমের পাটনী,

কত না সভয়ে তরী ভিড়াল বন্দরে ;
লভিল কর্ত্তানুমতি দিতে নৌবহর,
ভীমের পঙ্কিল ঘাটে। সে কৃচ্ছ্র সাধনা,
অস্থানে নিষ্ফলা হল। বলরুক্ষ ভীমে
বালাই প্রেমাভিনয়। অপুষ্ট পুষ্পের,
অপক্ক সুরভি কোষে পশিল কীটাণু ;
অপাত্রে প্রেমের দান ফলিল বিচ্ছেদ।
যা রে ভীম মুহুর্মুহুঃ হাঁকে আর্ত্তনাদ।

[ ভীমের প্রস্থান।

নিত্য যে ঘটিছে কত কাণ্ড অভিনব ;
স্মরণে সঞ্চিত রাখা হল মহাদায়।
দিবা দ্বিপ্রহরে ওই গৃহস্থ কুলায়,
পেচক ক্রন্দন কটু কান্না বুকচেরা,
কত যে আতঙ্ককর ক্ষাত্র অনাথার ?
পুত্র যার পথে পথে ফিরিছে কাঙাল ;
কাহারে শুধাই আজ, কে দেবে উত্তর ?
ভাবোন্মাদ ঘোরে পার্থ বিক্ত অবধূত ;
বিরহ বেদনাতুর সঙ্গহারা শুক,
অরণ্যে উদ্‌ভ্রান্ত পান্থ ! জ্যেষ্ঠ লয়ে সাথে
দুটি শৈশব অনাথে, ভীক্ষাপাত্র লয়ে
গেছে দুর্ভিক্ষে ডাকিতে ; গৃহরক্ষী ভীম

সেও আজ ছিল আনমনে ; অনাথার
ক্রন্দন ব্যতীত অবলম্বন কি আর ?
জীবনে নিরবচ্ছিন্ন চলে অমানিশা ;
নাই তিথি পক্ষান্তর গ্রহান্তর দশা।
এখনো ফেরে না কেন ভীম মহাযশা ?

( ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে ভীমের প্রবেশ )

ভীম। এই যে ফিরেছি মাতঃ ! এনেছি কুড়ায়ে,
স্থপক্ক অমৃত ফল বীরাঙ্গনা ব্রতে,
সাজাতে দানের অর্ঘ্য। অপাত্রে অকালে
অদেশে ন্যস্ত এ নয়।

কুন্তী। কি জাতীয় দান,
বল তবে দেশ কাল পাত্রে বিচারিব।
বিশেষ ভিক্ষুর ধর্ম্মে দানের ইঙ্গিত,
হবে অশাস্ত্রীয় ; যদি না হয় কায়িক।

ভীম। কে নররাক্ষস এক, মধ্যন্দিন ভোজে
ডঙ্কা দেছে দ্বিজ দ্বার তলে। দাবী তার
নিত্য নরভোজ ; দেবে তা দেশের লোক ;
পালাক্রমে গৃহস্থালী হ'তে। ব্যতিক্রমে
সে দিনের পালাদার হ'বে বংশ লোপ।
তারি এ স্মারক ভেরী। ও দুষ্ট দমনে
শক্ত ভীম ; অন্যে গিরি লঙ্ঘন পঙ্গুর।

বলুন নিরপরাধি ! কি রিত্যানুসারে,
যাবে এ বলির পশু, পরমান্ন বহি
নর রাক্ষসের পুরে দিতে আত্মাহুতি ?
এ রীতি রাজার, কিংবা দৌরাত্ম্যের ভীতি ?

ব্রাহ্মণ। শুন রাজমাতঃ ! গৃহধর্ম্মের দেবতা !
আজি যে নরকানল জ্বলে মোর গৃহে ;
এ অঞ্চল ভ'রে ধারাবাহিক নিয়মে,
সবারি অক্ষয় পারিবারিক জীবনে।
ইতর বিশেষ নাই। অসুর সংকার,
আমার নিয়তি আজ, দেশাচার ক্রমে।
তোর এ সন্তান যদি আত্ম বলিদানে,
সাধেন কল্যাণ মোর ? সে অন্তর্দাহের
জ্বলিবে রাবণ চিতা ; দুষ্পচ ক্ষতের
ভরাট হবে না আর। উভয় সঙ্কটে
সন্তানে জীবিত রাখি, নিজে হত্যাপীঠে
শোধিব পাপের ঋণ। দিব ব্রহ্মবলি
মহাপাপ স্খলনে জাতির। অনাথিনী
সন্তানে করিয়া বুকে দেশান্তরে যাবে।
তোমরাও আর মাতঃ থেক' না হেথায় ;
এ বড় কুস্থান, হেথা সদা মৃত্যু ভয়।

ভীম। কাজ কি ঠাকুর ! আর ভীতি মাহাত্ম্যের
বিকৃত অতিরঞ্জনে ? বকাসুর নিতি

দুর্ব্বলের ভীতি। প্রবর্ত্তিত রীতি তার ;
একটা মনুষ্য সোপকরণ সৎকার,
প্রাত্যহিক রাজকর। সে নিত্য কর্ম্মের
অকরণে, বংশগ্রাস ভুঞ্জে পালাদার।
নয় ত প্রত্যহ খাদ্য কে জোটাবে তার ?
আজি তাব হবে ভোজ কৃতান্ত লগুড়ে ;
বুঝিবে যথেচ্ছাচার দুর্ব্বলের প্রতি,
সহে না ভারত বন্ধু এলেও নিয়তি।
আর্য্য নাই ; দাও মা গো পুত্রে অনুমতি ;
রোধিতে মনুষ্যমেধী নিত্যযাগ বিধি।
কুন্তী। সে কি ভীম ! মাতৃবাক্য নহে অগ্রবাণী ?
ভীম। বেদবাক্য, হ'লে মাতৃধর্ম্মাঙ্গ বোধিনী ;
নয় ত সে স্বার্থ পূতিগন্ধা মায়াবাণী।
পঙ্কিল সলিল তার পবিত্র হ'লেও :
নয় মা স্বাস্থ্যবানেব তৃষ্ণা নিবারণী।
পেলে ও সহানুভূতি, শ্রীপদ ভরসা ?
আসুর ভ্রূকুটী ভালে আগ্নেয়শলাকা
হানিব ; ফেলিতে হত্যামঞ্চে যবনিকা।
আর যদি কর মা বারণ ? বীরাঙ্গনা !
দুষ্টের দমনে যদি না হও তৎপরা ?
প্রকৃতি মণ্ডলে নাহি রক্ষ রাজদারা ?
ভাবিব সে ভীমরতি বৃদ্ধা অবলার ;

অযথা বাৎসল্য জরা মায়াবিনী মার।
ভীষ্ম কুলবধূ! আজ গিয়াছ কি ভুলে?
সদ্বীপা ভারতবর্ষ তোর পুত্রদের।
আসমুদ্র হিমাচল সাম্রাজ্য যাদের,
প্রকৃতিবঞ্জন জাত সংস্কার তাদের।
দুষ্টের দমন মাতৃরক্ত সহজাত;
শরণাগতবাৎসল্যে বাধা দিও নাক।

কুন্তী। ওরে ভীম! বুঝি ও সকল। বকাসুর
প্রকাণ্ড অসুর। রাজ্যভুক্ত জনপদ,
তথাপি দায়িত্বহীন দেখিছে দ্রুপদ।
প্রত্যহ মনুষ্য হত্যা রাজ্য উপকূলে,
নয় কি দুরপনেয় নিন্দা লোক পালে?
যদি না সে দৈব বরে অবধ্য শস্ত্রের?
অশক্ত যে প্রভুত্বের দায়িত্ব বহনে;
তারই নিরুপদ্রবে সহ্য করা সাজে।
একটা রাজ্যের বল সমকক্ষ নয়,
যে বৈরী পীড়নে; সেই পঙ্কোদ্ধারে তুই,
নিঃসহায়ে যাবি ভীম তাই মন্দ গণি।
থাকিলে অর্জ্জুন ছেড়ে দিতাম এখুনি।

ভীম। মাগো, এ মল্লবৈঠক নর দানবের,
ভীমের সুসাধ্য; হঠকারিতা অন্যের।
চতুরঙ্গ বল ঐন্দ্রজালিক সমরে,

নয় মা সাধনোপায়। কায়িক কৌশল
আর ভুজবল, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সম্বল।
মায়াবী মায়া বিজ্ঞানে, দৃষ্টি অগোচরে,
করিলে সংগ্রাম কেহ সন্ধ্যানিতে নারে ;
রাবণী অপরাজেয় যথা রামায়ণে,
'ছিল মোহকরী তিরস্করণী প্রভাবে ;
হল দ্বন্দ্বযুদ্ধে শেষে গতায়ুঃ যে ভবে।
আমি নিত্য ভোজ্যতালিকার অঙ্গীভূত
থাকি সন্নিকটে, গলাধঃকরণ পথে,
প্রদানিব মুণ্ডে পদাঘাত। বিনামেঘে
হেরিবে সে বজ্রাঘাত শিরে অকস্মাত্ ;
অপ্রস্তুতে হতভম্ব হ'বে কুপোকাত।
করিব কৌশলে জয় দুষ্ট বকাসুরে ;
হবে যাহা অসম্ভব শৌর্য্য প্রকাশিলে।

কুন্তী। এতটা সহজ নয়। তবু তোরে আমি,
নরযজ্ঞে দিব বলি দুর্দ্দৈব শান্তির।
বত্নগর্ভা আমি তোর ; হ'লেও জননী,
শরণাগতবাৎসল্যে বাক্‌দত্তা হয়ে,
হব' না পশ্চাত্পদ দিতে পুত্র বলি।
বিধাতা এ মা ছেলের স্নেহ পরীক্ষায়,
হয়ত অলক্ষ্যে রয়। হয়ত এ শেষ,
মাতৃবক্ষে নন্দনের স্পর্শ সুখাবেশ।

বিদায় প্রাক্কালে বৎস ব'লে যা আমায় :
ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ে তোর কি বলে বুঝাব,
যাদের ভরসাস্থল তুই বাল্যাবধি ?
ভিক্ষাঝুলি ল'য়ে তারা রবি অনুদয়ে
গেছে চলি ; এখনি ফিরিবে। শুধাইলে,
কি বাক্য বিন্যাসে দিব সান্ত্বনা তাদের,
মর্ম্মান্তিক শোকের প্রবোধে ?

ভীম। এই কথা ?
প্রবেশি বকের কুটী, গাঢ় নিস্তব্ধের
তুষ্ণিস্তরিতায়, আগু দিব সুসংবাদ :
ব্যস্ত ভীম ভোগের সদ্ব্যবহারে। ক্রমে
পশিলে নরমাংসাশী, দিব তারস্বরে
যুদ্ধারম্ভ শুভধ্বনি করি সিংহনাদ।
যতক্ষণ রব বেঁচে, অবিরত রবে,
জানাব বকের প্রাণ অস্তমান ক্রমে।
উহার অন্যথা মাতঃ ! ভীমের বিপদ।

কুন্তী। এ সত্যশরণে ভীম রাখিস স্মরণে।
জীবনসর্ব্বস্ব তোর অনুজাগ্রজের,
সম্মতির উপেক্ষায় দিয়ে মনস্তাপ,
পাঠাতেছি কোথায় জানিনা ; শুধু জানি,
শরণাগতবাৎসল্য ক্ষাত্র-চরিতের
জাতি বৈশিষ্ট্য লক্ষণে।

ভীম।　　　　　　　　ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের
টুটি এ স্নেহের গণ্ডী, জ্ঞাতি দৌরাত্ম্যের
ভুলি নৃশংসতা, ভীম যাবে মা কোথায় ?
মাতৃভক্ত, এখনি বিজয়ী পুত্র, করি
দেশোদ্ধার, মহামারী হত্যা প্রপীড়িত,
নিষ্কণ্টক করি আর্য্যবাস, জয়ন্তীর
লভিবে বিজয়াশীষ মাতৃপদধূলি।
চলুন অধর্ম্ম ভীরু! ভক্ষ্য, লেহ্য, পেয়,
যা কিছু মিষ্টান্ন পরমান্ন উপদেয়,
নৈবেদ্য দেবতাভোগ্য, দিন মোর সাথে ;
বহিব দেশের দৈন্য বলীবর্দ্দ পিঠে।
সব উদরস্থ করি রহিব দুয়ারী,
কবিতে সাদরাহ্বান দেশ অতিথির।
করাব রক্তের স্নান হৃত্পিণ্ড চিরি :
মিটাব মাংসের ক্ষুধা জঠরাগ্নি দাপি ;
মুখে দিব রক্ত নাড়ী তৃষ্ণা নিবারণী :
যথা কালী ছিন্নমস্তা স্বরক্তপায়িনী।
যাই স্নেহময়ি! অত্যুগ্র ভাস্কর মণি,
মধ্যাকাশে দীপ্যমান ; সময় ত নাই।

ব্রাহ্মণ।　আতিথ্যে প্রত্যুপকার দিলে যা আমায়
করে তা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত ধর্ম্ম জীবনের।

কুপিতা গৃহদেবতা হ'ল দেশান্তর ;
ধর্ম্মনাশে মন্দভাগ্য বদ্ধপরিকর।

ভীম। কোথায় প্রত্যুপকার বুঝিতে পারি না ;
বিনা বাক্যব্যয়ে পথ দেখান সত্বরে ;
নয়ত একের যম দশান্তক হবে।
দে না মা বিদায় চিহ্ন, চুম্বিত কপোলে।

কুন্তী। আয় ভীম! কুন্তীর আধার মণি! আয় ;
একবার শেষ বুকে আয়। চুম্বনের
মুক্তাচ্ছটা দেই এঁকে, রক্ত তিলকের
চন্দ্রবিন্দুর ফলকে ; ফণি শিরে মণি,
জ্বালিবে সে ভয়াতঙ্ক চক্ষে অরাতির।

( শিরঘ্রাণ )

ভীম। মা গো এ চুম্বন তোর সুধা সঞ্জীবনী!
মুমূর্ষে নিরুজ করি টুটে মৃত্যুভয়।
এত স্বাদ মায়ের চুম্বনে ; বুঝিত কে
অর্ব্বাচীন মূঢ়? ওই চুম্বনের লোভে,
হয় ত মা বাঁধা ছিল হরি নন্দালয়ে।
সন্তান বিপদাপন্ন না হলে জননী,
ক্ষরে কি অমৃতস্রাবী মায়ের আশীষ?
আর মা ভাবনা মিছে। এ সংসার ঠেলি,
কোথাও ভীমের আয়ুঃ স্বস্তি না সেবিবে ;
অথবা মুক্তিরানন্দে দ্যুলোকে ছুটিবে,

ও শির আপ্রাণ ভুলি। যাই মা এখন ;
আঁখি বর্ষি জয় যাত্রা ক'রোনা পিচ্ছিল।

[ সব্রাহ্মণ ভীমের প্রস্থান

কুন্তী। (স্বগতা) যাও সব; স্তব্ধ হও স্মৃতির স্পন্দন।
কুন্তী আমি, জন্ম কাঙালিনী। সূতিকার
মায়াঘবে, ভাঙ্গিলাম বাৎসল্যের বেড়ী :
হলাম পরানুজীবী। কুন্তীভোজ গৃহে
পোষ্যা হ'লাম নায়িকা ; কৌমার বিপ্লবে
পেলাম পেটের কর্ণে ; যৌবনোদ্গমের
তখনো ফুটেনি কুঁড়ি। হায় রে নির্দ্দয় !
দিলাম ফেলে সে ছেলে ; যে আজ জগতে
দ্বিতীয় পরশুরাম। সোয়ামী নির্দ্দেশে
হয়ে তিন পুত্রবতী, ধাতৃ মা দুটীর,
হাবালাম পতি দেবতায়। বীরাঙ্গনা
হ'য়েও দৈবানুগ্রহে, নিজ কর্ম্মফলে
হলাম দয়ার পাত্রী জ্ঞাতি বান্ধবের।
তবুও ছিলাম বেঁচে ; তখনো আমার,
বয়ঃপ্রাপ্ত সুতে দিতে হয়নি শমনে।
এবার চূড়ান্ত হ'ল। অন্তর দেবতা !
আর কি উৎসর্গ চাও মাতৃহৃদয়ের ?
বল কি অদেয় আছে ? সর্ব্বস্বান্ত জনে

কূল দাও অকূলকাণ্ডারী। তা না হ'লে
অনাথা মরে বা ক্ষোভে। কে আছিস কোথা ?
হত্যা কর মাতৃত্বে ক্ষিপ্তার। এ নাগিনী,
থায় গর্ভ শাবকে ডাকিনী। আহা মরি,
কি চমৎকারিণী বুদ্ধি পেয়েছি মায়ের ?
সন্তানে দিলাম ডালি যমের অঞ্চলে,
মনকে ঠারিয়া আঁখি। মাতৃত্ব এই কি ?
কি করি একাকী ? এরা কেউ তো ফেরেনা ?
আর কে ফিরিবে ? হন্ত ! হলাম অবীরা।

( অর্জ্জুনের প্রবেশ )

অর্জ্জুন  কে নিশ্বাসে দীর্ঘশ্বাস ঘরে ? একি তুমি ?
পাণ্ডবের মাতা কাঁদে, গ্রাম্য অনাথিনী,
পুটপাক মনস্তাপে ? হায় কি অদ্ভুত !
নেহারি এ অস্বপ্নের রূপ ? কুন্তী কাঁদে,
পুত্র যার ধর্ম্মরাজ বায়ু ইন্দ্র সুত ;
অশ্বিনীকুমারদ্বয় জাত মহাভুজ।
একাকিনী মায়ে ফেলে, কোথায় মধ্যম
গেলেন এ অসময়ে ; দিয়ে মনস্তাপ,
নির্জ্জন কুটীর বাসে ? এসেছে ভারত ;
দেখা মা অন্তরদাহে কি বিষের জ্বালা ?
বল মা গৃহের বার্ত্তা শুভাশুভ যাহা।

কেন কালিমাচ্ছাদিত ক্লিষ্ট মুখখানি ;
নয়নে ঝরিছে বারি ? কহ গো জননী,
কে হানিল আকস্মিক দৈবশেলাঘাত ?
কেন এ বিমূঢ় ভাব ? যম দ্বার হ'তে
ফিরাইব, নচিকেতা যাহে অপরাগ ;
সুদূরপ্রসারী মাতঃ এ ভুজ যুগল।

কুন্তী। ভারত ! ভীম কি আছে ? খিল শুভাশুভ
পরপারে পাঠায়েছি তারে। পুত্রখাকী
এ কাল নাগিনী ; তোদের সবংশে খাবে।
চলে যা এ স্থান হ'তে ; পালারে পাণ্ডব।
এ মায়া রাক্ষসী মায়ে অগ্রে বধ কর।

অর্জ্জুন। কোথা সে চর্ব্বিত হাড় উচ্ছিষ্টাবশেষ ?
দেখা মা ভুক্তাবশিষ্ট। কোন্ রাহুগ্রাসে
প্রখর মধ্যাহ্ন অর্কে করে কবলিত ?
কার মা উদর পুষ্ট, পাণ্ডব রক্তের
প্রচণ্ড বলায়ুঃ সত্বে ? দেখা মা নিশানা ;
গেলেও শমন গ্রাসে সবাই মরে না।
ইল্বল ফিরাত যথা উদরস্থ ভায়ে,
"বাতাপে বাহির হও" ডাকি ঘোর রবে ;
মন্ত্রের প্রভাবে কিংবা মায়ার প্রতাপে।
তথা এ গাণ্ডীব বলে ফিরাব সোদরে ;
ভ্রাতৃজিঘাংসুর দণ্ড ব্যবস্থিত করে।

কুন্তী। ওরে সে শমন পুরে হয়ত পৌছাল ;
ক্রমশঃ হতেছে তার শঙ্কা গাঢ়তর।
দুষ্ট বকাসুর মহামাংসের আহার,
সাধিছে ভীমের মাংসে। ওই বৎস শোন,
ভীমের গর্জ্জন ঘোর কম্পনে পবন।
অর্জ্জুন। আর মা ভাবনা মিছে ? চাক্ষুষী প্রয়োগে,
বারিনু আর্য্যের দৈব আসুর সন্তাপে। ( বাণত্যাগ )
ও বাণ মন্ত্রোক্ত বাধে অক্ষয় কবচ,
স্বপক্ষীয় অভীপ্সিতে কালবরাভয়।
দুর্ভাবনা মুছে ফেল ; ও বাণ অভয়।
কুন্তী। দত্তা কার মৃতসঞ্জীবনী ? যে ঔষধি
ভীমের মহার্ঘ প্রাণে দিবে মন্ত্রবারি ?
অর্জ্জুন। এ শায়ক মৃত্যু অবতার। বরদান
দৈব পুরুষের। কুটীরাগমন পথে,
বনপ্রান্তভাগে এক দীর্ঘিকার খাদে,
স্নানার্থী নামিলে স্নিগ্ধ সলিল বিহারে :
প্রকাণ্ড কুম্ভীর জলস্তম্ভণ কৌশলে,
ধরিল সুস্বাদু মাংসবহুল শিকারে।
সপাটে ধরিয়া শুণ্ডে তুলিলাম তীরে।
খড়্গ উত্তোলনে জন্তু ধরি দেব দেহ,
জানাইল স্নিগ্ধ মনোভাব। পুরস্কার,
শক্তি পরীক্ষার, দিল দৈবাস্ত্র চাক্ষুষ ;

মন্ত্রে যে অগম্য লোকে অদম্যে দমিবে।
নির্দ্দেশি প্রয়োগ দীক্ষা লুকাল দেবতা ;
বিজলী মেঘের কোলে ! অব্যর্থ এ শর,
দানিয়া উদ্দিষ্টজনে কাম্য বরাভয় ;
তূণীরে ফিরিবে পুনঃ অজেয় অক্ষয়।

কুন্তী। ভীম যে আশ্বাস দেছে, যাবত্ জীবন,
জলদ গম্ভীর নাদে আত্ম বিঘোষিবে ;
তা না হয়ে দিঙ্মণ্ডলে রাসভনিনাদ,
বহে না কি পাণ্ডবের রণ দুঃসংবাদ্ ?

অর্জ্জুন। ও নাদ পার্থিব নয়। বিপদসঙ্কেত
করিল চাক্ষুষী মোর। ওই যে দাদার
গরজে উত্তাল সিন্ধু ভৈরব হুঙ্কার।

কুন্তী। তোর এ অনুপস্থিতি সাধিত কি মোর,
দুর্গতি কদনুষ্ঠানে ? সে কথা স্মরণে,
সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ নামে। হয়ত বৃদ্ধার,
হইত সখেদাক্ষেপে মৃত্যু অপঘাত ;
নয়ত আতঙ্কে অঙ্গে হ'তো পক্ষাঘাত।

অর্জ্জুন। মাগো ! এ অসূর্য্যম্পশ্যা বধূর বিলাপ,
বীরাঙ্গনা কণ্ঠে শ্রুতিকর্কশ প্রলাপ।
জলদ গম্ভীর নাদ ভীমের ধ্বনিত,
যদ্যপি প্রতীয়মান ; তবে দুর্ভাবনা
এখনো উৎগ্রীব কেন ? চিরহাস্যময়ী

মুখশ্রী মলিনা কেন ? বীরের মরণে,
বিলাপ অকিঞ্চিৎকর। ক্ষাত্রবর্ণাশ্রমে
মৃত্যু মুক্তির নিদান। এক পুত্র গেলে,
রহিত মা চারিপুত্র আরো ; তর্পণের
দিতে প্রতিহিংসা-রক্তগণ্ডুষ মৃতের।
হতাম নির্ব্বংশ নয় ? সে ভয়ে কি মাগো !
বাজ পর্য্যটন পথে, দিগ্‌বিজেতার
বিজয় বাহিনী মুখে, পাঞ্চাল জাতির
গৃহশত্রু বকাসুরে জ্যান্ত রেখে যাব ?
ও স্পর্দ্ধা পাণ্ডব চক্ষে নয় কি দুঃসহ।
ও ক্লৈব্য নয় কি কাপুরুষকার মোহ ?

কুন্তী। এটাকি তোদের তরে সৌখীন ভ্রমণ ?
ভাগ্যের দুর্দৈব নয় ; দিক্‌পর্য্যটন ?
সে দুঃখ জ্বালার প্রকোপে উপর্য্যুপরি,
ছন্নছাড়া তোরা ; সে ভাগ্যচক্রের গতি
ভাবিস স্বস্তির ? জানিনা মৃত্যুর পাশে,
কি ক'রে বেড়াস তোরা সচ্ছন্দ মানসে।

অর্জ্জুন। মোরা যে ভরত বংশ ! মোদের কৃপাণে
দুষ্টের দমন আঁকা, শিষ্টের পালনে।
অসচ্ছন্দ কেন হব' ? হিংসার উদ্গারে,
ঢালিল যে শৈশবে গরল ; সে সংসারে
আধুনিক ভালমন্দ সৌভাগ্য কি নহে ?

আজ মোরা নহি নাবালক। বর্ত্তমানে
অতি বড় ষড়যন্ত্র, শিথিল বন্ধনে,
মৈত্রেয় গুহ্যানুষ্ঠানে। অসতর্ক জ্ঞাতি
মোদের স্বাবলম্বনে। অনাথ বাল্যের
অজ্ঞানে বিষ সঞ্চার বড় ভয়ঙ্কর।
নিরাপদে কবে ছিনু মাতঃ। স্মর সতী!
বৈধব্যের কালরাত্রি হতে অদ্যাবধি।
চেয়ে দ্যাখ্! উদিত কে রাহুমুক্ত রবি,
রক্তাভ ময়ূখমাল্যে? দেখ মা ধূর্জ্জটী
ফিরিছে ত্রিপুরাসুরে ত্রিশূলাগ্রে বধি।
সুস্বাগত ক্ষাত্রকুলরবি! অলৌকিকা
শুনান ও বকাসুর বধ আখ্যাযিকা।

( ভীমের প্রবেশ )

ভীম। নমি মা কল্যাণ মূর্ত্তি! পাণ্ডব প্রসূতি!
বরদে! প্রসন্না হও, ফিরেছে সন্ততি।
যুদ্ধটা হইল ভাই কি এক উৎকট,
আদ্যন্ত হাস্য কৌতুকে রহস্য উদ্ভট।
প্রারম্ভে বালসুলভ কলহ বিভ্রাট;
মধ্যমে গজকুম্ভীর যুদ্ধ পবমাদ;
উত্তরে উত্তরোত্তর ত্রিশঙ্কু শঙ্কট;
অন্তিমে জাহ্নবী তোয়ে ঐরাবত বধ।

বাপ্‌রে আসুর বল এত মারাত্মক ?
মায়াশাঠ্যে এত হঠকারী ? রণোদ্যমে
হেন অক্লিষ্ট প্রকৃতি ? ঈদৃশ মেধাবী
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বুদ্ধির ? তড়িৎগতি
দৃষ্টি পরদোষানুসন্ধির ? চমৎকৃত
করেছে ভীমের বহুদর্শিতা বৈরীর।
ফিরেছে মা ভীম তোর, দেগো পদরেণু :
দে মা সেই অমিয় চুম্বন, মাতৃপ্রিয়
ভীমের ললাটে। সে চুম্বন শিহরণ,
এখনো মাদক উষ্ম, শিরা প্রশিরায়,
ছুটিছে উল্লাসকর ভয় সম্মোহন।
গতায়ুঃ সে অসুর নারকী। যথাক্রমে
যখন ছিলাম ব্যস্ত পরমান্ন ভোজে ;
দেখা দিল অতিকায়। তদবস্থায় সে
হেরিয়া আমায়, বিস্ময় বিমূঢ় রোষে
নিনাদিল জীমূত গর্জ্জনে। রুক্ষ বপু
হল দিগম্বর। কাঁপিল ক্রোধ মূর্চ্ছিত,
ভূমিকম্পে যথা গিরিবর. অন্ধক্রোধে
না ভাবি অগ্রপশ্চাত্, আক্রমণ বেগে,
পড়িল আছাড় খেয়ে। তড়িতাঙ্গে উঠি
ঘেরিলে বৈশাখী মেঘ ; বায়ুদণ্ডে দিনু

আঘাত জমাট পিণ্ডে। মদমত্ত প্রায়
মল্লযুদ্ধ করি কিয়ৎক্ষণ, লম্ফ দিনু
পরস্পর শিরে। কিম্‌কর্ত্তব্যবিমূঢ়,
যেন সে অল্পেই হল বিকলাঙ্গ দেহ।
সহসা রাসভধ্বনি শূন্যে কে নাদিল!
দ্বৈরথে অপারগতা বুঝিয়া বিশেষ,
উৎপাটিল শাল তরুবর; নিক্ষেপিল
ঝড়ের নিশ্বাসে। ক্ষিপ্র দেহ সঞ্চালনে
এড়ায়ে সে কালদণ্ডে, ধরিনু সপাটে;
অজগরে যথা খগরাজ। ছন্দ ছাড়া
লম্ফ ঝম্প করিয়া মায়াবী, ইন্দ্রজাল
করিল বিস্তার। চেষ্টিল বজ্রালিঙ্গনে
বারেক বেষ্টনে। মনঃসঙ্কল্প বিফলে,
সহসা রক্তাক্ত ধূম্রলোচনে অসুর,
অন্তরীক্ষে পুনঃ পুনঃ করি দৃষ্টিপাত্,
দীপ্তিল দিগন্তরাল, হানিল বিদ্যুত্।
গদা মুষ্টি তলাঘাতে, করি জর জর,
নিপাতিনু রুধির কর্দ্দমে। মৃতপ্রায়
তখনো সে যুদ্ধ চায়। ভয়াড়ষ্ট চোখে,
দেখি কি আতঙ্ক ছায়া মুদিল পলকে;
ফেলিল অন্তিম শ্বাস। কই মহেষ্বাস!

জ্যেষ্ঠ স্নেহময় ! এখনো অনুপস্থিত ?
যাই আমি অনাগতে করি উপনীত।

[ ভীমের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। বুঝ মা ভীমের বল। আসুর সংগ্রামে,
অক্লান্ত কঠোরশ্রমে, পুনঃ তপ্তঘামে
বাহিরিল ভরা রৌদ্রযামে। ভিক্ষাশ্রমে,
ভীমে অব্যাহতি দান শ্রমোপনোদনে,
সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য যথা অকিঞ্চিত্‌কর।
ওই যে রাজর্ষি, ধূলিধূসরিত দেহে,
স্কন্ধে ভিক্ষান্নের ঝুলি, দীনাত্মা নরপতি,
ভারতভাগ্যাধিপতি। জীবন নাট্যের
এ এক রোমহর্ষণ গর্ভাঙ্ক গাহিয়া,
মিলিনু রঞ্জন ঘরে, দৃশ্যান্তর সাজে।
আর্য্য সুস্বাগতঃ ! এ দৈন্য ভারতেশ্বরে
নহে সুসঙ্গত। বিশেষতঃ দুর্দ্দিনের
অভিশপ্ত রাক্ষসী বেলায়।

( যুধিষ্ঠির পুরঃসর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রবেশ )

ধিষ্ঠির। মিথ্যা নয়।
হা ভাই। সত্যই তাই। বড় দুঃসময়।
গার্হস্থ্যে মঙ্গল সব। ধর্ম্মাঙ্গ দূষিত,
হইনি ত' কোথা মোর দুস্থ জীবনের ?

মোদের ভিক্ষার ঝুলি বড় রিক্ত আজ ;
দুর্ভিক্ষেরি নামান্তর। মোর বুদ্ধিদোষে
অর্দ্ধ অনশন হবে। পথপ্রান্তশায়ী
এক অভুক্ত পথিকে, লব্ধের দিয়াছি
অর্দ্ধে ; আছে অর্দ্ধ পড়ে। ভীমের কি হবে,
ভাবিয়া মস্তিষ্ক মোর ক্রমে উষ্ণতর।

ভীম। আর্য্য ! মোর নিমন্ত্রণ ছিল এক ঠাঁই :
জুটেছে আকণ্ঠ তাই। শুধু তোমাদের,
হ'লেই পর্য্যাপ্ত ভোগ, নিশ্চিন্ত হ'তাম ;
যাইব ভিক্ষায় নয়, হলে অকুলন ?

কুন্তী। বৎস ! এ অনধিকার চর্চ্চায় লোকের,
জগতে অভাব আনে। ভট্টারক তুমি,
ভাগ্য-তাড়িত হ'লেও ; সুদক্ষ হওনি
আজ' ভৈক্ষ্য ব্যবসায় ? কৃতকার্য্যতার
অভাবে, সামর্থ্যাভাব হয় বিবেচিত।
ভিক্ষাঝুলি চিরদারিদ্র্য সম্বল ; দ্বিজে
তার সেবা নির্দ্ধারিত। ক্ষত্রে মানহানি,
বলিষ্ঠের ভিক্ষা অধঃপতিত জীবিকা।

অর্জ্জুন। আর্য্য ! এ ভিক্ষার ছড়া নহে রাজভাষা।
সার্দ্ধেক কাতর্য্যে, আর স্বল্পাংশ বাক্যেব
ছাদনে, দুর্ভিক্ষ জ্বালা দেখায় জঠর।

রাজশ্রীমণ্ডিত মুখ নিঃসৃত বাণীর,
দারিদ্র্যকাতর কণ্ঠ করে ব্যঙ্গরব।
ভুক্ত মধ্যমার্য্য, আমি অক্ষুধা বিরত ;
ক্ষুধার্ত্তা জননী, তুমি, দুটী নাবালক ;
তোমাদের পর্য্যাপ্ত আহারে, পরিতোষ
হ'লে এ তণ্ডুলে ; পুনর্গমন ভিক্ষায়
অতি লোভ নীতিদুষ্ট ব'লে ক্ষান্ত হোক।
বিশেষ যে বকাসুর বধে শ্রান্ত দেহ ;
তার এ দুর্য্যোগে ভৈক্ষ্যাশ্রমে, বৈকালিক
গমনাগমন হবে তীব্র ক্লেশবহ।
প্রয়োজন হ'লে, মোব গন্তব্য সে পথে ;
কিন্তু ভৈক্ষ্যে অনাসক্তি বৈশিষ্ট্য ভাবতে।
নগর ঘোষণা এক শুনিনু পাঞ্চালে।
বাজাব নন্দিনী নাকি অনিন্দ্য সুন্দরী,
স্ত্রীরত্ন অতি চার্ব্বাঙ্গী ! বয়সে ষোড়শী,
উর্ব্বশী যৌবনোৎসবা ! উচ্চাঙ্গ বিদূষী,
রসালাপে পটীয়সী ! হবে স্বয়ম্বরা,
সে বীর ভর্ত্তায় ; যার অমোঘ সন্ধানে,
তুঙ্গস্থ লক্ষ্যের গ্রহ কক্ষচ্যুত হবে।
ভেদি চক্রব্যূহ দ্বার, মৎস্যে যে ছেদিবে।

যুধিষ্ঠির। আবাহনে নাই, আভিজাত্যের দোহাই ?
কিংবা পাত্রাপাত্রে বিধি নিষেধ বালাই ?

অর্জ্জুন।　আছে সামান্য বর্ণানুসারে। ডাক হ'বে
সবারি পর্য্যায়ক্রমে ; পূর্ব্বপক্ষ হলে
পরাঙ্মুখ। শুভারম্ভে পাত্র স্বজাতীয়,
বিশুদ্ধ শুক্রাভিমানে, প্রসিদ্ধ গোত্রীয়,
বিক্রমে অগ্রণী যারা পুরুষানুক্রমে,
প্রথম প্রবেশ-পত্র পাবে সে মণ্ডপে।
অতঃপর অক্ষত লক্ষ্যের, ছায়াপটে
সবাই দর্শনী পাবে ; যে হবে সাহসী
পাণিগ্রহণে ঋদ্ধির।

যুধিষ্ঠির।　　　　স্বর্ণ সুযোগ
সম্মুখে সমুপাগত। আত্মম্ভরিতার
এ অনন্যসাধারণ রাজ-আন্দোলনে,
নিশ্চয় গাঙ্গেয় দ্রোণ প্রভৃতি সজ্জন,
দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক কজন,
জরাসন্ধ্য শিশুপাল শল্য সুযোধন ;
উত্তর আর্য্যাবর্ত্তের মহামান্যগণ ;
বিন্ধ্যাচল দাক্ষিণাত্যবাসী ধূরন্ধর,
আসিবে সদল ভৃত্যে মহামল্লগণ :
ও রূপৈশ্বর্য্যের খ্যাতিমুগ্ধ প্রলোভনে ;
প্রসঙ্গে পাঞ্চাল মৈত্রী লাভের সম্ভবে।
সে বীর্য্যপয়োধিবক্ষে, বিচিত্র বীর্য্যের,
উত্তাল তরঙ্গে বেলা না তোলে কল্লোল ?

তবে যে গোপন মৃত্যু রটেছে মোদের ;
হবে তা সত্য সাব্যস্ত নিঃসন্দেহ রূপে।
অতঃপর ভীষ্ম দ্রোণ দৃঢ় বিশ্বাসের,
ভিত্তিতে তুলিবে স্মৃতিস্তম্ভ মরণের।
ওই স্বয়ম্বরা সভা হোক প্রাথমিক,
বিজ্ঞাপন আত্মোন্মোচনের। জয়শ্রীর
বৈজয়ন্তী-সমুজ্জ্বল রথে, আদর্শের
প্রশংসিত প্রাজাপত্য পথে, আন যবে
লক্ষ্য আঁখি মুক্ত কবি শ্রীমঙ্গল ঘটে ;
পাণ্ডব আনন্দমঠে। ও ঘট ভাঙিলে,
পড়িবে পাণ্ডব নামে মৃত্যু যবনিকা ;
জাগাবেনা কেহ আর সুপ্ত বিভীষিকা।

ভীম। এই তো পাণ্ডবার্য্যের যথাযোগ্য কথা।
পাঞ্চালে মোদের চাই ; পাঞ্চালী নবোঢ়া
পাণ্ডব শুদ্ধান্তঃপুরে হোক স্বয়ম্বরা,
পুরন্ধ্রী পার্থের বধূ। চল দাদা যাই ;
অন্দরে ভিক্ষান্ন পাক করিতে ত্বরিত্।

[ সকলের অন্দরে প্রবেশ।

পট পরিবর্ত্তন।

---

# সপ্তম সর্গ

## স্বয়ম্বরাভিযান পর্ব্ব

স্থান—পাঞ্চাল স্বয়ম্বর সভা প্রাঙ্গণ

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

পাত্র—দ্রুপদাদি পাঞ্চালগণ ; ভীষ্মাদি রাজগণ ;
দ্রোণাদি ব্রাহ্মণগণ ও সভাসদ্‌গণ

ধৃষ্টদ্যুম্ন। মহামান্য, ক্ষাত্র মহামণ্ডলে বিশ্রুত,
চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয়, সুক্ষত্রিয়
অন্যেতর যত শস্ত্রজীবী, পারগামী
লক্ষ্যভেদী বিদ্যাবারিধির, বৈবাহিক-
সভাকক্ষাসীন শুন ক্ষত্রবীরজাতি—
ওই ঊর্দ্ধ শূন্যে, উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিকে
নিরবলম্বিত, মীনচক্ষু বাণমুখে
যে পারে ছেদিতে, অধোমুখে লক্ষীভূত,
স্ফটিকের স্বচ্ছ জলবিম্বাবলোকনে,
মহাশূন্যে স্থিতিমান মৎস্যাক্ষি মণ্ডলে,
মধ্যাকাশে ঘূর্ণমান চক্রব্যূহভেদী,
যে ওই মহোল্কাখণ্ডে ভূতলে পাতিবে,
জ্যারোপিত কার্ম্মুকের অমোঘ সন্ধানে ;
সে হবে পরমাত্মীয় বাক্‌দত্ত পণে ;
সম্ভ্রমে পাঞ্চালী পাণিস্পর্শের লগনে।

ভীষ্ম। ব্যবসা বার্দ্ধিক্য ব্রহ্মচর্য্যে বাধা নাই ?
পাঞ্চাল কুমার হও যথার্থতঃভাষী।
ধৃষ্টদ্যুম্ন। বারণ বৈশিষ্ট্য নাই, সর্ব্বসাধারণী
প্রতিষ্ঠার শ্রীক্ষেত্র মন্দিরে। নিষ্ঠাচারী
স্থবির গাঙ্গেয় ! অল্পবয়সী বালিকা
অযোগ্যা চতুর্থাশ্রমে। সংসার ত্যাগীর
হলেও দানের পাত্রী ; উরু বিক্রমীর
কাশীকন্যা স্বয়ম্বরা দুর্ঘটনা ফলে,
ও আদর্শে পীড়নের দুর্নাম রটেছে।
বরঞ্চ সম্মত হ'লে অধ্যক্ষ গ্রহণে,
নির্ব্বিঘ্নে উদ্‌যাপিত হবে নারীব্রত :
বীর্য্যশুল্কা হবে বীরভদ্রে নিবেদিত।
নয় ত এ যোগ্যতার পরীক্ষা প্রণালী,
নিষ্ঠুর তাণ্ডব নৃত্যে, হবে কেলেঙ্কারী।
দ্রোণ। একক্ষেত্রবিশেষে বিধি নিষেধ, অর্হতে
হইল কালোপযুক্ত। ক্ষাত্র সমিতির,
যদি না অব্যাহতাস্ত্র কেহ সার্ব্বভৌম্,
বীর্য্যোৎসাহ দেন পূর্ব্বচরিত্র প্রভাবে ;
সম্বর্দ্ধনে নিশ্চয়তা পারিশ্রমিকের,
প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসবোধিনী : সঙ্কল্পিত
লক্ষ্যভেদ হবে নাক' সাফল্যে মণ্ডিত।
দুর্নিরীক্ষে নিরাধারা মীনাক্ষি তারকা,

দৃষ্ট যে চক্রান্তরালে ; ও অবগুণ্ঠিতা
ছিদ্রানুসন্ধের কোথা রহস্য এখনো।
কাহার কটাক্ষ বাণে হ'যে ক্ষত আঁখি,
হবে ও ভূতলমুখী ? বিশেষজ্ঞ কেহ,
এখনো বলিতে নারে। এ সভাস্থ কেহ,
হবে যে প্রতিষ্ঠাবান, আশা করি নাক'।
ভীষ্ম ব্যতিরেকে আর জনৈক পারিত,
থাকিলে জীবিত লোকে।

দ্রুপদ।　　ভোঃ স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ !
ধর্ম্মানুশাসক, শান্তিরক্ষক গাঙ্গেয়।
ভোঃ ক্ষাত্রবরেণ্য প্রাজ্ঞ ! হে রাজন্যগণ !
শুনুন পাঞ্চাল পণ। যে কোন ধানুকী,
সর্ব্বাগ্রে ক্ষত্রিয় ভুজ, অসমর্থতায়
নিষ্ঠাবান দ্বিজ বীরবাহু, ব্যর্থতায়
বৈশ্যজ, শূদ্রজ বিনা অনার্য্যজাতীয়
সঙ্কর, অন্তজযোনিঃ, হ'বে অধিকারী
ক্রমশঃ বর্ণানুসারে, পুরোগামীগণ,
হলে পরাঙ্মুখ, লক্ষ্য পরীক্ষা করণে।
তথাপি অসিদ্ধ পণে, আর্য্য সমাজের
যে কেহ বীর্য্যাভিমানী পান্থ অনাহূত
হবেন পরীক্ষাপ্রার্থী। হ'লে সিদ্ধকাম,
হবে সে জামাতা মোর, স্নেহে অন্যতম।

দুর্য্যোধন। আজ্ঞা দিন পিতামহ যাই লক্ষ্যভেদে ;
বরিতে সৌভাগ্য লক্ষ্মী পাঞ্চাল প্রাঙ্গণে।

ভীষ্ম। আজ্ঞা যে না দে'য়া ভাল ! ওই লক্ষ্যভেদ,
শস্ত্রে অনালোচিত এখনো। ধনুর্ব্বেদ
অধীত যা আচার্য্য গোচরে, অঙ্গহীন
অদ্যাপিও পরিশিষ্টে। ও মন্ত্রের ঋষি
বাসুদেব ; ও যন্ত্রের শিল্প অলৌকিক।
ও লক্ষ্যভেদের মন্ত্রপ্রয়োগ বিজ্ঞান,
জ্ঞাতব্য হরি ভক্তের ; পরে ইন্দ্রজাল।
হয়ত' বা বীজমন্ত্র জানিত ফাল্গুনী ;
আর যদি জানে দেখি কর্ণ গুণমণি !
বলে ও ভার্গব-বটু ! দেখিব সন্ধানে
কতটা ভার্গব ভর্গ জ্বলে ও শায়কে।
তবুও দিলাম আজ্ঞা ! দেখ সুযোধন
পার যদি উদ্ধারিতে কমলে কামিনী ;
রাষ্ট্রীয় যশোবর্দ্ধনে উজ্জয়িনী মণি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। বীরভদ্র ! ধর ধনু। জলবিম্ব জালে
লক্ষ্য স্থির করি ; জ্যারোপিত ধনুর্গুণে
অনীড়ে নিক্ষিপ্ত বাণে বিধে মৎস্য আঁখি :
পাবেন পাঞ্চাল-কন্যা বাক্‌দত্তা পাণি।
দেখুন স্ফটিক বিম্বে মৎস্যাক্ষি লাবণী।

দুর্য্যোধন। অরে ! ও লক্ষ্যের পথে, চক্র ঘুরিতেছে !

পৌরুষের সিদ্ধিমার্গে যথা শনৈশ্চর।
পথ ঘনরুদ্ধদ্বার, চক্রব্যূহাকার,
পলকে উন্মুক্ত হয়ে, নিমেষে লুকায়।
ও ঘূর্ণি বিবর্ত্তমান সুড়ঙ্গ প্রবেশে,
চিত্রে পরিচালিত সন্ধানে, অধোমুখে
ভূলুণ্ঠিত করিলে মৎস্যাখি, পাঞ্চালীর
হ'ব পাণিগ্রাহী, এ দুরাশা লোভনীয়
হ'লেও রাজার, প্রমত্তে অলিকতম
স্বপ্ন যাদুকরী, বিশ্ববাসীর বিস্ময়।
তবু একবার দিব অন্ধকূপে ঝাঁপ্,
ভাগ্যের লিখনে থাকে ঘটে অসম্ভব।

( বাণ ত্যাগ )

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ব্যর্থ শর পড়িল ঠুংকারী. ভো ক্ষত্রিয়!
ক্লৈব্যে বা সংযমে বিনা নিষিদ্ধ বিবাহ.
শিক্ষার চরমোৎকর্ষে লক্ষ্যভেদ করি,
সিন্দূরে অনূঢ়া সীঁথি সিমন্তিনী কর।
শ্রীকন্যা-চন্দন মাল্য মঞ্জুল পাঞ্চালী,
নেপথ্যে অপেক্ষা করে জয় মূর্ত্তিমতী।

শিশুপাল। দাও ধনু পাঞ্চাল কুমার। কি কৌশল
ঘিরেছ লক্ষ্যের পথে দেখি একবার।
পথ ত নিরুদ্ধ প্রায়। শরদিন্দুনিভ
নীরদ পটলে, পদ্ম-পত্রাক্ষি লক্ষ্যের

চিররুদ্ধমূলী অবগুণ্ঠন আড়ালে ;
কভু দৃষ্টি হানে যেন চঞ্চলা চমকে।
অদৃষ্ট লক্ষ্যের প্রতিবিম্বিত সঙ্কেতে,
গুণে সুসন্ধিত হয়ে, অনিশ্চিত পথে,
বিঘূর্ণ চক্রান্তর্গত মৎস্যে যে ছেদিবে,
তাদৃশ শায়ক আজো বিধাতৃ তূণীরে,
শিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকৃত হইনি গচ্ছিত।
পাঞ্চাল ! সোদরা তব রহিবে অনূঢ়া ;
ও রন্ধ্র যমের বন্ধ। বিধ মহাশর,
চালিত ভাগ্যের মন্ত্রে, চক্রব্যূহ দ্বার।
( বাণ ত্যাগ )

ধৃষ্টদ্যুম্ন। স্পর্শিল না গুপ্ত দ্বার, ফেরে ব্যর্থ শর ;
মূর্চ্ছিল বিদীর্ণ পক্ষ জটায়ু দুর্ব্বার,
বিস্মরি বীর্য্যাপবাদ্ মৃত দীনাত্মার।
কে আছ সুধন্বী আর ? গাত্রোত্থান কর ;
পাণিপ্রার্থী হও অনূঢ়ার। সুমধ্যমা
পাঞ্চালী অযোনিজন্মা, অলোকসম্ভবা,
অহল্যা ললামভূতা, রাজোদ্যান লতা,
স্ত্রীগৌরবে হ'বে অঙ্কশায়িনী যাহার,
হবে সে মদনানন্দে সুরথঙ্গ মার ;
অথবা কলত্র পুণ্যে পুরুষাবতার।
কেন এ উৎসাহ ভঙ্গ করে বাক্‌রোধ ?

নাহি কি এমন কেহ ধনুর্দ্ধারী যোধ ?
লভিতে শৃঙ্গার সুরা পাত্র ধারিণীর ,
যৌবন উছল রূপ-জ্যোৎস্না বারুণীর ?
যে লক্ষ্যে মনুষ্য বুদ্ধি আবিষ্কতে পারে ;
মনুজ অধ্যবসায়ে কেন না ভেদ্য সে ?
কর্ণ ।　ও বাণী পৌরুষ স্তুতি, উৎসাহদ্যোতক,
কিন্তু যুক্তিতে অকাট্য নয় ।　বুদ্ধিযোগে
হ্রাস বৃদ্ধি হয় ভাগ্যবশে । বর্ষাকাশ
মেঘমুক্ত হ'লে তাহে হাসে পূর্ণচাঁদ ;
যতই শুক্লপক্ষীয় হোক তারানাথ ।
নয় ত অজ্ঞাত পথে ঘোরে লগ্ন পথ ।
এ লক্ষ্য তেমতি রাশিচক্রের নিয়তি ;
কার লগ্নপতি, কেহ বলিবারে নারে ।
দুরন্ত শস্ত্রশিক্ষার, গুরু অধ্যাপনে,
লক্ষ্যভেদ অধ্যায়ের ব্যবস্থা বিধানে,
ঘূর্ণমান চক্রভেদী আয়ুধ বিজ্ঞানে,
উপদিষ্ট হইনি কোথায় । তুচ্ছজ্ঞানে,
হয়ত অনালোচিত ছিল এ অধ্যায়,
গুরুব্রহ্ম কেশরীর ।　অভিশপ্ত করে,
হয়ত পূর্ণাঙ্গ বিদ্যা দেননি অপ্রিয়ে !
যাহাই মনুষ্য বুদ্ধি আবিষ্কতে পারে,
তাহাই মনুজসাধ্য ।　কিন্তু ও লক্ষ্যটা

অতিমানবী বিস্ময় হেতু, লঙ্ঘনীয়
হবে তার, ভাগ্য যার দৈবানুগৃহীত।
দেখিব সত্তানুরূপা বিস্তার প্রভাবে,
ওঠে কিনা রাজগ্রহ মোর ভাগ্যাকাশে।

ভীষ্ম। সূতপুত্র! পরিচয়ে কোন পত্রিকায়,
রক্তাক্ত শিরোনামা রঞ্জিত টীকায়,
অথবা ভার্গব মন্ত্রসূত্র মেখলায়,
নামাঙ্কিত হবে উৎসাহীর? কি বর্ণের,
কোন গোত্র অন্তর্গত হবে কর্ণধার?

কর্ণ। অসহিষ্ণু কর! কর্ণের লুঙ্গুল পেলে
ত্রস্ত হ'তে তুমি যূথপতি। সিংহ গ্রাসে
মেলি দন্ত বন্যবরাহের, হিংস্রকের
জাতি কৌলিন্য পৌরুষে। আভিজাত্য রবে,
কর্ণ হ'তে নিকটস্থ নাইকো ভাস্করে।
অঙ্গপতি লাঞ্ছনার পতিত অঙ্গনে,
উচ্ছৃঙ্খল কর্ণে যা দেখিছ, উঞ্ছবেশ
ইহা তার, পেতে আভিজাত্যে দরবার।
নতুবা বৈদূর্য্য-মণি উজ্জ্বল ললাট,
সহজাত কুণ্ডলের দীপ্তি না হরিত,
পর অনুগ্রহে আত্মবঞ্চিত না হ'তো।
যাওরে ভাগ্যাধিপতি অদম্য সাহসে,
ছিদ্রানুসন্ধানে লক্ষ্যে বিধ বক্র মুখে।

( পুরচারিকা দূতীর প্রবেশ )

দূতী। স্তপুত্র। তূণে প্রতিনিবৃত্ত শায়কে।
পাঞ্চালী পরাঙ্‌মুখী দিতে শুভ্রপাণি
স্তের অস্পৃশ্য করে, দাম্পত্য ধারণে।
তথাপি বিদ্যার মহামন্দির চত্বরে,
যদ্যপি পরীক্ষা দিতে চান অঙ্গপতি,
জামদগ্ন্য ক্ষত্রিত্ব গৌরব, তবে তিনি
পূর্ব্বাহ্নে শপথ পত্রে করুন স্বীকার,
উচ্চ কুলোদ্ভবা গুহ বধূ সংশালায়,
রাখিবে, র শাভিমান যেথা রক্ষা পান।

কর্ণ। উহাই অবশ্যম্ভাবী। রে পুরচারিকে!
কর্ণের এ বীর অঙ্গ দিতে সঙ্গসুখ,
সবাই সুপাত্রী নয়। এ কর্ণের চোখে
বিশুষ্ক রূপজ মোহ। অব্যর্থ সন্ধানে,
বিঁধে যদি লক্ষ্যের কবচ, জয়ফল
রাজপুত্র সুযোধনে করি অঙ্গীকার।
লভিবে মহিলা তোর শুদ্ধান্তঃপুরের,
ভদ্রাসনে রত্নবেদী মণি মাণিক্যের।
যাও বাণ, রক্ষা কর জামদগ্ন্য নাম।

( বাণ ত্যাগ )

ধৃষ্টদ্যুম্ন। এও যে নিষ্ফলা হ'লো। বজ্রাগ্নিশলাকা,
ছুটিয়া মহোল্কাবেগে, বিদ্যুত্‌বলাকা

মবছি পড়িল মন্ত্রমুগ্ধা বিমোদরী।
আব কে ক্ষত্রিয আছ ? কে আছ ব্রাহ্মণ,
কে আছ রে ধনুর্দ্ধারী ভিক্ষু মহাজন ?
শস্ত্রে অভিজ্ঞান শুধু দাও যোগ্যতাব ;
লভিতে সাক্ষাত্ লক্ষ্মীরূপা পাঞ্চালীব,
অক্ষত যৌবন শুভ্র স্পর্শ সমাগম।
উঠ পূর্ণ কব পাঞ্চালেব পণ ; পাবে
আর্য্যাবর্ত্তে গরীযসী নাবী চূড়ামণি,
পুষ্পবতী অপ্সবাব মধু আস্বাদন।

দ্রোণ। যদি মোব ধনুর্বিদ্যা বিধে লক্ষ্য ভালে ;
অন্নদাতা সুযোধন সে জযন্তী ফলে,
হইবে সত্বাধিকাবী স্ত্রৈণ ব্যবহাবে।
মোর উপলক্ষ্য শুধু অসিদ্ধ পণেব,
দেখাতে সাফল্যলাভ, যদি সাধ্য হয।
কন্যা স্বযম্বব ক্ষেত্রে পিতাব প্রবেশ,
পূর্ব্ব সম্বন্ধ জড়িত : কি যে দৃশ্য কটু,
বিশদ বর্ণনা তাব অত্যুক্তি বিশেষ,
হবে এ সুহৃদ মঞ্চে। ক্ষেত্র বিশেষেব,
বীবত্বে ধিক্কাব শুধু কবে উৎসাহিত,
সমব অভ্যস্ত ভুজে। মীনাক্ষি লক্ষ্যেব,
বহির্ম্মুখী ছিদ্রে স্থিতিস্থাপকতাভাব।
শারদীয় মেঘপুঞ্জে যথা চন্দ্রকলা ;

গবাক্ষের চক্রের অর্গলে, কদাচিত্
চমকিছে ক্ষণপ্রভা অসূর্য্যম্পশ্যার।
ও রুদ্ধ পথের গন্ধে প্রবেশিলে বাণ,
বিঁধিবে ও লক্ষ্য, তবে হবে সিদ্ধিলাভ;
আমার জয়ন্তী বিঘ্নবহুল দুর্ঘট।
যাও বাণ বিদ্যা অনুরূপ; তবলিকা
কুমারীর আন মানভঙ্গের পত্রিকা।

( বাণ ত্যাগ )

দ্রুপদ। তাই ত আচার্য্য দ্রোণ, হ'ল অপারক,
শেষে কি স্বকৃত পণে হনু আহাম্মক?
উৎসাহ নিষ্পন্দ প্রায়, রণধরন্ধর
যারা শস্ত্রবিশারদ, সভয়ে নির্ব্বাক
হ'ল, যেন শবালয়। যুবসম্প্রদায়
হ'ল কি উৎসন্নপ্রায়? চির কৌমার্য্যের
হবে কি অক্ষয় ভবে সীঁথি অসিন্দূর,
অভাগিনী পাঞ্চালীর ভালে? আর্য্যভূমি
হ'ল কি নির্ব্বীর্য্য আজ? থাক আর্য্য কেহ
এ বীর্য্যদৈন্যের গ্লানি অবিলম্বে মুছ।
পাত্রাভাবে রয় যেথা উদ্ভিন্নযৌবনা,
কিশোরী অক্ষতযোনি; অফলা মধ্যমা;
সে দেশের অন্ধকারময় ভবিষ্যত্।

যুধিষ্ঠির। ভাই অসহ্য বীর্য্যোপহাস ; সুবাসিনী
নান্যপূর্ব্বা রহিলে অবিবাহিতা, বীর্য্যবতী
নারীত্বের সভ্যতায় হবে ধিক্‌কার।
উঠ, সিদ্ধ কর অসামান্য পণ ; শুন
ধৃষ্টদ্যুম্ন বারম্বার হানে বাক্যবাণ।
ক্ষাত্রমান্যে করে হেয়জ্ঞান। শৈবধনু
ভাঙি রামভদ্র, যেমন মৈথিলী হাসি
ফুটাল কোশলে ; তেমতি ও মৎস্য আঁখি
বিঁধি শরাসনে, তপ্তকাঞ্চনী পাঞ্চালে,
পাণ্ডব রাষ্ট্রীয় ভমে, আন সিংহ যানে ;
একদা যে রাজলক্ষ্মী হবে ভভারতে।

অর্জ্জুন। যথা আজ্ঞা ; আসে কিন্তু জড়ের সঙ্কোচ্।
রণগুরু দ্রোণাচার্য্য হ'ল অপারক ;
ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রপাল বিস্ময়ে অবাক।
এলে একলব্য, ওঠেন ও শান্তনব,
তাতেও সন্দেহস্থল। অবশিষ্ট আমি ;
দেখি কি আমার ভাগ্যে ঘটে শুভাশুভ।
পাঞ্চাল কুমার ! দাও ধনুর্ব্বাণ ; আমি
বারেক চেষ্টিব বর্ণে হলেও উত্তম্ ;
লোভ সম্বরণে ক্ষেত্রবিশেষে অক্ষম।

১ম ব্রাহ্মণ। কেরে আহাম্মক ! ওটা কি উন্মাদ নাকি ?
আত্মম্ভরী মহাভণ্ড কোথাকার লোক ?

শুনি রাজনন্দিনীর প্রাপ্তি যোগাযোগ,
দুর্লোভে কি করে বসে দেখ গণ্ডগোল।
কেটা ওই স্বর্ণরোমা কুরঙ্গ শাবক ?

২য় ব্রাহ্মণ। পরামর্শি ওহে লম্বোদর। অতিলোভ
নিগ্রহ কারণ ভূত হয় সবাকার।
প্রকৃতিস্থ কর মতি ক্ষিপ্ত অভাগার।

৩য় ব্রাহ্মণ। কারা গোটা ষণ্ডামার ? বিতাড় সত্বর,
নয় ত সদল বলে অপদস্থ হব।
যে দুষ্ট কুলকলঙ্ক, দুষ্কর্ম্মে এদের,
তজ্জাতায় অনেকের শূলদণ্ড হবে।
নয় ত বিদায়রিক্ত ঘরে যেতে হবে।

যুধিষ্ঠির। স্থিরোভব ভদ্রগণ। এ লক্ষ্যভেদের
আহ্বান সার্ব্বজনীন আপামর জনে।
কটূক্তির পৌনরুক্তি করে উদ্বেলিত
অন্তঃসলিলা পৌরুষে। ধর্ম্মাঙ্গ পূরণে
দ্বিজের নির্লিপ্ততার অপবিত্রকর,
নারীর প্রতিজ্ঞাপূর্ণ ব্রতোদ্‌যাপনে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। যান বীরবর পূর্ব্ব উত্তমীর পথে।

অর্জ্জুন। আয়ুষ্মান্! হেরি বিম্বে লক্ষ্যের লক্ষণ,
দেখি মোর সাধুকৃত কি করে সন্ধান,
উদ্ধারিতে শাপভ্রষ্টা বস্তাঅনুপম ?

বীরার বংশানুমত গৌরব রক্ষণে,
চেষ্টিব অপৌরুষেয় দৈব মহাবলে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধর ধনু আজানুলম্বিত ভুজে। এ যে,
ক্ষাত্র বীরবাহু, তীক্ষ্ণ বীরত্বব্যঞ্জক ;
বৃষস্কন্ধ, বক্ষ বজ্রকঠোর উন্নত ;
কপোলের চিহ্নে জয়টীকা : আঁখিদ্বয়
শশী সূর্য্য-প্রভ। কঠোর পুরুষকার
তারুণ্যে প্রখর। এইবার সম্ভবতঃ
পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরা বাক্‌সিদ্ধ হবে :
নয় ত মরণাবধি কৌমার্য্য বটাবে।

অর্জ্জুন। যাও বাণ মুক্ত কর মৎস্যাক্ষি কেতন।
( বাণ ত্যাগ।

হের সভ্যগণ ভূমি চুম্বিল তারকা ;
হইল নক্ষত্রপাত আঁখি বিদ্যুল্লেখা।

সভাসদ্। ওহো হো ! বিঁধেছে লক্ষ্য ; কে তুমি হে বট ?

অর্জ্জুন। যে কেহ হই না কেন ? অসাধ্য সাধন
করেছি ; প্রদত্ত হোক প্রতিশ্রুত ধন।
ও প্রশ্ন ওঠে কি আর পাত্র বিচারের ?
এখন কালোপযোগী ক্রিয়া করণীয়।

ভাণ্ড। অবশ্য হ'বে তা ভিক্ষু ! জয়মালা তব।
দ্রুপদ রাজন ! কর অভীষ্ট সফল,—
করি কন্যা দান ; পাত্রী স্বয়ম্বরা হোক :

দ্রুপদ। শান্তনব ! শিরোধার্য্য হল ও মন্ত্রণা ;
যাও প্রতিহারী, দধিমাল্যে সুলক্ষণা,
সালঙ্করা পাঞ্চালীরে লয়ে এস হেথা।
হে সৌম্য ! সম্ভবমত পাল বর প্রথা।

( সখী সমভিব্যাহারিণী পাঞ্চালীর প্রবেশ )

শল্য। মরি কি নিখুঁত শিল্প রূপ রঞ্জকের !
সার্থক অপূর্ব্ব রূপকল্পনা লোকের।

জরাসন্ধ। আমরি ! অনিন্দ্যকান্তি নবনীত দেহে,
মুক্তার লাবণ্য গলে ; উগ্র তাপসের
টলাইতে তপৈশ্বর্য্যে। হেন অঙ্গরাগ
শোভিত মধুরাপাঙ্গে রতি অনঙ্গের।
সৌন্দর্য্য উদাস ওই বৈরাগ্য বল্কলে,
সরমে হতশ্রী হয় লাবণ্য বিজলী ;
কুণ্ঠায় মূরছি পড়ে। ওহে দ্বিজরায় !
তুমি ও চপল প্রভা রাখিবে কোথায় ?
সর্ব্বোচ্চ সুবর্ণ হারে করিয়া বিক্রয়,
দুঃসহ দারিদ্র্যে দাও জন্মের বিদায়।

১ম রাজা। আমি কোটী স্বর্ণ মুদ্রা দিব বিনিময়।

২য় রাজা। আমি অর্দ্ধ রাজ্য ভাগ দানিব হেলায় ;
যথা পাঞ্চালের, পেলে দ্রোণ উপাধ্যায়।

৩য় রাজা। কুবের ভাণ্ডার সম আকর অক্ষয়,
এক সুবর্ণের, দিব সদ্যঃ বিনিময়।

শিশুপাল। ওহে ও রাজন্যবর্গ! বাদ প্রতিবাদে
এত আত্ম অসম্মানে কিবা প্রয়োজন?
সবাই সজ্জিত হ'ও চতুরঙ্গ বলে।
পাঞ্চাল জামাতা যবে হইবে বাহির,
অনুসঙ্গী নবোঢ়া পাঞ্চালী; সবিনয়ে,
পুনশ্চ সদল বলে, রত্ন বিনিময়ে
করিব যাচঞা পণ্যে; প্রত্যাখ্যাত হ'লে
লইব বলাত্কারে। সাধারণ্যা করি
বারাঙ্গনা ঘৃণ্য লোকালয়ে, স্বেচ্ছাক্রমে
করিব বরাঙ্গ সেবা অতিদর্পিতার।
রোধিলে পাঞ্চালে দিব শিক্ষা সমুচিত;
হয়েছে বরের ক'নে, কোথায় উর্ব্বশী?
ভীষ্ম। আরে মল' বাচাল বর্ব্বর! পূজাঙ্গের,
ভূতশুদ্ধি অত্যাবশ্যক যেমন; তথা
পাতিব্রত্যে কুদৃষ্টির শুদ্ধি করণীয়।
বাক্যে নয়, বাহুবলে যদি আস্থা রয়,
বাহিরে প্রস্তুত হও। কটু দুর্ভাষীর
অশ্লীলতা সভাকক্ষে ক'রোনা উদ্গার।
বিহিত বিবাহোৎসবে, নবীন দম্পতি
দাঁড়ালে পথের যাত্রী, ক'রো আক্রমণ;
বীরত্ব দেখাও যদি থাকে গুপ্তধন।
সাবিত্রি! সঙ্ক্ষেপে মাল্য বদল করিয়া,

কালগ্রস্ত সত্যবানে অনুবর্ত্তী হও।
নিষ্কলুষ চরিত্রের বলে, বীরবালে!
দেখাও নারীত্ব নহে তুচ্ছ ক্রীড়নক,
পর চিত্ত বিনোদনে ; কাচখণ্ড নহে
ক্ষণভঙ্গুর পরশে। বীর্য্যে অর্দ্ধাঙ্গিনী
নারী, দাড়ায় স্বামীর বামে, ওজস্বিনী
প্রমীলা, সেতায় সহমরণ-সঙ্গিনী।
জিজ্ঞাস কল্যাণী, পাণিগ্রহণে অথবা,
বদলী কাঞ্চনমূল্য অভিপ্রেত দ্বিজে ?
এ রূপ যৌবন ভোগ বাসনা বিক্রের,
হবে শোভনীয় হলে অমিতৌজসের ;
নহে ত ষণ্ডের কুচমর্দ্দনালিঙ্গনে
নারীর বিরতি যথা ; তথা অসঙ্গতি
ঘুচে না, বারাব হলে নির্ব্বীর্য্যে পীরিতি।
সমস্যা বুঝিবা অগ্রপশ্চাত্ দেখিবা,
করিবে সমবোত্তম মতি স্থির করে।
ও সর্পসঙ্কুলে হিংসা, অগুরু চন্দনে
হবে মারাত্মক, বীর্য্যে গড়ুর না হলে।
অর্জ্জুন　দেব! প্রশ্ন যে অস্বাভাবিক! নারীধন
নহে পণ্য ব্যবসা ক্ষেত্রের। ক্ষত্রিয়ের
নীতিভ্রষ্টাচারে, হয়ত নারীরূপে
হস্তান্তর হয় প্রয়োজন ? ব্রাহ্মণের

ব্রাহ্ম বিবাহিতা, পত্নীর সতীত্ব পরে
মাতৃত্বমূলক। যজ্ঞসূত্র মেখলার
অযোগ্যা সহধর্ম্মিণী রাজন্য প্রথার।
শৌর্য্য বলে যদি কেহ পাঞ্চালী ধর্ষণে
দুঃসাহসী হয়ে থাকে ; তার আস্ফালনে
মন্দীভূত না করিলে, প্রিয়া সমাগমে
জন্মে কি ধর্ম্মাধিকার ?   ও বলদর্পের
সংঘর্ষে সহযোগিতা ধর্ম্মাঙ্গ যে মোর।
অসমর্থ আপনায় হেরি রণভূমে,
ভাবী পত্নী দায়িত্ব গ্রহণে ; বিধিমতে
তখনি অজের ব্যাঘ্রী লিপ্সা পাশরিব।
একমাত্র ভিক্ষা মাঙি অধ্যক্ষ গোচরে :
যে ভাবে নিরস্ত্র আমি, দেহ বর্ম্মহীন,
তাহাতে সহস্রে একা যুদ্ধ সুকঠিন :
যদি না কার্ম্মুক পাই দিগ্‌বিজেতার ;
যদি না কৃপাকটাক্ষ পাই দেবতার।

ভীষ্ম। নিশ্চয় পাইবে জিষ্ণু যোগ্যতম ধনু,
ধর্ম্মপত্নী রক্ষণে দ্বিজের। রে বালক !
কোন রণ বিদ্যালয়ে, কার অন্তেবাসী,
দীক্ষিত ধনুক ধর্ম্মে, ঈষু চালনায়,
সাহসী হ'তেছ ক্ষাত্র সঙ্ঘ শকতির
মেরুদণ্ডে করিতে প্রহার ?   অগ্রিমায়

দিলে শিক্ষা পরিচয় বিশেষাস্ত্র দেয়।

অর্জ্জুন। রণবিশ্ববিদ্যালয় পরশুরামের
হলে ভগ্নচূড়, মহাপ্রস্থানে গুরুর ;
সশিষ্য সদ্ভাব-বটু দ্রোণ উপাধ্যায়,
বসাইল ব্রহ্মবক্তে রণবিদ্যালয়,
কেন্দ্রিয় হস্তিনাপুরে। সে ছাত্রাবাসের
আমিও ছিলাম ছাত্র। এতদূর্দ্ধ কিছু
অবাচ্য অজ্ঞাতবাসনিষ্ঠ পথিকের।

ভীষ্ম। দ্রোণাচার্য্য, শিষ্যে তবে কর ধনুর্দান ;
রক্ষিতে শিষ্যার জাতি-কুলধর্ম্ম-মান।

দ্রোণ। স্মরণে আসে না কিন্তু গোত্র নাম ধাম।

অর্জ্জুন। স্মরণে কি ছিল গুরো ! একলব্য নাম ?

দ্রোণ। অহো হো ! বুঝেছি বৎস ! ধর ধনুর্ব্বাণ ;
লইব মস্তকাঘ্রাণ ভর্যাভিনন্দনে।
কোথা দৈবী কার্ম্মুক গাণ্ডীব, দেবদান
পেলে যে খাণ্ডব দাহে ? ও বিচিত্র ধনু
রচি বিশ্বকর্ম্মা, দিল উপেন্দ্রে যৌতুক ;
দেবের যজ্ঞান ভাগ হরি' দৈত্যাসুর
যবে হ'ল বিশ্বভীতি। ধরি ও কার্ম্মুক
হরি, কুলক্ষয় করিল দুষ্টের। ক্রমে
হলে সে গচ্ছিত ন্যাসস্বরূপ অনলে ;
দিল সে প্রত্যুপকার স্বরূপ খাণ্ডবে।

যুগজীর্ণ কোথা সে গাণ্ডীব ? কোথা দৈব
অক্ষয় তূণীর ? কোথা ভ্রাতৃগণ তব ?
সবন্ধু সংহত হও ; মোরা পৃষ্ঠদেশ
রক্ষিব যদ্যপি বিঘ্ন ঘটে বিজাতীয়।

ভীষ্ম। কন্যা সম্প্রদান কার্য্য তবে হ'য়ে যাক।

অর্জ্জুন। মহাভাগ ! কেমনে সম্ভব ? পরাজয়ে
মোর পত্নী রবে কি পাঞ্চালী ? দ্বিজদারা
হরিলে ক্ষত্রিয়ে ; ব্রহ্ম মনু রোষানলে
ভরি ক্ষত্রহত্যা বিঘোষিবে। সেকারণ,
যতক্ষণ রাজবাঞ্ছা না করি নিরাশ ;
তদবধি না স্পর্শিব নারীরঙ্গবাস।
আপাততঃ বাগ্‌দত্তা পাণি পরশন
স্থগিত রাখিয়া, দিব ক্ষত্রে বিভীষণ
সংগ্রাম ; দণ্ডিতে স্বেচ্ছাচারিত্বে উত্তম।
কামান্ধ পাপের দণ্ড দানিতে নির্ম্মম।

দ্রোণ। তবে শীঘ্র হও রণসজ্জায় সজ্জিত ;
বাহিরে রণদুন্দুভি বাজে অবিরত।

ভীম। মোরা অপ্রস্তুত নহি। পাঞ্চাল তোরণে,
রক্ষিত গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীর
পার্থের সমরায়ুধ ; গদা ভল্ল শূল
ভীমকরকণ্ডুয়ন। আয় সব্যসাচী !
দোঁহে মিলি প্রধূমিত সমরাগ্নিরাশি,

ফুৎকারে নিঃশেষ করি। দ্বিজসৈন্যব্যূহে
রচিয়া গোলকধাঁধা ; ভীষ্ম দ্রোণ কৃপে
রাখি দ্বারী পুরোভাগে ; তন্মধ্যে গোপনে
রক্ষিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা পুরাঙ্গনাজনে,
অদূরে রোধিব সিংহশার্দ্দূল বিক্রমে,
ক্ষাত্র ফেরুদলে। একা ভীষ্ম যদি পারে,
হরিতে কোদণ্ড বলে কাশী কন্যাত্রয়ে,
ক্ষাত্র মেরুমন্দার বিদারি ; পৌত্রদ্বয়ে
কেননা সক্ষম হবে, পাঞ্চালী জয়ের
বাজাতে বিজয় ভেরী ? নমি পিতামহ !
এখনো জীবিত আছি ! ফিরি হস্তিনায়,
জ্বালিব বিদ্রোহানল। কুরুকুমৎলব,
উলঙ্গ দুরভিসন্ধি, পাণ্ডব বধের,
শুনাব প্রকৃতিপুঞ্জে, নিয়োগি দুর্ম্মুখে।

অর্জ্জুন। নমি পরমার্য্য তাত ! নমি গুরুদেব !
করুন শুভাশীর্ব্বাদ, ফলে মনোরথ।

[ দ্রোপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্থান

শিশুপাল এস সবে রণরঙ্গে করি ঝম্পদান ;
পাণ্ডব কুমার ওরা নহে অন্যজন।
এ সুযোগে অরক্ষিত অনাথ পাণ্ডবে
না মারিলে, ভবিষ্যতে আর কোন মতে,
কেশস্পর্শ করিবার সঙ্গতি না হবে।

ও পার্থ দক্ষিণ হস্ত দুষ্ট যাদবের,
হৃতরাজ্য উদ্ধারণে ; ওই ভীমার্জ্জুন,
নহেক উপেক্ষণীয়, হ'লেও বালক ;
ভুজঙ্গ শাবকে কেবা ভাবে ক্রিড়নক ?

জরাসন্ধ। কিন্তু যে সাহস বীর্য্য দেখায় পাণ্ডব ;
উহার কোথায় উৎস বুঝ কি বান্ধব ?
ও মেঘবাহন কৃষ্ণ ; ভীষ্মাদি জলধী,
দানিছে প্লাবনভীতি, উদার প্রগতি,
পাণ্ডবীয় নদে ; যার ভীম বন্যা হাঁকে
একদা ভারতবর্ষ গণিবে বিপদ।
চল যাই ; দেখি যুদ্ধে মিলে কি সম্পদ।

[ জরাসন্ধ, শল্য ও শিশুপালেব প্রস্থান

কর্ণ। ওরা কি পাণ্ডব তবে ? ওরাই পাণ্ডব।
কি হ'ল ! অনল জিহ্বা দিল কি উদ্গার ?
অথবা ভৌতিক কাণ্ড ? প্রত্যক্ষপ্রমাণ
হ'ল, সন্দেহ স্থুলভ ? অতি হর্ষামোদে,
হেরিনু কি ভুজঙ্গ রজ্জুর ! তাই হবে।
নিতান্ত দুষ্পচ ওই অমেধ্য আহারে,
অগ্নির অরুচি হ'ল। ম'রেও মরে না।
যা হোক দেখিগে চল সজ্ঘশকতির
মস্তকে কে পদাঘাত করে বাক্যবীর।

[ কর্ণ ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান

ভীষ্ম।　চিনেছ আচার্য্য শিষ্যে ?　লোলচর্ম্ম হলে
বহুক্ষণ লাগে বুঝি বর্ণপরিচয়ে ?
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্ষাত্র অনাচারে,
চলুন রক্ষির দ্বিজ অনাহুত জনে।

দ্রোণ।　বাহিরে তুমুল ঝড় ওঠে বৈশাখের,
চল ভীষ্ম, দেখি রণসামর্থ্য শিষ্যের।

[ ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রস্থান

দ্রুপদ।　ধৃষ্টদ্যুম্ন ! পার্শ্বরক্ষী হও জামাতার .
দুর্ভাবনা নাই, ওরা পাণ্ডব কুমার।
সসৈন্যে আবৃত্ত পক্ষে হ'ও অগ্রসর।
আমি অগ্রে ব্রহ্মীষ্ঠগণের নিরাপদ
দিয়ে রসবাস, যেতেছি পশ্চাত ভাগে।

[ সকলের প্রস্থান

( পট পরিবর্ত্তন )

---

## অষ্টম সর্গ

স্থান—একচক্রান্তর্গত পর্ণকুটীর।

কাল —অপরাহ্ন।

পাত্রী—কুন্তী—একাকিনী উপবিষ্টা।

কুন্তী। হা হতোস্মি! কেন আজ জন্মদুঃখিনীর,
অন্তরে আনন্দরশ্মি বাজে পূরবীর?
লীলাময়! কেন মর্ম্ম সুর সঙ্গতের
নাটকীয় ঐক্যতানে পুলক সঞ্চার?
অভ্যুদয় উদ্বোধনী সঙ্গীত লহরে,
ফুকারে ভবিতব্যের বংশী নহবতে?
গৃহস্বামী গৃহে অনুপস্থিত এখনো;
বেলা যে প্রতীচীপ্রান্তে ক্রমে ঢলে পড়ে।
গ্রামস্থ সবাই ভোজ দক্ষিণা প্রত্যাশী
দ্বারস্থ পাঞ্চালপুরে। গৃহস্থ ভিখারী
কেউতো ফেরে না ঘরে, ভরি ভিক্ষাঝুলি?
ওই কি গ্রামোপকণ্ঠে গর্জ্জে কোলাহল?
যেন কে শ্বাপদে ক্ষিপ্ত করেছে রাখাল?
গুঞ্জন ক্রমশঃ গন্ধ বহি দুর্য্যোগের,
বধির করিছে কর্ণে। সদক্ষিণা ভরি
ভোজে স্থূলোদর দ্বিজ, করে দিগ্বিদিক
গতাগতি কীর্ত্তি বিজাতীয়। দীননাথ!

বিনামেঘে বজ্রাঘাত ক'রো না আবার।
মুক্তকচ্ছ কেন ধায় দ্বিজ সম্প্রদায়,
ভয়াতঙ্কে দিশেহারা ? যেন কৃতযুগে,
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কোপে দ্বিজ পরিবারে,
গ্রামগৃহ পরিত্যাগে ছন্নছাড়া গতি।
নারায়ণ, জানিনাক কি আছে কপালে ?
ওই যে গৃহস্থাগত : সম্বাদ কুশল ?

( ব্রাহ্মণের প্রবেশ )

ব্রাহ্মণ।　কুশল ত দেখি না কোথাও ? লক্ষ্যভেদে
সবাই বিমুখ হ'লে, কৌন্তেয় কিশোর
উঠি দ্বিজ মঞ্চ হতে ; দ্বিজ অনুসৃত
যথা রামভদ্র, লক্ষ্য বহস্তে ছেদিল।
হেরি তা বিস্ময়রোষকষায়িত আঁখি,
ক্ষত্রিয়ের ক্ষুব্ধ অহমিকা ; ঝঙ্কারিল
সমস্বরে, বলাৎকার করি নারীত্বের,
ছিনাইতে বাগ্‌দত্তা দারা। রণরোল
ধ্বনিল ঝনাত্‌কারে ; বাণ বৃষ্টি ধারা
বর্ষিল মুষলধারে। কোথায় পালাই ?
দেখি দুটী পক্ককেশ মহা ধনুদ্ধর,
যেন বিরিঞ্চি ত্র্যম্বক, সে জনসঙ্কুলে
পথ মুক্তি দিল যত পান্থ অনাহুতে।
তাই মত্ত জনস্রোত করে দ্রুতপদে,
ধাবন গৃহাভিমুখে।

কুন্তী।          মাভৈঃ হে ব্রাহ্মণ।
কহ সেই ব্রহ্মচারী শ্যামল যখন,
পশিল অরাতি কুঞ্জে ; তখন সে ভুজে
ছিল কি গাণ্ডীব, পৃষ্ঠে অক্ষয় তূণীর ?

ব্রাহ্মণ। ছিল ধনুক বিশাল, সমুজ্জ্বল যথা
রামধনু ; পৃষ্ঠে স্বর্ণ পুঙ্খ পতত্রীর
যগ্ন শিখিচূড়া। ছুটিল বৈশাখী ভানু
দিঙ্মণ্ডল করি প্রজ্জ্বলিত। অগ্রে ভীম
সপ্তাশ্বের আকর্ণী চালক, বিদারিল
ঘনীভূত মেঘপুঞ্জে, মুক্ত করি পথ।
অতঃপর কোলাহলে ভয়ে ইহাগত।

কুন্তী। বেশ করিয়াছ বাপু। এর চেয়ে শ্রেয়ঃ,
কুন্তীর সুসমাচার আনে নাই কেহ ?
যান অন্তঃপুরে বিপ্র ! শ্রমোপনোদনে ,
বসি আমি শিব ধ্যানে, অশিব মোচনে।

( উপবেশন )

নমঃ শিবায় শান্তায় তুবিথাঙ্গ সাধু।
নমঃ গঙ্গেশ উমেশ ত্রিজগত্ গুরু।
নারীর ইষ্টদেবতা বিশ্বমনতোষ ;
জীবের ভাগ্যবিধাতা, ত্রয়ীবিদ্যাকোষ।
ওগো ! শিব, সাম, শান্ত, করুণানিদান ;
ওগো আশুতোষ নীলকণ্ঠ গুণধাম।

শ্মশানে মশানে থাক' নাচাও প্রমথে ;
কুসঙ্গে কুরঙ্গে মাতি থাক' মত্তসুখে।
একবার চক্ষু মেলি চাও কৃত্তিবাস !
ব্যথিতা নন্দিনী কত করে হাহুতাশ ?
সন্তান সমরে রয়, ওগো মৃত্যুঞ্জয় !
ভুলিয়া থেক' না বাগ্‌দত্ত বরাভয়।

( সমাধিস্থা )

ব্রাহ্মণ। ধন্যা মা গর্ভধারিণী স্থুর সন্তানের।
মাতৃ হৃদয়ের, এত উচ্চস্তরে কভু,
দেখি নাই নারী সম্প্রদায়ে। দেখিয়াছি,
তুমি দেবী নর খাদকের, লেলিহান
রসনা ক্ষুধায়, নরহত্যা নিবারণী,
বলি দেছ আপন সন্তানে। পুনরায়
কামোন্মত্ত ক্ষত্রিয়ের লুব্ধ জিগীষায়,
আক্রান্ত শুনিয়া পুত্রে, শার্দ্দূল বেষ্টিত
উষ্ট্র বাহিনী ঊষর ক্ষেত্রে, যে ধৈর্য্যের
দেখালে দৃষ্টান্ত তাহা চিরস্মরণীয়।
এ অনন্যসাধারণ নারী প্রগতির,
আদর্শ অদৃষ্টপূর্ব্ব। নারী স্বভাবতঃ
সন্তান স্বার্থের পক্ষপাতিত্বে দূষিত ;
মুহূর্ত্তে হারায় মনঃ সংযম প্রভৃত,
হেরিলে সন্তানে কভু কালকবলিত।

হেন বলবতী বৃত্তি সন্তানবতীর,
অগ্রাহ্য করে না বিধি। দাও আশুতোষ!
মহামৃত্যুঞ্জয় রক্ষাকবচ অমোঘ;
ব্যর্থ যা করিবে কালপাশ কৃতবন্তের।
ওই যে জাজ্বল্যমানা পঞ্চমুখী দীপে,
আরতি হোমের শিখা মাতৃ পূজা ঘরে।
শিবের দুয়ারে সাধ্বী সত্যাগ্রহ করে;
ডাক উচ্চৈঃ, ধ্যানমগ্না সহজে কি নড়ে!

( দ্রৌপদী অনুঃসর পঞ্চ পাণ্ডবের প্রবেশ )

অর্জ্জুন। মা! মা! এ কৌন্তেয় তোর সর্ব্বাঙ্গে অক্ষত।
সাথে কি এনেছি দেখ। লক্ষ্মীরূপা,
পাঞ্চালের অন্নপূর্ণা ঘর আলো করা।

কুন্তী। ( স্বগত ) ভিক্ষান্নের পঞ্চ পাত্রে তুল্য বিভাগের,
বণ্টনে, বর্দ্ধন কর আনন্দ মায়ের।
অঁ্যা! কি বলিনু বিভ্রমে? কে ওটী মৃন্ময়ী!
ঘরোজ্জ্বলা রাজলক্ষ্মী পশ্চাতে কে ওটী?
আয় মা সৌভাগ্যরাণী, জয় মূর্ত্তিমতী
পুনরভ্যুদয় যোগে।

দ্রৌপদী। শ্বশ্রূঠাকুরাণী!
সেবিকা পাঞ্চালকন্যা ভর্ত্তানুগামিনী।

অর্জ্জুন। ধ্যান সমাবিষ্টা হয়ে অন্তর্জগতের,

সাঙ্কেতিক সার্থক ভাষায়, প্রত্যাদেশ
দানিলে যা মাতৃহৃদয়ের, প্রতিপদে
শব্দার্থ গৌরবে, বৈদিকে সাবিত্রী যথা,
অর্জ্জুনে অলঙ্ঘনীয় অক্ষরে অক্ষরে।
হোক ও ভাবার্থে উপন্যাস রসিকতা :
হোলেও প্রলাপবাচ্যা ? প্রাচীর প্রভাতী
যদি জাগে প্রতীচীর ; পিক স্বরে যদি
ক্ষরে কা কা কলরব ? তবু তপতির
কণ্ঠচ্যুতা স্বরলিপি দৈবী পরিভাষা।
শিরে আশীর্ব্বাদী মাতঃ দাও পদরজে ;
পুত্র পার্থ যেন ওই চরণ প্রসাদে,
অর্ঘ্য দিতে পারে নিত্য রত্নাঞ্জলি ভরে
বিশ্বের বিষয়ৈশ্বর্য্যে, রিক্ত করপুটে,
অভিন্নাত্মা ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্মীশ্রী বন্ধনে ;
আত্মস্তবী হ'তে শুধু বন্ধুর প্রণয়ে,
আকণ্ঠ নিমজ্জমান হ'তে সে সঙ্গমে।

ভীম। ভাবের অমৌলিকতা, সুসভ্য ভাষায়
হলেও অবগুণ্ঠিতা ; বাস্তব জগতে
বটায় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে চাপল্য চিত্তের।
একা নারী পঞ্চজনে কেমনে রঞ্জিবে ?
তুষিবে অনঙ্গরসে ? এ কলঙ্ক ডোর
আর্য্যে কুসংস্কার, শ্রুতিবিরুদ্ধ কঠোর।

অর্জ্জুন। তবে কি ভারত মাতা, চটুল সান্ত্বনা
করেন সন্তানে তাঁর ? ও কুণ্ঠারুধির
ভরে কি ভীষ্মাদি বীর বীর্য্যের ধমনী ?
বলুন সরল বাগ্মী ! বিষতুষ্ট হলে,
ক্ষবিত কি মাতৃত্বের দিব্য পয়োধরে।

যুধিষ্ঠির। মা ! ওই অতিদোষিতা ভীমের ভাষায়,
উদার অমায়িকতা পার্থ রসনায়।
এর সামঞ্জস্য বিধি দিতে পারে ব্যাস ;
আর পারে বাসুদেব ধরাবক্ষে আজ।
মোর ক্ষুদ্র মতে, পার্থ দেয় উপহার,
দানের অযোগ্য, আর্য্য সমাজে নিন্দিত,
পুরাণ প্রসিদ্ধ রীতি বিরুদ্ধ হ'লেও,
সাদরে গ্রহণযোগ্য ভাব শুভ্রতায়।
জয়ের নির্ম্মাল্য ওই স্নেহোপঢৌকন,
যৌথের হ'লেও তীব্র অব্যাবহারিক,
হইবে যজ্ঞীয় ভাগ, যদিও পাঞ্চালী,
জ্বালায় শৃঙ্গার বাতি, সন্ধ্যা আরতির ;
পঞ্চমুখী দীপ মাল্যে নৈশ পূজারিণী।
নয় ত উচ্ছিষ্ট ভোগে বিরতি তৃপ্তির।

অর্জ্জুন। ভোগের উচ্ছিষ্টদাতা, সমাজ স্বার্থের
হয় কি উদারপন্থী ? দানে আবিলতা
অঙ্গবিশেষ নগ্নতা ; সেথা সঙ্কীর্ণতা

হয় দান পণ্ডকারী। দ্রৌপদী দানের,
নিষ্ঠা কি আন্তরিকতা না থাকিত মোর,
মাতৃবাক্য পালনের সংসাহসে শুধু,
যুক্তি মীমাংসায় অন্ধ না হতাম কভু।
মোর ধর্ম্মে মাতৃ বাক্য যথা দৈবাশীষ,
আদিষ্ট শুভানুষ্ঠানে ; ইতিকর্ত্তব্যতা
তার, সন্তানে বিচার্য্য নয়। মাতৃবাণী
বক্ষে মোর স্বস্তির নিশ্বাস ; অব্যাহতি,
দুর্ব্বহ ভারাবনত শ্রান্ত জীবনের।
একে আমি কপর্দ্দক-রিক্ত ভবঘোরা,
তাহাতে সমুদ্রগামী ছিন্ন পালভরা,
পোতের আরোহী ; পথে অর্ণব গিরির,
চোরা আকর্ষণী, অতিমুগ্ধতা নারীর,
করিবে দোলায়মান চিত্ত আরোহীর ;
অন্ধ মাঝি, কি সাহসে সন্ধ্যা পাড়ি মারি ?
এ দান দাতার নয় দারিদ্র্যে ভরণ ;
অমৃত বণ্টন ইহা মোহিনী হস্তের,
সোদর আদিত্য সঙ্ঘে। শৃঙ্গার সুরার
দয়া ক'রে হও আর্য্য সম অংশীদার ;
বারুণী হস্তের ভাণ্ডে, যথা ভাগীদার—
হলেন আদিত্য সঙ্ঘ মন্থন সুধার।
নিরুৎসাহে করিও না এ ভাব নিষ্ঠায়

নিষ্ফলা অকিঞ্চিৎকর। প্রাচী সভ্যতায়
হ'লেও নিন্দিত বহুপত্নীত্ব নারীর,
আর্য্যের আবহমান যৌন ব্যবহারে ;
যদিও এককালীন পত্যন্তর বাসে,
একটী উদাহরণ সতী ইতিহাসে,
পুরাণে দ্রষ্টব্য নয় ; তবু মনে হয়
ও মাতৃবাক্যটী যেন ভবিষ্যত্ বাণী,
মোদের সময়োচিত যোগ্য যুগবাণী।
মাতৃবাণী সন্তানে অমোঘ, বৈধাবৈধ
প্রশ্নের অতীত। চিরন্তন লোকাচারে
ঘটালেও ঘোর বিপর্য্যয় ; ভাঙনের
দিলেও নিষ্ঠুর দৃশ্য সমাজ তীর্থের,
ও মাতৃ বাক্যটী মোর গুরুমন্ত্র কাণে।
ভীম। মাতৃবাক্য গুরুমন্ত্র জানি ; কিন্তু ভাই
কদর্য্য অশ্লীল উক্তি মায়ের যোগ্য কি ?
কর্ত্তব্যের দূষিত অন্বয় হেন, অস্বীকারি
চিরাচরিত অভ্যাসে, সৎসাহসে হেন
অতিরঞ্জিত প্রয়োগ, নীতিভ্রষ্ট পথে
হেন অবৈধ গমন, হেন স্বৈরাচার
মহিলা চরিত্রধর্ম্মে, অমানুষিকতা
হেন গার্হস্থ্য জীবনে, ক্ষমার্হ কি হবে
তোমারি সুহৃদ্বর ধর্ম্মস্বরূপের ?

পেতাম সাহায্য কিছু নারী প্রগতির
হইতাম আশাবাদী ; কিন্তু যে বিধানে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিপন্ন সবাই ;
সর্ব্বত্র অশান্তিকর গৃহশৃঙ্খলার ;
হলেও বেদসম্মত, স্মার্ত্তানুমোদিত,
আমার মতানুসারে হবে সে অন্যায়।
বিশেষ ভ্রাতৃত্বে উহা নগ্ন কপটতা,
স্নেহে প্রবঞ্চনাময়, হবে নিঃশ্রেয়স
পার্থের সৌভাগ্যোদয়ে, অসূয়া-প্রকাশ।

অর্জ্জুন। সৌভাগ্য যা মোর অভিধানে, সে দুর্লভে
পৃথক রেখেছি দাদা আত্ম উপভোগে ;
বণ্টন করিনি তার। সে সখ্য সম্পদ,
আমার মানস-সরোবরে পদ্মনাভ ;
দাম্পত্যোপভোগে হয় শৃঙ্গার সরস ;
আমার ও সখ্য-মধুচক্রে ষড়রস।
স্ত্রীত্বের অবমাননা করিতে চাই না ;
কিন্তু মোর পৌরুষের মুগ্ধ জীবাকাশে,
চৌষট্টি কলায় কৃষ্ণচন্দ্র তম নাশে।
তুমি ভাব প্রবঞ্চনা, আমি দেখি স্নেহ ;
তোমার বিবেকশাঠ্য ; মোর বক্ষে মিঠা
কারুণ্যপ্রবাহ ; ওই উপদ্রব হিংসা,
দুর্দ্দিনে ভরষা। অনুজের ক্ষুদ্র প্রাণ

পূর্য্যমান শ্রীকান্তধ্যেয়ানে। পাঞ্চালের
নারী কহিনূর, একের তত্ত্বাবধানে
হইলে গচ্ছিত ; স্বামীত্ব বিপন্ন হবে।

যুধিষ্ঠির। ব্যক্তিগত হলেও যুক্তি : দানব্রতে
কক্ষ প্রত্যাখ্যানে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রো না।
দানের বরষা কবি মৃত্তিকা সুফলা,
সুমিষ্ট পানীয় ভবে শুষ্ক তড়াগের।
দাতা প্রতিগ্রহিতার আনন্দবর্দ্ধক
দান যজ্ঞ, আদি ধর্ম্ম মনুষ্যলোকের ;
সে ধর্ম্মাঙ্গে, তর্কাতর্কি ব্যঙ্গ পরিহাসে
অমান্য না করি, ইচ্ছা বুঝি পাঞ্চালীর,
আমরা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলিব বিবাহ ;
যদি না ইত্যবসরে আসে দ্বিজ কেহ।

দ্রৌপদী হে মহানুভব ! লক্ষ্যভেদে স্বয়ম্বরা
হলেও পাঞ্চালী, পণে বর্তি বিক্রেতার
কি আছে স্বাধীন বৃত্তি, রোধিতে ভর্ত্তার
সবাক্ মনোভিলাষে ? একটী মিনতি
শুধু আছে বিনীতার :—স্ত্রীত্বোপকরণে
একপতি সঙ্গ যবে করিব নির্জ্জনে ;
পত্যন্তর প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ রবে।

অর্জ্জুন। উত্তম প্রস্তাব ; মোর সমর্থন পাবে।
প্রধানতঃ পঞ্চঋতু উৎসবে শ্রীমতী,

রচিবে পঞ্চাঙ্ক দৃশ্যবহুল নাটকী ;
পালিয়া নিষ্ফলাঋতু-বিশ্রাম বিরতি।

( ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ )

ধৃষ্টদ্যুম্ন। আমার অনধিকার প্রবেশানুমতি,
জিজ্ঞাসা সাপেক্ষ নয়। যেথা গৃহাঙ্গনা
মোর সহোদরা , সেথায় অবাধগতি।
নেপথ্যে থাকিয়া আমি বিবাহ বিভ্রাট,
স্বকর্ণে শুনেছি সব। বীর্য্যশুল্কা হলে,
তাহা যে যথেচ্ছাচারে উপভোগ্যা হবে ;
এ যুক্তি কি সুবুদ্ধির সমর্থন পেলে ?
পণবদ্ধা নহে কারো অস্থাবর নিধি ,
দান প্রতিগ্রহে তার দেখি না সঙ্গতি।
যে পণে উদ্ধারকর্ত্তা, ভদ্রা তার দারা ,
অন্যের সে বস্ত্রাগণ্যা। জয়ে স্বত্ত্ববান্,
শুনবে অনার্য্যপন্থা, নবোদিতবাদী ;
নারীর পতিই এক , তদতিরিক্ত যে
সে পরপুরুষ জার। পাঞ্চাল কুলজা
অগ্নিকন্যা চার যাজ্ঞসেনী, করিবে কি
স্ত্রী আচার বারাঙ্গনা সম ? শুধুই কি
কুলকলঙ্কের ? নারীমাহাত্ম্য দূষণে,
দিবে এ রোমহর্ষণী কুৎসার টিপ্পনী।

যুধিষ্ঠির। কটূক্তি করোনা ভাই! ভগ্নিপতি তব
অর্জ্জুন স্বনামধন্য। ঘটনা প্রবাহে
আজ ব্রাহ্মণ বল্কলে, দ্বারস্থ পাঞ্চালে
আত্মপ্রকাশ উদ্যোগে; অক্ষত্রিয়োচিত,
ঘুচাতে অজ্ঞাতবাস, জ্ঞাতিকৃতপাশ্।
মোরা যে অনার্য্যপন্থী, হ'তেছি সংস্কারে,
কণ্টক সমাজতন্ত্রে, দোষী ভ্রষ্টাচারে,
জেনেও তা সব্যসাচী কহে, "মাতৃবাণী
পুত্রে মুক্তিমন্ত্র যথা তত্ত্বমসি বেদে।"
বলিতেছ একাধিক জার? পত্যন্তরে
ক্ষেত্র কিন্তু নয় অনৈতিক। অনৈতিক
হ'লেই তা অধর্ম্ম হয় না। অধর্ম্মের
হেয়ালী পৌরুষে প্রতিবন্ধক নহেক।
খ্যাত সাম্যবাদী মধ্যপন্থীদের কেহ,
কৃষ্ণচন্দ্র, বেদব্যাস অথবা গাঙ্গেয়,
যদ্যপি ব্যবস্থা দেন সন্তোষজনক;
বিমুখি বাধোপপত্তি, কাটিবে দুর্য্যোগ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বুধশ্রেষ্ঠ আছেন বাশিষ্ঠ, রাজগৃহে,
আমন্ত্রণ পাঠায়েছি তারে; শুভযোগে
দিয়ে পদরজঃ এই ঘনপর্ণশালে
দানিতে মীমাংসাপত্র বৈধ বিবাহের।
থাকে শ্রুতি বাক্য, কিংবা স্মার্ত্তমতবাদ,

শাস্ত্রীয় ব্যবস্থালিপি ব্যাস সঙ্কলিত,
পাঞ্চাল পশ্চাত্‌পদ হ'বেনা কখন।
যদবধি নাহি ফিরি বক্ষ অনূঢায়,
কৌমার্য্যে অবিচলিত অকুত-কুণ্ঠায়,
তারুণ্যে অনাস্বাদিত অক্ষত হিয়ায়।

[ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রস্থান

ভীম। হা! হা! হইবে তাহাই; হও দ্রুতগামী।
ও স্পষ্টবাদীত্ব কুলসর্ব্বস্ব বন্ধুর,
মোটেই অশ্লীল নয়। ভাষার কুরুচি
হ'লেও বিরক্তিকর; সত্যের ভ্রূকুটী
কিন্তু সহৃতামূলক। আত্মম্ভরিতায়
সমাজের স্বার্থে পদাঘাত, ইচ্ছাধীন
হ'লেও বলীর, নীতিবিরুদ্ধ ধর্ম্মীর।
ওই যে স্বয়মাগত ধৌম্য পুরোহিত।

( ধৌম্যের প্রবেশ )

সকলে। স্বাগতঃ সনাতননিষ্ঠ সাত্ত্বিক ঋত্বিক!
ধৌম্য। শতায়ুঃ জীবনানন্দে ভুঞ্জ রাজপীঠ।
পাঞ্চালী বিবাহ-লগ্ন-পত্র প্রণয়ণে,
প্রেরিত কন্যাপক্ষীয় কুলাচার ক্রমে।
অদ্যই গোধূলি লগ্নে শুভ বিবাহের,
পুণ্যাহ রয়েছে সুতহিবুক সংযোগে;
উত্তরফল্গুনী ভগদৈবত পরশে।

সহসা তমসাচ্ছন্ন চন্দ্রজ্যোতি কেন
নেহারি সৌভাগ্যগর্ব্বী শুক্ল আকাশের ?

যুধিষ্ঠির।　সংসারে অপরিপক্ক, গার্হস্থে নবীশ,
পাণ্ডব হ'য়েছে কিম্‌কর্ত্তব্যবিমূঢ়।
জীবের সামান্য ধর্ম্মে, নিত্য প্রয়োজনে,
গিয়াছিনু ভিক্ষা আহরণে : মন্ত্রণায়
মার কাছে গুপ্ত রাখি অন্তরভিলায।
জয়শীলে রাজশ্রীমণ্ডিতা, মানময়ী
বরিলে নির্ম্মাল্য মাল্যে, হল দৈববাণী ;
'ভিক্ষান্নের পঞ্চভাই, ভাগবাটোয়ারায়
হ'লে একান্নবর্ত্তী,' জননী জিহ্বায়।
কহ দ্বিজরায় !　স্বতঃস্ফূরিত উক্তি
গর্ভধারিণীর, কি ক'রে অগ্রাহ্য করি ?
কেমনে বা স্ত্রীর পতি হ'বে একাধিক ?
ইতো নষ্টস্ততো নষ্টঃ হয়ে, শুভাশুভে
বিবেকান্ধ হই।　কহ কুলপুরোহিত !
কিরূপে উভয় কুল রেখে, রক্ষা পাই ?

ধৌম্য।　সর্ব্বনাশ ! অতিন্দ্রিয় সুষুপ্তাবস্থার,
অসাড় জিহ্বাগ্র হ'তে স্খলিত যে বাণী ;
তাহা যে সমাজতন্ত্রে প্রয়োজ্য কতটা,
তাহাই বিচার্য্য আগে।　সতীত্ব প্রদীপ
হ'লে কলঙ্কী একটী, ক্ষতিপূর্ণ তার

হয়না শতাশ্বমেধে। সতীত্ব গৌরব
জাতিবৈশিষ্ট্য আর্য্যের। মাতৃ অপবাদ
অল্পাধিক পুত্রে মহাপাপ। প্রত্যাদেশ
প্রত্যাহার করিলে পাবনী, মোর মতে
সংশয় কুহেলা ভেদী উঠে পূর্ণচাঁদ।

অর্জ্জুন। সমাধিস্থা মায়ের উচ্ছ্বাস, নহে ভাষা—
চমৎকারিত্ব ক্ষিপ্তার। ভ্রান্ত অতীতের
অস্বীকার প্রায়শ্চিত্ত নহে ক্ষত্রিয়ের।
ক্ষত্রিয় শোধিতে বাধ্য শোণিত তর্পণে,
মায়ের কৃতাপরাধ। বলুন ব্রাহ্মণ!
অনূঢ়ত্ব কিংবা বহুভর্তৃত্ব উত্তম?

ধৌম্য। জিজ্ঞাসা তোমারি যোগ্য: কিন্তু মাতৃপ্রীতি
অশোভন মুখবন্ধ সতী অখ্যাতির।
ওই যে স্বাগত শাস্ত্রনিয়ন্তা জাতির।

( সকলের উত্থান, বেদব্যাস ও
ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ )

সকলে। জয়স্তু স্মার্ত্তবাগীশ! ব্যাস তপোধন!
পাদ্যার্ঘ্য কৃতাচমনে আসনস্থ হোন।

বেদব্যাস। পাণ্ডব সপরিবারে হও সিদ্ধকাম।
পাঞ্চাল প্রমুখ শুনে বিবাহবিভ্রাট;
ব্যতিব্যস্ত এলাম ঝটিতি। দিব আজ
বিধি অবিধির, খণ্ড অনর্থ নির্ঘাত।

অর্জ্জুন।    জয়তু ! জয়তু ! ব্যাস শাস্ত্রদিবাকর !
সংশয় তিমিরাচ্ছন্নে জ্যোতিরবতার।
বেদব্যাস।    তোমারি বাসনা পূর্ণ করিতে বৈষ্ণব !
বাশিষ্ঠ বিধিরাদিষ্ট হেথা শুভাগত।
ধৌম্য দিবে মন্ত্রপাঠ শুভবিবাহের ;
স্মার্ত্ত মত দিবে ব্যাস নব্যবিধানের।
তথাপি যুক্তির পথে এস পূর্ব্বাপর,
বিচার পুঙ্খানুপুঙ্খ করি কর্ত্তব্যের।
ধৌম্য।    বিচারে কে পূর্ব্বপক্ষ ? বাণী পুত্রদের
উচ্ছ্বাস স্বয়ম্ সিদ্ধ। আদি আর্যঘোষ
অর্থানুগামিনী হ'য়ে ফলে মনোরথ।
নব্য স্বাতঃ সিদ্ধদের বাক্ অর্থমুখী,
অন্তরায খণ্ডিলে দৈবানুষ্ঠানে। ব্যাস
ঋষির অগ্রণী, বিধি দেন বিধাতার
মত ; যাহা দৈববাণী সম ক্রিয়াশীল।
যদ্যপি শাস্ত্রানুমত, হোক সম্পাদিত
ব্যাসের তত্ত্বাবধানে। মুক্ত পুরুষের
বিধানে কটাক্ষপাত করা সুভঙ্কর,
লৌকিক বাদানুবাদে।
অর্জ্জুন।    মনোজ্ঞ ব্রাহ্মণ !
উহাই মোদের মনঃসঙ্কল্প এখন।
ব্যাসের নেতৃত্বে যদি পরিণয়োৎসব,

নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হয, সে দাম্পত্য ডোরে
কে কবে শিথিল গ্রন্থি, কুৎসা বটনায ?
মূক হ'বে নির্লজ্জ দুর্ম্মুখ, নিন্দকের
হবে বাকরোধ। কে জ্ঞাতি কুটুম্ব মানী,
নাসিকা কুঞ্চনে করি ঘৃণা প্রদর্শন,
নিন্দিবে স্মার্ত্তাচার্য্যের কৃত স্বস্ত্যযন ?
বেদব্যাস। বৎস! ও ন্যাযের ফাঁকি। পুরাবৃত্তে কোন
আছে কি লৌকিক, পঞ্চপতিত্বে নারীর,
বিশুদ্ধ চরিত গাথা প্রসিদ্ধ কাহিনী ?
বড় আকস্মিক, হ'বে এ চমকপ্রদ,
আঘাত সমাজে। চরিত্রের শ্লীলতায
হানিবে আতঙ্ক শেল। জ্ঞাতি বান্ধবের
কটাক্ষ ঝঙ্কার কূট বক্র রসিকতা,
বর্ষিবে ভ্রূভঙ্গীকারে। সে কটূক্তি হতে
কেহ নিরাপদ নয নব্য মতবাদী।
দিব এ ব্যবস্থাপত্র পাত্রবিশেষের
মিটাতে অসাধু চুক্তি, সাধু মনোভাবে।
অদৃষ্টের লেখনী রহস্য জেনে, দিনু
এ অবৈধ বিধি। বৎস! ভতৃত্ব বামজ
সর্ব্বদা সংশয ভীরু সতীত্বে পত্নীর,
পতিত্ব পৌরুষাকারে, রহে উদাসীন,
বামার চরিত্রধর্ম্মে; সরল বিশ্বাসী,

সাধুচরিত্রে পত্নীর ; স্নেহে অন্ধ আঁখি,
পদস্খলনে নারীর। স্বনামধন্য যে
জানে তার পত্নী বাধা গুণ বশ্যতায়।
কিন্তু কাপুরুষ স্ত্রৈণ কামাতুর যুবা,
সদাই সন্দিগ্ধমনা ভ্রষ্টা চরিত্রের।
যে হেতু সে দেখে নিত্য ভোগলিপ্সাবতী,
পরকীয়া উপভোগ্যা সংসারে প্রচুর।
কদাচ যা ঘটে বৎস! লৌকিকতা তার,
নিরুদ্ধ হ'নাহ শ্রেয়ঃ। দুঃখ ক'রোনাক ;
দিতেছি ধর্ম্মানুমতি। ধৌম্য পুরোহিত
সমাজ চলন পত্র দিবে যথোচিত।
উহাহ মন্দের ভাল হোক আপাততঃ ;
সমাজের তিরস্কারে কর্ণ পেত'নাক।

কুন্তী।　বুঝেছি ব্রহ্মণ্যদেব! অধর্ম্ম এ নয়,
শুধু পাণ্ডবের ; নয়ত অমানুষিক
বর্দ্ধবতা পরে। দুশ্চিন্তা নিঃশেষ হল।
যাও বৎসগণ! দ্রুত দ্রুপদ ভবনে।
সর্ব্ব সমক্ষে সভ্যের, শিলা শালগ্রামে
সাক্ষ্য করি ; হোম সাঙ্গে করি সোম পান ;
সবৎসা সহস্র স্বর্ণক্ষুরা বৎসতরী,
পয়স্বিনী কৃষ্ণাভ গোধনে, দ্বিজগণে,
যথাবিধি আবাহনপূর্ব্বক দানিয়া,

স্ববেশে পাঞ্চালী মনোরঞ্জনে ভূষিয়া,
ফুটাও কলঙ্ক-পঙ্কে স্বর্ণকমলিনী :
হইবে ও পুণ্যশ্লোকা গার্হস্থ পাবনী।

বেদব্যাস। বৎসে ! এই অসামান্য রহস্যোদ্দীপক
ব্যতিক্রম উদ্বাহের নহে উপেক্ষার।
নারীর ঐকান্তিকতা, বিভিন্ন পানের
মর্ম্মস্থলে বাজিলে জলতরঙ্গে ; বাধা
লয় মানে, ঝঙ্কারে উদারা ; অনসুরা
ঠুংকারে অশ্রাব্য নাদ, স্বর ছন্দ ছাড়া।
ও নারী চরিত্র আদ্যাপ্রকৃতি সম্ভবা,
স্বভাবে নির্ম্মলা : কিন্তু অবিদ্যা প্রভাবে,
বিহারে প্রমত্তা, লীলা চঞ্চলা প্রমোদে।
হিতাহিতে জ্ঞানশূন্যা যৌবন কুহকে ;
পাইলে রতির গন্ধ আত্মহারা মোহে।
ও অপ্রেমমুগ্ধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভঙ্গীর,
স্বামীর তত্ত্বাবধানে পরিদর্শনীয়।
নটীর উদ্দাম লীলা, অসংযতা গতি
ইন্ধন যোগায় কামলিপ্সার দ্রষ্টের ;
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নারীপছন্দের।
হয়ত জানে না তন্বী, লীলাচঞ্চলার,
অশুভ মুহূর্ত্তে, কোন মুগ্ধ হাবভাব,
প্রলুব্ধ করিল লঘু বিক্রম পুরুষে :

জ্বালিল বিষের বহ্নি ঈর্ষার ইন্ধনে।
তাই ও একত্রে পঞ্চ পতীত্ব নারীর,
হইত অপরিণামদর্শিতা বিধির ;
যদি না সে গ্রন্থিমূলে সৎসাহসের,
থাকিত জন্মান্তরীণ যৌথ গতাগতি।
বৎসগণ ! যাজ্ঞসেনী ছিল জন্মান্তরে,
কেতকী যৌবন-তপা বিদ্যুত্‌ বরণী।
ক্রূরদৃষ্টে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র দেবরাজ,
অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছলিলে বালায় ;
ধ্যানমগ্না আঁখি উন্মিলনে "মাগ বর"
অকস্মাত্‌ শুনিল পঞ্চমে। পঞ্চবাণ
বিঁধিল পাষাণ প্রাণ ; লজ্জা সরমিল
কামে অনভ্যস্তা উগ্রতপার কজ্জলে।
সম্মুখে পঞ্চ দেবতা, সম্মোহন গুণে
হানিয়া নয়ন বাণ, ক্রূর হাস্যাননে
কহিল মোদের যারে মনঃপুত হয়,
দময়ন্তী যথা দেবমণ্ডিত সভায়,
পতিত্বে বরণ কর ; মোরা দগ্ধপ্রায়
ও রূপ বিজলী প্রভা জৃম্ভণ শিখায়।
ও নব-যৌবন-মধুনিকুঞ্জে কোয়েলা,
মোদের যাহারে ইচ্ছা বর পিকবর।
শুনিল সে বেদবতী তুল্য নয় মানে,

মদনের অগ্নি বীণা বাজে ঐক্যতানে।
ভাল মন্দ না বুঝিয়া ভজিল সবায় ;
"তথাস্তু" আকাশ বাণী শব্দে নীলিমায়।
নারী প্রবঞ্চক সেই পঞ্চ দেব ঠক,
যুগান্তরে এ পঞ্চ পাণ্ডব। ধৈর্য্যচ্যুতি
হইলে সতীর, তার প্রতি অশ্রুকলি,
পুষ্পিল স্বর্নদী নীরে সুবর্ণ কেতকী ;
বিকচি সহস্র দলে মন্দার সুরভি।
যে পুষ্প হরিয়া তব ধনঞ্জয় সুত,
জননীর শিব পূজা করাল অদ্ভুত।
কুন্তী। সে অশ্রু করবী পিতঃ স্বর্ণ শতদলে,
কিরূপে গচ্ছিত হল কুবের ভাণ্ডারে ?
বেদব্যাস। বিষ্ণুর স্বেদজামৃত-যোনি একবেণী,
প্রকাশিলে মন্দাকিনী, স্বর্গ উপকূলে ;
ভগীরথ তপোবলে হৈমবতী চূড়ে,
নামিল রজত জ্যোৎস্না অমিয় হিল্লোলে :
ভাসাতে ভারত ভূমি। গঙ্গোত্রী গোমুখে,
গন্ধর্ব্ব গুহ্যক রয় যক্ষ অনুচর,
দেখিতে সরিদ্বরা স্বরগের গুড়া,
ধরায় না লয়ে যায়। সুবর্ণ কেতকী
তারাই গচ্ছিত দিল কুবের ভাণ্ডারে।
কেতকীর পূর্বজন্মে ছিল সে সুরভী ;

বিধির নির্ব্বন্ধে কাম উন্মত্ত দেবতা,
পঞ্চ প্রধান ওরাই, সৌরভী সুরথে
জানাল মদন বাঞ্ছা। গোমাতা বঞ্চনা
করিল প্রমত্তে দিয়ে স্তোকবাক্য শুধু :
পাবে মধু, আজ আমি রজঃস্বলা বঁধূ।
ওই সে সুরভী পরজন্মের দুহিতা,
এক সাধু ব্রাহ্মণের, শিব পূজারিণী,
'পতি দাও' 'পতি দাও' যাচি পঞ্চবার
নিল পঞ্চপতিবর : যে আজ পাঞ্চালী।

ধৌম্য। তথাস্তু ত্রিকালদর্শী কারুণ্যাবতার!
এ যজ্ঞের পৌরহিত্য নিলাম এবার।
দেখুন কে আসে সুশ্রী শ্রীমাল্য ভূষিত :
অধরে মধুর হাসি, করে বংশী বাঁশী,
ভুবনমোহন রূপে ?

( শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ )

বেদব্যাস। স্বাগতঃ সুন্দর!
কঠিন দায়িত্ব নিতে এলে গুণধর;
দীনের অবস্থা বুঝে। তোমার অভাবে
এ নব্য বিবাহ রঙ্গ ভূত নৃত্য হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যাসের দায়িত্ব নিতে আসেনি যাদব ;
নিন্ গন্ধ মধুপর্ক ক্ষাত্র বালকের।
ছিনু পার্শ্বে চতুরঙ্গ বলে, পার্থে দিতে

পৃষ্ঠপোষকতা। অধুনা এনেছি সাথে,
প্রীতিউপহার উপঢৌকন স্নেহের,
কুটুম্বিতা শুভবিবাহের। সখ্যঅনুপানে
রঞ্জিতে প্রগাঢ়তর আত্মীয়তা রসে।

অর্জ্জুন। ছিলে সখে চতুবঙ্গ বলে? এ ভণ্ডামি
ভাল কি শুনাল ঋষিবাক্য প্রতিবোধে?
আশীর্ব্বাদী লৌকিকতা দ্রৌপদী জয়ের,
আনিয়াছ সাথে করি হরি? এস মোর
অষ্টপ্রহরের অন্তরঙ্গ মনচোর।
এস জীবনের আলো! আনিয়াছ ডালা,
মতিমালা মণিমাণিক্যখচিত, দাও
দাদার জয়ন্তীভালে; মোর বক্ষে ঢাল
নধর জলদ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন গাঢ়।
বল নটরাজ, পঞ্চপতি রমণীর
বেমানান কিনা?

শ্রীকৃষ্ণ। বেদব্যাসের কি মত?

অর্জ্জুন। ব্যাসের সম্মত।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যাস মীমাংসিত পথে,
থাকে কি সন্দেহস্থল, জিজ্ঞাসা সুলভ?
তবে ত হ'লোই ভাল। বাহবা পাঞ্চাল!
এক ভগ্নি হ'তে পঞ্চ আবৃত্ত মিলিল।

বেদব্যাস। চল অবিলম্বে, লগ্ন প্রহর আগত;

দ্রুপদ অপেক্ষা করে উৎকণ্ঠাভিভূত।
যাও ধৃষ্টদ্যুম্ন! পুরঃ সন্দেশবাহক।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। আসুন সুহৃদবর্গ পাঞ্চাল তোরণে;
মাঙ্গল্য পল্লবঘট নারিকেল ফলে,
শোভিত যে পুরদ্বার, অভ্যর্থনা ভালে।
যাই আমি অগ্রসারি বহি সমাচার।

[ প্রস্থান

ধৌম্য। যাই তীর্থস্নানে, সন্ধ্যা বন্দনা কারণে;
কলস্বনা তটিনীর অকর্দ্দম তটে।

বেদব্যাস। আমিও নিষ্কর্ম্মা নই ব্রাহ্মণ্য পালনে;
চল বৎস! গুরুশিষ্যে অস্তাস্ত ভাস্করে,
পূজি অর্ঘ্য দানে, হংস সারস মুখরে,
তরঙ্গশীকরসিক্ত মৃদুমন্দানিলে,
করি গে সান্ধ্যোপাসনা, তীর্থাবগাহনে।
এবা না সজ্জিত হতে গন্ধফুল হারে,
আমরা হাজির হব বরযাত্রী দলে।

[ বেদব্যাস ও ধৌম্যের প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। সবাই খসিয়া পড়ে, বড় বোঝা দেখে;
কেহ না নোয়ায় মাথা, ক্রমে পথ ছাড়ে।
চলুন পিসীমা বিনা আড়ম্বর যোগে,
এ যুগের বড় বিয়ে সারি কোন মতে;
মাঙ্গল্য বরণডালা নিন্ শুভমাথে।

[ সকলের প্রস্থান



( পট পরিবর্ত্তন )

# শুদ্ধিপত্র

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পংক্তি | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| কহিনুর | কোহিনুর | ১১ | ১৩২ |
| পররাষ্ট্রিয় | পররাষ্ট্রীয় | ২২ | ১৩৩ |
| কুরুজঙ্গলে | কুরুজাঙ্গলে | ২ | ১৩৪ |
| ষড়গুণ্যে | ষাড়গুণ্যে | ১১ | ১৩৪ |
| স্বামী সঙ্গমে | স্বামিসঙ্গমে | ১৫ | ১৩৫ |
| সচ্ছন্দ | স্বচ্ছন্দ | ৮ | ১৪৩ |
| ত্যাগীরভিমত | ত্যাগীর' কাঙ্ক্ষেয় | ২০ | ১৪৫ |
| সোহমনুভূতি | সোহহমনুভূতি | ২২ | ১৫৩ |
| পঞ্চভূতেন্দ্রিয়ব্যাপি | পঞ্চভূতেন্দ্রিয়ব্যাপী | ২০ | ১৫৫ |
| অজো | অজ | ৮ | ১৬২ |
| সদসদ্ লাভ | সদসদ্ জন্মলাভ | ১১ | ১৬২ |
| পিতৃব্যাশীষ | পিতৃব্যাশিস | ১৪ | ১৬৬ |
| রাসায়ণে | রসায়ণে | ৭ | ১৬৮ |
| কুলে | কূলে | ৬ | ১৬৯ |
| কুলাগ্নী | কুলঘ্ন | ৫ | ১৭১ |
| অবরুদ্ধনীয় | অবরোধনীয় | ৬ | ১৭১ |
| গত্যান্তর | গত্যন্তর | ৫ | ১৭৫ |
| সত্ত্বরে | সত্বরে | ৬ | ১৭৫ |
| চিহ্ন | চিহ্ন | ১২ | ১৭৬ |
| মরুত্গণ | মরুদ্গণ | ১৬ | ১৭৯ |
| বর্ষিয়সা | বর্ষীয়সী | ১ | ১৮০ |
| শুন্য | শূন্য | ৫ | ১৮৪ |
| আততায়ীগণ | আততায়িগণ | ৬ | ১৮৭ |
| অসপত্না | অসমপত্ন | ১৭ | ১৮৮ |
| শুল | শূল | ১২ | ১৯১ |
| শর্ষপ | শর্সপ | ৬ | ১৯২ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পংক্তি | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ভস্মিত | ভস্মিত | ৩ | ১৯৩ |
| দুরদ্রষ্টা | দূরদ্রষ্টা | ৫ | ১৯৩ |
| পিশিতাসন | পিশিতাশন | ১৩ | ১৯৩ |
| রাজশ্রীটিকা | রাজশ্রীটীকা | ৩ | ১৯৪ |
| নিঃশঙ্কোচে | নিঃসঙ্কোচে | ৫ | ১৯৪ |
| ভাতৃহত্যার | ভ্রাতৃহত্যার | ২১ | ১৯৪ |
| বৈপরিত্যে | বৈপরীত্যে | ১ | ১৯৫ |
| সুক্ষ্ম | সূক্ষ্ম | ২ | ১৯৫ |
| অচীন | অচিন | ১৩ | ১৯৫ |
| নীশা | নিশা | ১৬ | ১৯৫ |
| হর্ষধ্বনী | হর্ষধ্বনি | ৯ | ১৯৭ |
| নিশ্বাষে | নিশ্বাসে | ৪ | ১৯৮ |
| ইতোপূর্ব্বে | ইতঃপূর্ব্বে | ৭ | ১৯৮ |
| মূর্ত্তমান | মূর্ত্তিমান | ১৫ | ১৯৮ |
| যশভাগ | যশোভাগ | ১১ | ১৯৯ |
| সত্ত্ব প্রভৃতীর | সত্ত্বঃ প্রভৃতির | ৮ | ২০০ |
| পুষ্টমান | পুষ্টিমান | ১৬ | ২০০ |
| কেশরী | কেশরি | ৬ | ২০২ |
| করীরাজ | করিরাজ | ৬ | ২০২ |
| ভক্ষান্বেষণে | ভক্ষ্যান্বেষণ | ২২ | ২০২ |
| কোতুকী | কৌতুকী | ১৮ | ২০৩ |
| ভক্ষম্ন | ভক্ষণ | ৫ | ২০৫ |
| রাক্ষসযোনী | রাক্ষসযোনি | ১৫ | ২০৫ |
| কৌলিণ্য | কৌলীন্য | ১ | ২০৯ |
| ধর্ম্মশাস্ত্রিয় | ধর্ম্মশাস্ত্রীয় | ৬ | ২০৯ |
| বংশগতা | বশাংগতা | ৯ | ২১২ |
| শূল্য | শূক | ৬ | ২১৩ |
| রক্ষবরে | রক্ষোবরে | ২ | ২১৫ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পংক্তি | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| রক্তম্রোক্ষণ | রক্তমক্ষণ | ৭ | ২১৬ |
| তিরস্করণী | তিরস্কবিণী | ১০ | ২১৬ |
| বাল্মিকী | বাল্মীকি | ১৮ | ২১৭ |
| স্বস্তিকে | স্বস্তিকের | ১৮ | ২২০ |
| নামা | নামে | ৮ | ২২২ |
| পুত্রোৎপত্তি | পুত্রোতপত্তি | ১২ | ২২৪ |
| গৌরববহ | গৌববাবহ | ১৬ | ২২৪ |
| অমৃতোৎভবেব | অমৃতোদভবের | ১১ | ২২৭ |
| বিদ্যুতদামে | বিদ্যুদদামে | ২০ | ২৩১ |
| স্থখাপেক্ষী | মুখাপেক্ষী | ৩ | ২৪০ |
| নৃত্যকলাবাদ্ | নৃত্যকলাবিদ | ২ | ২৪৩ |
| নিগুঢ় | নিগূঢ় | ১২ | ,, |
| স্থরথ | স্থরত | ৭ | ২৪৫ |
| আধ্যাত্ম | অধ্যাত্ম | ৬ | ২৪৮ |
| ব্রিশ্চিক | বৃশ্চিক | ১২ | ২৫২ |
| বাক্দত্তা | বাগদত্তা | ১৮ | ২৫৯ |
| তুষ্ণিস্তরিতায় | তূষ্ণীন্তরিতায় | ১০ | ২৬০ |
| ঘূর্ণমান | ঘূর্ণ্যমাণ | ১১ | ২৭৭ |
| পুবোগামীগণ | পুরোগামিগণ | ১৭ | ২৭৯ |
| অলিকতম | অলীকতম | ৮ | ২৮১ |
| সিমন্তিনী | সীমন্তিনী | ১৬ | ২৮১ |
| কর্ণধার | কর্নরাগ | ৯ | ২৮৪ |
| লুঙ্গুল | লাঙ্গুল | ১০ | ২৮৪ |
| ধারণে | বরণে | ৩ | ২৮৫ |
| ধিক্কার | ধিধিকাব | ৩ | ২৮৮ |
| পৌনরুক্তি | পুনরুক্তি | ১৪ | ২৮৯ |
| শশী | শশি | ৭ | ২৯০ |
| সালঙ্করা | সালঙ্কারা | ৩ | ২৯১ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পংক্তি | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| গড়ুব | গরুড় | ১৮ | ২৯৩ |
| ব্রহ্মবর্ত্তে | ব্রহ্মাবর্ত্তে | ৫ | ২৯৫ |
| কেন্দ্রিয় | কেন্দ্রীয় | ৬ | ২৯৫ |
| ক্রিডনক | ক্রীড়ণক | ৪ | ২৯৮ |
| জলধী | জলধি | ৭ | ২৯৮ |
| ব্রহ্মীষ্ঠগণেব | ব্রহ্মিষ্ঠগণেব | ১১ | ২৯৯ |
| অনাহুতে | অনাহূতে | ২১ | ৩০১ |
| আরুণী | আরুনি | ৯ | ৩০২ |
| তুবিয়াঙ্গ | তুবীয়াঙ্গ | ১৭ | ৩০২ |
| তপতিব | তপতীব | ৮ | ৩০৫ |
| ভগ্নিপতি | ভগ্নীপতি | ১ | ৩১২ |
| স্পষ্টবাদীত্ব | স্পষ্টবাদিত্ব | ৮ | ৩১৩ |
| বহুভতৃত্ব | বহুভর্ত্তৃত্ব | ১১ | ৩১৫ |
| পাত্যর্ঘ্য | পাদ্যার্ঘ্য | ১৮ | ৩১৫ |
| বিধিবাদিষ্ট | বিধি আদিষ্ট | ৪ | ৩১৬ |
| সুবভী | সুবভি | ২২ | ৩২১ |
| পৌবহিত্য | পৌবোহিত্য | ১১ | ৩২২ |